গোপাল উড়ের টপ্পা।

অর্থাৎ

বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার গান।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেশিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

১৩১৭ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

গোপাল উড়ের টপ্পা।

অর্থাৎ

বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার গান।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত।

কলিকাতা।

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

১৩১৭ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

"সঙ্গীত-চর্চ্চা, দেশ হইতে উঠিয়া যাই-তেছে,"—একজন প্রবীণ ব্যক্তি সে দিন এই কথা বলিলেন এবং চোখের জল ফেলিলেন।—"ভাল গান এখন ত আর তৈয়ারি হয় না। যে সকল সাবেক ভাল গান আছে, তাহাও লোপ পাইতেছে। অনেক বড় বড় কবির সঙ্গীত,—এত দিন, বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজিত ছিল, গায়কের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সঙ্গীত সমূহও অন্তর্হিত হইতেছে। বদন অধিকারীর সমস্ত গান,—আমার পিতামহের মুখস্থ ছিল। দেওয়ান-মহাশয়ের গান বর্দ্ধমান জেলার লোকে যখন-তখন গাহিত। রামপ্রসাদের গান—রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে কুটীরবাসী কৃষক পর্য্যন্ত গাহিত। দাশু-রায়ের পালাকে-পালা অনেকে মুখস্থ বলিত। ভটপল্লীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন-মহাশয়, দাশু-রায়ের প্রায় সকল গানই মুখস্থ বলিতে পারেন। শুধু মুখস্থ আবৃত্তি নহে, তিনি দাশু-রায়ের গানের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। ব্রজ বিদ্যারত্ন এবং ভুবন বিদ্যারত্ন মহাশয়ও উত্তম গায়ক ছিলেন; কবির গান, পাঁচালীর গান, কালী-বিষয়ক গান, কৃষ্ণ-বিষয়ক গান প্রভৃতিতে ইঁহারা সিদ্ধকণ্ঠ ছিলেন।"

প্রণয়-সঙ্গীত,—সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে এখন অশ্লীল হইয়াছে। কিন্তু আগে নিধু বাবুর গান সর্ব্বসমাজেই গীত হইত। নিধু বাবুর গান,—প্রণয়-সঙ্গীতের রাজা। আজি-কালি নিধু বাবুর গানে দেখিতেছি, অনেক আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে; অন্যের রচিত অনেক গান,—নিধু বাবুর গান বলিয়া চলিতেছে। বিদ্যাসুন্দরের গানও একটা 'বিতিকিচ্ছি' ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের এক একটী গান পূর্ণ প্রস্ফুটিত মল্লিকা ফুলের ন্যায়। ঐ সৌরভময় গান-ফুল-দলে, কত যে অসার বনফুল মিশিয়াছে, তাহার সংখ্যা কত করিব! এখন আর বাছিয়া দিবার লোক খুঁজিয়া পাই না! বিদ্যাসুন্দরের গান বা গোপাল উড়ের টপ্পা আমরা বুঝি হারাইতে চলিলাম!

উৎকল দেশে কটক জেলার জাজপুর গ্রামে গোপালের জন্ম হয়। গোপাল অতি দুঃখীর সন্তান। তাহার পিতা বেগুনের ও আদার চাষ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। গোপাল জাতিতে করা; তাহার পিতার নাম মুকুন্দ। মুকুন্দের তিন পুত্র; গোপাল মধ্যম পুত্র। গোপাল যখন কলিকাতায় আসে, তখন তাহার বয়স ১৮ বা ১৯ বৎসর। ইতিপূর্ব্বে গোপালের বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমে গোপাল গান গাহিতে জানিত না, কিন্তু তাহার গলার স্বর অতি মিষ্ট ছিল।

সে প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময় কলিকাতার বহুবাজারে রাধামোহন সরকার নামক এক জন গণ্যমান্য লোক বাস করিতেন। তিনি "বিদ্যাসুন্দরের" একটী যাত্রার দল স্থাপন করেন। এই বিদ্যাসুন্দরের যাত্রাই কলিকাতার বা বাঙ্গালা দেশের প্রথম সখের যাত্রা। রাধামোহনের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। যাত্রার আখড়াই রাত্রিকালে হইত; কিন্তু সারাদিন বৈঠক চলিত। বহুবাজারের মতিলাল-গোঠী, (হৃদয়রাম) বাঁড়ুয্যে-গোঠী, ধর-গোঠী—সকলেই এই যাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, 'টেলিমেকস'-অনুবাদক ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যাত্রার 'সখী' সাজিতেন।

একদিন মধ্যাহ্নে বৈঠক চলিতেছে, এমন সময় একজন ফিরিওয়ালা "চাঁপাকলা" বলিয়া পথে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার বৈঠকখানার বাবুদের কর্ণে আসিল। বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন,—"ওরে কে আছিস্ রে, 'গান্ধার' বলেছে, চাঁপা-কলা-ওয়ালাকে ধরে

আন।" লোকজন গিয়া চাঁপা-কলা-ওয়ালাকে ধরিয়া আনিল। এই চাঁপাকলা-ওয়ালাই-গোপাল উড়ে।

ফিরিওয়ালা আসিলে, তাহাকে নানা প্রশ্ন হইতে লাগিল। বাড়ী কোথায়, কি জাতি, কোন বর্ণ, পিতার নাম কি, বয়স কত, গাহিতে জানে কি না, ব্যবসায়ে কত উপার্জ্জন হয়,—প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। গোপাল একে একে সকলের উত্তর দিয়া বসিবার স্থান পাইল। বাবুদের অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ গোপালের ফিরিওয়ালাগিরি ঘুচিল ও রাধামোহনের নিকট দশ টাকা বেতন ধার্য্য হইল।

গোপালের চাকুরী হইল; কিন্তু কাজ কিছু নাই। বাবুদের ওস্তাদ্‌জি হরিকিষণ মিশ্রের নিকট সে গান শিক্ষা করিতে লাগিল। প্রকৃতির অনুগ্রহে গোপালকে 'সা-রে-গা-মা' ভাঁজিতে হইল না। গলায় একবারে পর্দ্দা বলিতে লাগিল। গোপাল অতি সহজে ঠুংরি গান আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিল ও এক বৎসরের মধ্যেই দলের সকল ছোক্‌রার অপেক্ষা অধিকতর গুণী হইয়া উঠিল। এই এক বৎসরের মধ্যে গোপাল এত ভাল বাঙ্গালা বলিতে শিখিল যে, তাহাকে উড়িয়া বলিয়া আর বুঝিতে পারা যায় না। বেশভূষায় চাল-চলনে গোপাল সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালীর অনুকরণ করিয়া, বাঙ্গালী হইয়া গেল।

দুই বৎসর আখ্‌ড়াইয়ের পর, রাধামোহন সরকারের যাত্রা খোলা হইল। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে প্রথম আসর। এই আসরে গোপাল মালিনী সাজিয়াছিল। দর্শকেরা সকলেই মালিনীকে প্রকৃতই স্ত্রীলোক মনে করিয়াছিলেন। মালিনীর গানে ও ভাব-ভঙ্গিতে দর্শকমাত্র যেন চিত্র-পুত্তলিকা। গোপালের জয়জয়কার হইল। রাধামোহনের আনন্দের সীমা রহিলনা। গোপালের বেতন পঞ্চাশ টাকা হইয়া গেল। আরও দুইবার রাধামোহনের যাত্রার আসর হইয়াছিল। এক বার হাটখোলার দত্ত-বাবুদিগের বাটীতে আর একবার সিমুলিয়ার ছাতু বাবুর বাটীতে। এই যাত্রা ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারে রাধামোহনের লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর বয়সে রাধামোহনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতেই দলের মৃত্যু হইল; কিন্তু যাহা থাকিবার, তাহা রহিল; রহিল—গোপাল উড়ে ও বিদ্যাসুন্দর পালা। গোপাল, রাধামোহন সরকারের দলের সকল আস্‌বাব পাইল ও নিজে এক দল গঠন করিল।

গোপাল রাধামোহনের বিদ্যাসুন্দরের একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গান সংগ্রহ করিয়া, গোপাল নূতন পালার সৃষ্টি করিল। শুনিতে পাই, গোপাল উড়ের গান,—গোপালের দ্বারা একটীও রচিত নহে; কৈলাস বারুই, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় এবং হুগলী জেলায় সম্মুখ গোপালনগর নিবাসী ভৈরব হালদার প্রভৃতির অনেক ভাল ভাল গান, বিদ্যাসুন্দরের টপ্পায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। যিনিই যে গান বাঁধুন না কেন, অস্তিত্ব আর কাহারই নাই, আছে কেবল গোপাল উড়ের।

নিজের দলে দশ বৎসর কাল যাত্রা করিয়া গোপালের মৃত্যু হয়। এই দশ বৎসরের মধ্যে, গোপাল বাঙ্গালা দেশের সকল বিশিষ্ট বারওয়ারীতে আসর পাইয়া আসিয়াছে। যে তাহার গান একবার শুনিয়াছে, সে কখনও ভুলে নাই ও ভুলিবে না।

গোপাল দেখিতে সুপুরুষ ছিল। তাহার বর্ণ গৌর, আকৃতি খর্ব্ব ও কৃশ ছিল। মুখে দাড়ি-গোঁপের চিহ্ন কম ছিল। গোপাল বড় ভাল কথা কহিত; বিনয়ী ও শিষ্টাচারী ছিল। এই যাত্রা সখের ছিল না, যাত্রা হইতে গোপালের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। গোপাল নিঃসন্তান ছিল; প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।

গোপাল উড়ের টপ্পায় একদিন বঙ্গদেশ মোহিত হইয়াছিল। কাশী যখন মালিনী সাজিতেন, ভোলানাথ দাস বিদ্যা সাজিতেন, আর উমেশ মিত্র যখন সুন্দর সাজিতেন,—সাজিয়া, হাত-তালি দিয়া, যখন গান ধরিতেন, ঈষৎ হেলিতেন দুলিতেন, বঙ্কিম নয়নে চাহিতেন, তখন মনে হইত, এই ধরাধামে বুঝি বিধাতার এক অপূর্ব্ব এবং অপরূপ সৃষ্টি দেখা দিল! প্রত্যেক গান,—সুরের সঙ্গে একবারে যেন মাখামাখি হইয়া

আছে! গানের ভাষা শুনিলেই, সুর যেন কোথা হইতে আপনা-আপনিই কণ্ঠে আসিয়া পড়ে। উড়িষ্যাদেশে কালাংড়াই বেশী প্রচলিত। গোপাল উড়ের গানে কালাংড়াই সমধিক। ভোলানাথের ছেলেরাই এখন দল চালাইতেছেন।

মতান্তরে প্রসিদ্ধি আছে, কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী ধনাঢ্য ৺ বীরনৃসিংহ মল্লিক মহাশয় বিদ্যাসুন্দরের পালা সৃষ্টি করেন। ইহাতে তাঁহার দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নানা দেশের ওস্তাদ আসিয়া এই গানে সুর দিয়াছিলেন; নানা স্থানের কবি আসিয়া এই গান বাঁধিয়াছিলেন। গোপাল উড়ে বীর নৃসিংহ বাবুর ভৃত্য ছিল। বীর নৃসিংহ বাবু গোপাল উড়েকে এই পালা দান করিয়া যান।

চন্দননগরে মৃত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষের বাড়ী বাসন্তীপূজা উপলক্ষে গোপাল উড়ের বায়না হইয়াছিল। ইহার তথায় যাইতে একটু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইহাতে গোপাল উড়েকে অল্পাধিক অপমানের কথা শুনিতে হইয়াছিল। গোপাল তখনি উমেশ ভোলানাথ এবং কাশীনাথকে (কেশে মালিনী) দলের ভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসিল; দলের সঙ্গে আর গোপাল কোন সম্পর্কই রাখিল না। গোপালের দল ছাড়িবার ইহাই কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া, এই গোপাল উড়ের টপ্পা লিপিবদ্ধ করিলাম। বঙ্গের এই ফুটন্ত মল্লিকাকে চিরদিন রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিলাম। যে মল্লিকার মালা,—একদিন বাঙ্গালার পণ্ডিত-মূর্খ সমভাবে কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন, ধারণ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন, সেই মালা কি আজ অনাদরে উপেক্ষিত হইবে? জঞ্জালরাশির ভিতর লুক্কায়িত থাকিবে?

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামযদু ভট্টাচার্য্য এবং চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর এই সঙ্গীতসংগ্রহে আমাদিগকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন।

আশ্বিন; ১৩১৭ সাল।
'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয়, কলিকাতা।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

সূচীপত্র।

৫৩৪

সুচীপত্র সম্পূর্ণ।

গোপাল উড়ের টপ্পা।

অর্থাৎ

বিদ্যাসুন্দর-গান।

ভিস্তীর গান।

খাম্বাজ—খেমটা।

বড় মজেদার দরিয়াকা মিঠা পানি লিয়া।
হায়! আসল-খাঁটি উজান-ভাটী মিঠাগাঙ্গের পানি,
যো খায়া পস্তায়া, যো না খায়া পস্তানে গিয়া।
হায়! রসিয়া হোয় ত রস-মিলাওয়ে,
যোগ মিলাওয়ে যোগী,—
যেসি পিয়া ঐসি রহা, বুড্ঢাকি জোয়ানী কিয়া।১

ভিস্তীর গান।

খাম্বাজ—খেমটা॥

আরে কি বাণ মারিলি প্রাণ সাঁইয়া রে।
যেন মক্কা থেকে দেখ্‌ছে ফকির দাঁত-কপাটী
মেরে।
আমার বাড়ী যাইও বঁধূ বস্‌তে দিমু পীড়া,
জলপান করিতে দিমু সরু ধানের চিড়া রে।
তুমিত হুন্দর হায়া ফাঁকি দিয়া যাও ভাই রে,
আর তোমার লেগে আমি কেবল মার খাইয়া
মলাম রে।
তুমিত হুন্দর মুখ তোর তরে এত দুঃখ সই রে,
এবার বিচ্ছেদ-জ্বরে, প্রেম-বিকারে বাঁচি
কি না বাঁচি রে। ২

কালুয়ার গান।

ভৈরবী—খেমটা।

বাবু! নগদি রোজগার, সব্‌সে গুল্‌জার।
নৌকরি বকুমারি, বাবু! পর্-এস্তাজার।
কাম্ হামারি, (বাবু!) পর্-এস্তাজারি,
(বাবু!) কাহে বোলায়ে কালুয়া! ঝাড়ু-বর্‌দার।
হরদম্ হাজিরি, কাহে ফুকারি,
বোলে কাহাঁ রহতে কালুয়া ঝাড়ু-বর্‌দার! ৩

মেথরাণীর গান।

কালেংড়া—খেমটা।

গোরি তেরী বালা যোবন ভয়া,
কেসে মার নয়না-তীর।
ছুরিতী মারা, কাটারীভি মারা,
যেসে নয়নো সে মারা ফকির॥ ৪

মেথরাণীর গান।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

আমার প্রাণ এখন আর চায়না তোরে,
শোন্ কালুয়া শোন্।
না বুঝে সঁপেছি তোরে এ নব যৌবন॥
এই কিরে তোর পিরীত করা
মেথর জেতের এই কি ধারা,
ধনে প্রাণে হ'লাম্ সারা,
ও তুই কল্লি জ্বালাতন। ৫

মেথরাণীর গান।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

আগে দম দিয়ে ফুল মজাইলি
শেষে দাগা দিলি রে।

আনিয়ে গগনের চাঁদ হাতে তুলে দিলি রে ॥
আমি রে কুলের কামিনী,তোমারে সঁপেছি প্রাণী,
(এখন) পেয়ে অবলা রমণী, পাথারে
ভাসিলি রে। ৬

মেথরাণীর গান।

টোড়িভৈরবী—আড়খেমটা।

কালুয়া! তোর পিরীতে রে, একি হ'ল আমারে ॥
তিলেক না দেখ্‌তে পেলে, প্রাণ কেমন করে!
নাম ধরে ডাকুলে পরে, থাকুতে পারি নে ঘরে.
দাঁড়ালে মাথা ঘোরে, যৌবনের ভরে ॥ ৭

মেথরাণীর গান।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

চল্‌তে নারি যৌবনের ভরে আমি রে!
দিনান্তরে দেয় না দেখা, কালুয়া আমারে ॥
ছারকপালের হাতে পড়ে,
যৌবন-জ্বালায় মরুচি পুড়ে,
কালুয়া থাকে থানায় প'ড়ে, সরাপের ঘোরে ॥ ৮

জুড়ীর গান।

পুরবী—যৎ।

হায়! রসিক সুজন, নারীর মনোরঞ্জন।
প্রিয়া-সনে সঙ্গোপনে করেন সুখ-আলাপন।
ছলে বলে কৌশলে, মালিনীরে ফাঁকি দিলে,
উভয়ের প্রেম অন্তঃশীলে, বহে ফল্গুনদী যেমন।
কি সুন্দর শুনিতে সুন্দর বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যান।
মাটীর ভিতর আনাগোনা, আর কার সাধ্য, বলনা,
বিনা দৈবেরই ঘটনা, না হয় ঘটন।
যেমন রতিপতি, তার চেয়ে বিদ্যাপতি,
মাটীর ভিতর একি রীতি, উভয়ে গমনাগমন।
বৎসর পনর ষোল হইল বয়ঃক্রম।
ভেবে মরে রাজা-রাণী হইবে কেমন। ৯

রাজার উক্তি।

পুরবী—যৎ।

হায় হায়! বিষয় বিষম চিন্তা, ভেবে প্রাণ যায়।
বিপত্তে সম্পত্ত হয়, এতে যদি মান রয়,
সেই মোক্ষ এ সময়, যদি তারে পায়;—
হায়! কেন মাটি খেয়ে পড়ালাম বিদ্যায়!
দিবানিশি ঐ কথা, কারে কব মর্ম্ম-ব্যথা,
যেই দুঃখ সর্ব্বদা হতেছে আমায়।
কবে এ কুদিন যাবে, সুপ্রভাত রজনী হবে,
বিদ্যা বিদ্যায় হারাবে, পাবে কে কোথায়!
গুণসিন্ধু রাজসুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
সর্ব্বগুণে গুণযুত, সকল বার্ত্তায়।
হায়! বর আনিতে গঙ্গাভাট গেছে কাঞ্চীপুর,
সে আসিলে তবে মম দুঃখ দূরে যায়।
হায়! দিবসে না হয় তৃপ্তি করিলে ভোজন।
হায় হায়! নিশিতে না হয় নিদ্রা করিলে শয়ন,
হায় হায়! লাজ বাজে, লোক-মাঝে কহা
নাহি যায় ॥ ১০

সুন্দরের উক্তি।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

এত দিনের পরে বুঝি বিধি অনুকূল।
ফুটাইয়ে দিল মম বিবাহের ফুল।
দেখিব সে বিদ্যা কেমন, বুঝব বিদ্যার পণাপণ,
দৌড়খানা দেখ্‌ব কেমন, হারি কি জিতি!
হায়! যা হবার হবে যাব সম্প্রতি;—
কেমন রূপসী বিদ্যা, শিখিয়াছে কত বিদ্যা,
বিচারে বুঝিয়ে বিদ্যা মজাইব কুল। ১১

সুন্দরের কালিকাস্তব।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

জয় দে গো মা কালী!
আদ্যাসনাতনী, সর্ব্বস্বরূপিণী,
অচিন্ত্যাব্যক্ত করালী।
দলবল যত যোগিনীসঙ্গে,
মাভৈ মাভৈ ভ্রুকুটি-রঙ্গে,
বারেক করুণা কর অপাঙ্গে,
করি কৃতাঞ্জলি। ১২

সুন্দরের উক্তি।

গারা-ভৈরবী—আড়া।

কোথা গো মা! ত্রিলোকতারা দুঃখহরা ত্রিনয়নি!
বর্দ্ধমান যাব মাগো, কটাক্ষে হের জননি!

কত অসুর বিনাশিলে, ভক্ত-বাঞ্ছা পুরাইলে,
ঋতুরাজে বাঁচাইলে, নিজ গুণে গো মা আপনি ;
ইহকালে পরকালে, কালে কালে বিপদ্‌কালে,
তোমা বিনে গো মা ! আর কিসে হব পার,
বল, বিনে ঐ চরণ-তরণী। ১৩

রাজার উক্তি।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

কি মনে অধোবদনে !
ধরাসন করেছ আসন,
হাসি নাইক চন্দ্রাননে।
নয়ন নিরখি যেন নবঘন,
অনুভবে বুঝি হবে বরিষণ,
হলো হলো যেন, হয় হেন মন,
হৃদাকাশে হেরি চাতকীগণে।
চিকুরে নিরখি, খেলিছে পবন,
ধূলাতে ধূসরা করি নিরীক্ষণ,
আজি মন-করী, কেন দুঃখ-বারি,
মত্ত হলো ধরায় বরিষণে। ১৪

রাণীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

জিজ্ঞাসি তোমারে হে রাজন্! শুনি তব বিবরণ।
রাজকার্য্য কি এমনি ধারা, এই কি আচরণ ?
যেমনি মন্ত্রী তেমনি পাত্র,
দেখি কেবল নাম মাত্র,
সব ই কি এক গুরুর ছাত্র, তারাই বা কেমন ? ১৫

রাজার উক্তি।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

প্রকাশিয়ে বল লো ধনি।
কি মনে অধোবদনে বিধুবদনি !
মলিন হেরি মুখশশী, কি দোষে হয়েছি দোষী,
যখন যাতে থাক খুসি, তুমি তখনি। ১৬

রাণীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ওহে মহারাজ ! বল শুনি মন্ত্রণা কেমন ?
বিষয়-কাজে মত্ত সদা, হয়ে আছ অচেতন।
ঘরে বিদ্যা রূপবতী, হইল নব যুবতী,
আর কি সে পাইবে পতি, অতীত হলে যৌবন।
বুঝি ভাবিয়াছ মনে, কাজ কি বরের অন্বেষণে,
মন-কলা খাও মনে মনে, কালনেমীর মতন। ১৭

রাজার উক্তি।

বরোঁয়া—ঠুংরি।

কেন ধনি ! চিন্তা অকারণ।
সত্বরে মিলায়ে দিব জামাতা মনোমতন।
যে দেখি বিদ্যার পণ, কঠিন এ সংঘটন,
যা আছে ললাটে লিখন, তেমনি হবে মিলন। ১৮

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মরি মরি একি মনোহর, হেরি দীঘি সরোবর,
মুখপাতে মুখ জুড়াইল, রসিল অন্তর।
শতদল শোভিছে জলে, ভ্রমর বেড়ায় মধুর ছলে,
ফুল ফুটেছে নানা ফুলে, ডাকে পিকবর।
ঘাট বাঁধান পরিপাটি, দুধারে ফুল সেঁউতি পাটী,
বকুলে ঢেকেছে মাটী, নবীন তরুবর। ১৯

নারীগণের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

চল সজনি। জল আনিতে যাই গো মোরা
সরোবরে।
মনোল্লাসে হেসে খুসে, আসবো এখন ফিরে ঘরে।
ঘরে গুরুজনে ডরি, কথাটী না কইতে পারি,
সতত গুমুরে মরি, লোকলাজ ভয় করে। ২০

নারীগণের উক্তি।

মূলতান—একতালা।

বল কার মনোরঞ্জন।
তোমার এখানে কি প্রয়োজন।
ভ্রূধনুতে দিয়ে টান,
হানিতেছ কটাক্ষ বাণ,
জর-জর হতেছে প্রাণ,
হেরে তোর ঐ চাঁদবদন। ২১

নারীগণের উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

প্রাণে বাঁচিনে বাঁচিনে।
প্রাণ যায় লো ওলো প্রাণ সজনি!
মেরেছে নয়ন-বাণ অস্থির হতেছি প্রাণে॥
ঐ দেখ বকুলমূলে, গগন চাঁদ উদয় ভূতলে,
ওরে যদি পাই বিরলে, তবে জুড়াই
প্রাণে প্রাণে॥ ২২

নারীগণের উক্তি।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

আয় তোরা কে যাবি লো সই নগর প্রেমবাজার।
দোসারি পসারি বসে রাস্তা পাওয়া ভার॥
বেলাবেলি যাব হাটে,
সাঁজ না হতে আস্‌বো ছুটে,
রোকা কড়ি চোকা মাল, পরওয়াটা কি তার॥ ২৩

নারীগণের

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমরা কুলের কুলনারী।
শূন্তকুম্ভ কক্ষে করি,
আন্‌তে যাই বারি॥
এক মনে এক ধ্যানে,
চেয়ে আয় পথ পানে,
কি আছে সই কার মনে,
বল্‌তে কি পারি। ২৪

নারীগণের উক্তি।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কে তুমি এখানে ওহে রমণীরঞ্জন।
নয়ন-কটাক্ষে হৃদি হয় বিদারণ॥
ধন্ত ধন্ত নারীর প্রাণ,
সেবা কেমন কঠিন,
পাষাণেতে নির্ম্মাণ, ধন্ত তার মন॥ ২৫

নারীগণের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মরি মরি আর হেরেছি লই, তরুমূলে বসে ঐ।
ও রসিকে পেলে উহার প্রেমে বাঁধা রই।
কোন্ রমণীর মনচোরা ধন, রূপে হবে মনোরঞ্জন,
হেরে উহার চন্দ্রবদন, মর্ম্মে মরে রই। ২৬

নারীগণের উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

যাব কিনা যাবলো সই জলে, দাঁড়িয়ে
ভাব্‌ছি কূলে।
কে কোথা দে বল, জলে আগুন জলে।
এ যে দেখি বিষম ল্যাটা, বলে নারী কুলের কাঁটা
সাধ করে কি হয় গো নারী কুলের কুলটা,—
চেয়ে দেখে রূপের ছটা, আপনি ঘোমটা
আসে খুলে। ২৭

নারীগণের উক্তি

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

চেয়ে দেখ বকুল-মূলে।
গগন ছেড়ে গগন-শশী উদয় ভূতলে।
যেন ফণী মনের ভুলে, গিয়েছে সই মণি ফেলে,
এমনি রূপ ঝলকে চক্ষে, ভাসে নয়ন জলে। ২৮

নারীগণের উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

ধরে দে ধরে দে প্রাণ-সখি!
ঐ কার প্রেম-পাখী।
যৌবন-আহার যোগাইব,
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখি।
প্রেমের শিকল দিব পায়, যেন না পালাতে পায়,
অন্ত কার আশ্রয়;—
সেবা-সোহাগ-যতনে, সদাই কর্‌বো প্রাণে সুখী॥ ২৯

নারীগণের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

সই রে! কেন বা এলাম আমরা লইতে বারি।
আবেশে ভারিল পা, চলিতে নারি।
ধর ধর সখি ধর, কাঁপে অঙ্গ থর-থর,
জর-জর মদনবাণে সইতে নারি। ৩০

নারীগণের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কি অপরূপ, হায় কিরূপ, চাঁদের স্বরূপ,
বকুল-মূলে,
হেরে, অতি রতিভু? ভুরু-যুগ্ম শ্রুতিমূলে।
আদরে আবৃত দেহ, হৃদে রাখি করি স্নেহ,
আহা মরি, কি অমিয়!—হাস্য শ্রীমুখ-মণ্ডলে॥ ৩১

নারীগণের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কি করি সখি, ভুলিয়ে রহিল আঁখি,
ঐ রূপ হেরে চলিতে না পারি।
বল সখি কি করিব, কিরূপে উহারে পাব,
অভিলাষ পূরাইব, কুল-পরিহরি॥ ৩২

নারীগণের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

দেখ সখি! ও কি গগন-চাঁদ তরুমূলে ব'সে।
ইচ্ছে করে রাখি ওরে, হৃদয়-আকাশে।
কামিনী-কুমুদীগণে, অনুভব হয় মনে,
প্রকাশিত ধরাসনে, প্রেম-অভিলাষে॥ ৩৩

নারীগণের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ওলো তাই বটে সজনী।
ও যে রসিক রসের শিরোমণি।
রূপেতে কন্দর্প হারে, দেখ্‌লে পরে ও রূপখানি।
খুঙ্গি পুঁথি কক্ষে দেখি, করে আবার শুক-পাখী,
পড়ুয়ার বেশ হবে একি;—
ওগো সখি, কোথাকার ও নাগরমণি॥ ৩৪

মালিনীর উক্তি।

সিন্ধুভৈরবী—আড়খেমটা।

মরে যাই প্রেম-সরোবরে আমার ভাস্‌ছে
কমল জলে।
এলা বলে হেলা করে কেউ নেয়না এসে তুলে॥
পদ্মের নাকি গন্ধ পায়,
তাইতে অলি উড়ে ধায়,
নইলে তা'রে কেবা চায়, খেদে কুমুদ বলে॥ ৩৫

সুন্দরের উক্তি।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

এসেছি বিদেশী আমি শুন হে কামিনী।
বিদ্যালাভে আসা, কহিতেছি সত্য বাণী॥
কহিতেছি তোমারে, বাড়ী আমার কাঞ্চীপুরে,
বিদ্যালাভ আশা করে, এখানেতে বিনোদিনী।
এসেছি যে আশ্বাসে, না জানি কি ঘটে শেষে,
মজিলাম বিদেশে এসে, যা করেন ভবতারিণী॥ ৩৬

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমি আজ মালঞ্চেতে যাই,
যতনে গাঁথিব মালা, ফুল যদি পাই!
চির বিরহিণী নারী, চিরদিন দুঃখে মরি,
এ জ্বালা কিসে নিবারি, দুঃখের দোসর নাই।
শয়নে শয্যা-কণ্টকী, মনোদুঃখে ঝুরে আঁখি,
সব শূন্যময় দেখি, যে দিকেতে চাই॥ ৩৭

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

যাওয়া ভার হয়েছে আমার কুসুম-কাননে!
মন-আগুনে জ্বলে মরি বাঁচিনে প্রাণে।
আর কি আমার সে বল আছে,
মুচ্‌ড়ে কলি ভেঙ্গে গেছে!
মালঞ্চ সব বন হয়েছে, মালী বিহনে॥ ৩৮

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কে করেছে এমন সর্ব্বনাশ,
হলো অরাজকে বাস।
আঁটকুড়ীর ছেলেদের জ্বালায়, জ্বলি বারোমাস!

ডাল ভেঙ্গেছে ফুল তুলেছে,
পাতা ছিঁড়ে ডাঁটা-সার করেছে,
পাপড়ি গুলো মুচড়েদেছে,যার যে অভিলাষ।৩৯

মালিনীর উক্তি।

পরজ—আড়খেমটা।

ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার,
ফুলে নাই বাহার।
কেউ গেছে কুঁড়িতে মজে,
কেউ হয়েছে বোঁটা-সার॥
ডাকে না কেউ আদর ক'রে,
যদি বেচি ধারে-ধোরে,
পয়সা দিতে ঝগ্‌ড়া করে,
যাচ্‌লে নেয় না পুনর্ব্বার॥
ভোলে না খোদ্দেরের মন, অযতনে করি যতন,
কেউ বা নরম, কেউ বা গরম,
পাঁচ রকমের মন পাঁচ জনার॥ ৪০

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

ফুলের যোগান দেওয়া বিষম জ্বালা।
দুসন্ধ্যে দুবেলা॥
মস্তকেতে ফুলের ঝারি, চলে যেতে নাহি পারি,
ঘুরে যে পড়ি—
অপ্‌চো হতে অনায়াসেতে,
বিস্তু লাভে মূলে কাঁচকলা॥ ৪১

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমরি কি হেরি নয়নে, এসে কুসুম-কাননে।
কন্দর্প কি শরৎশশী, জ্ঞান হয় মনে।
হেরে উহার চন্দ্রবদন, অঙ্গেতে না রহে বসন,
সচঞ্চল চিত-নয়ন, কেন কে জানে।
চলে যেতে চরণ টলে, আবেশেতে পড়ি ঢলে,
ইচ্ছা হয় ফুলসাজি ফেলে, বিকাই চরণে॥ ৪২

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

একলা বসে কে বকুলতলায়।
বুঝি মন-চোরা চাঁদ-অভিপ্রায়।
হবে কোন বিদেশী, এ প্রণয়ের সন্ন্যাসী,
আ মরে যাই কি মধুর হাসি,
উহার হাতে আছে প্রণয়-ফাঁসি,
তুলে দিবে কার গলায়। ৪৩

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কে বিদেশি, রূপের শশি, বসে আছ বকুল-মূলে।
অবলা কিনিতে পার, অনায়াসে বিনি-মূলে।
জানা গেছে অনুভবে, এতে কি গৌরব রবে,
কত নারী কুল হারাবে, আজকে সরোবরের
কূলে॥ ৪৪

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

বিদেশি তুমি কে, এ বয়সে
এমন বেশে কি জন্যে?
বিরাগী কি অনুরাগী, আছ কোন সন্ধানে?
তোমার মায়ের কেমন প্রাণ,
বুক বেঁধে হয়েছে পাষাণ,
ছেড়ে দিয়ে প্রাণের প্রাণ,
বেঁচে আছে কেমনে? ৪৫

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

নাগর! কে তুমি হে বিদেশি!
কোন রমণীর মন্‌-চোরা ধন,
মুখে মৃদু মধুর হাসি।
রূপেতে নয়ন গেছে রে ভুলে,
মনের আগুন আমার উঠ্‌লো জ্বলে,
কি জানি কোন্ ছলে, বকুলের মূলে,
কার গলে দিবে প্রেমের ফাঁসি॥ ৪৬

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমার যে আশাতে আসা,
খুলে বলি যদি পুরে আশা।
আসা কেবল বিদ্যার আশা,
থাকি পেলে ভাল বাসা।
পড়েছি অকূল পাথারে,
পাছে ভেসে যাই জোয়ারে,
এই ভাবনা, ভেবে পাইনে ভাল বাসা॥ ৪৭

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমার যে আসা বিদ্যালাভ আশা,
কালী যদি পুরাণ আশা, তবে মেলে বাসা।
দিবা হলো অবসান, বাসার নাহি অন্বেষণ,
ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান, কালীনাম ভরসা। ৪৮

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

যাদু! ভাবছ কিসের তরে?
খড়ি দিয়ে দিব তোমার করে।
দুদিনে শিখাব বিদ্যা,বিদ্যাবাগীশ কর্‌বো তোরে।
টোট্‌কা-টাট্‌কা এমনি জানি,
কত পণ্ডিত ধরে আনি,
চূড়ামণি রত্নমণি শিরোমণি,
করি শিরোমণি সমাদরে॥ ৪৯

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

হয় যদি আজ এমন উপকার,
তবে কেনা হই তোমার।
গাছতলা সার করে আছি অকূল পাথার।
এসেছি বিদ্যার আশে, রাখ যদি নিজ বাসে,
আশার আশে থাকি পাশে, বাসেতে তোমার।৫০

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

তবে আর কিনা গো পার,
তোমার গুণের নাইকো পারাপার।
আজ অবধি হলে মাসী,
ও হিতাশী! বোন্‌পোরে এ দায়ে তার।
চাই না গো সামান্য বিদ্যা, বুঝিব বিদ্যার বিদ্যা,
গোপনেতে বিচারেতে বিদ্যা তার। ৫১

মালিনীর উক্তি।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়খেমটা।

যাদু এমন কথা কেন বল্‌লি।
ভোরের বেলা সুখের স্বপন, এমন সময় জাগালি।
কেমন করে বল্‌লি মাসী,
আমি রে তোর মাসীর মাসী,
হই যে তোর মাসীর দাসী, একি কর্ম্ম কল্লি॥ ৫২

মালিনীর উক্তি।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মাসি! মাসি! বলিয়ে,
কেন বিষ দিলে গায়ে ঢেলে।
আমি তোমার হই রে আয়ি!
তোমার বাপ্ ডাকৃতো মাসি বলে।
অল্পকালে ক'ড়ের'াড়ী,
তোমার বাপের হই শাশুড়া,
নিত্য বেড়াই রাজার বাড়ী,
খেলাখেলি নানা ফুলে॥ ৫৩

মালিনীর উক্তি।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়খেমটা।

তবে আয়রে রতনমণি!
ও মোর চৌদ্দপুরুষ ও চাঁদমণি।
আমি তোরে দিব বাসা, ভাবনা কি রে,
যাদু ভাবনা কি রে, বল শুনি।

যে আশাতে তোমার আসা,
তাতে হবেনা নৈরাশ্য,
সুসার হবে আসার আশা,
মিলিয়ে দিব রাজনন্দিনী ॥ ৫৪

মালিনীর উক্তি।

ভৈরবী—আড়খেমটা।

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার, চারিদিকে মালঞ্চ বেড়া,
ভ্রমরেতে গুন গুন করে কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে, সদা আনন্দিত মনে,
আমার ঐ ফুলবাগানে, তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া। ৫৫

মালিনীর উক্তি।

কাফি মিশ্র—আড়খেমটা।

এস যাদু আমার বাড়ী তোমায় দিব ভালবাসা।
যে আশায় এসেছ যাদু পূর্ণ হবে সেই আশা।
আমার নাম হীরে মালিনী,
কোড়ে রাঁড়ী নাইকো স্বামী,
ভালবাসেন রাজনন্দিনী,
করি রাজবাড়ীতে যাওয়া আসা ॥ ৫৬

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মাসি! চল চল যাই চল তোমারি আলয়।
আশাতে নৈরাশ করো না দীনহীন নিরাশ্রয়।
ছ'মাসের পথ ছয় দিবসে, এসেছি অতি সাহসে,
মরি না যেন আপসোসে, শেষ যেন রয়। ৫৭

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

চল চল তোমার বাড়ি যাব গো এখন।
শুভকর্ম্ম শীঘ্র ভাল বিলম্বে কি প্রয়োজন ॥
বিদ্যালাভ জন্য আসি, ভাবিতেছি হেথা বসি,
আজ অবধি হলে মাসি, খুসি হলো মন ॥
চল যাই তব ভবনে, শ্রীদুর্গা বলে বদনে,
দেখ মাসী রেখ মনে, ভুল না যেমন ॥ ৫৮

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

তুমি গেলে রাখি তোমায় হৃদয়েতে গুণমণি।
যা চাহিবে এনে দিব, আমি যে হীরে মালিনী ॥
আর কি কহিব তোমায়, দাসী হয়ে রহিব পায়,
চলহ চলহ ত্বরায়, ওরে আমার যাদুমণি।
কি দুঃখে অধোবদনে, বসে আছ ধরাসনে,
এস যাদু মম সনে, আমি হে দুঃখিনী। ৫৯

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আপনার গুণে যাদুমণি আমায় বল মাসী।
ওরে আমার বাপের ঠাকুর, ওরে আমার পূর্ণশশী।
আমি কি তোর মাসীর যোগ্য,
মাসী বল এই ভাগ্য,
যেমন হাতে পেলাম স্বর্গ, হয়ে রব দাসী ॥ ৬০

মালিনীর উক্তি।

ঝংকা—খেমটা।

ঘরে থেকো যাদুমণি যেওনা কোথায়।
তা হোলে রে যাদুমণি পাব না তোমায় ॥
এ দেশের যুবক যুবতী, সকলেরি মন্দরীতি,
কৌশলে ভুলালে মতি, প্রাণে না বাঁচিব হায়। ৬১

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—আড়খেমটা।

যাদু! চিন্তে তো পার নাই,
আমি শুকু ডাঙ্গায় পান্সী চালাই।
এ নয় রে তোর তেমন মাসী,
সর্ব্বনাশী, নিমেষেতে কাশী মক্কা দেখাই।
আমি যদি মনে করি,
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধত্তে পারি,
কুহক দিয়ে কুলের নারী, বাহির করি,
বাহির ক'রে, ভেল্কী লাগাই। ৬২

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মাসি! কও দেখি আমারে ?
আমি প্রাণ জুড়াই সুসমাচারে।
রাজবাটীর সব বেওরা কথা খুলে বল,
ও সে বিদ্যা কত বিদ্যা ধরে।
এ রাজারি কেমন বিচার, সন্তান সন্ততি কি তার,
প্রকাশিয়ে বল একবার,
কি ভাবে রেখেছেন সেই তনয়ারে। ৬৩

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

একি ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে,
যাদু চাঁদ ধরা কি হাত বাড়ায়ে ?
উতলার কাজ নয় রে যাদু! সবুর কর,
মনকে রাখ প্রবোধিয়ে।
চেয়ে দেখ যাদুমণি, তেজকর দিনমণি,
সারা দিনটে যায় অমনি, ও চাঁদমণি,
বল্‌বো কথা প্রাণ যুড়ায়ে। ৬৫

সুন্দরের উক্তি।

কানাড়া—কাওয়ালী।

তাই ভাবছি মনে মনে ও হীরে মাসি।
হাট-বাজারের বেলা হলো,
কাজ বাজায় কে নাইকো দাসী।
ক্ষুধাতে আর প্রাণ বাঁচে না,
উপায় কি করি বল না!
বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না,
কেবল কাষ্ঠ-হাসি হাসি। ৬৫

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

যাদু! তার ভাবনা কি রে,
আমি মাসী থাকৃতে ঘরে।
ক্ষুধার সময় খেতে দিব,
পিপাসায় জল দিব তোরে।
বাজারের ব্যাপারী যারা,
আমার তো হাত-ধরা তারা,
মাথায় ক'রে প্রেম-পসরা,
বেড়ায় আমায় দিবার তরে।
আমি যদি মনে করি,
বুড়ার বিয়ে দিতে পারি,
পয়সা পেলে কিসে হারি,
প্রাণে রাখি যত্ন করে। ৬৬

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মাসি! যাও তবে বাজারে।
যেন যেওনা গো মন-বেজারে।
বাজারের খরচ কিবা, স্পষ্ট কথা,
ওগো মাসি! স্পষ্ট কথা কও আমারে।
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, আনিবে করে যতন,
আমি করি আয়োজন, ততক্ষণ,
তুমি এস ত্বরা একটু ক'রে। ৬৭

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

যাদু! এই কি কথার কথা,
তোর কাজে কি আমার ব্যথা ?
তোর তরে প্রাণ দিতে পারি, আমি নারী,
আমি নাড়তে নারি মাথা।
মনে বুঝে দাও রে বাপা,
তোমারে কি আছে ছাপা,
মাসীরে দিও না ধাপ্পা, ওরে ক্ষেপ্যা
আমি কি করব অন্যথা। ৬৮

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

একবার দেখ রে ও যাদুধন,
বাজার হলো কি না মনের মতন ?
আমি যেই তোর শক্ত মাসী,
এনেছি তাই, ক'রে যতন।

ফিরে সারা হাট-বাজারে,
কত জিনিষ আন্‌লেম ধারে,
খাজা গজা জিবেগজা, তোমার তরে,
চাঁদসই আবার চাঁদের মতন। ৬৯

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মাসি! দেখবো কি আর বল,
যা এনেছ সকলি ভাল।
কিসে সন্ধ, কিসে মন্দ করব বল।
ছুরো ছানা মিছরি চিনি, আমি ও সব কিবা চিনি,
চিনি কেবল দুধে চিনি,—
পাই যখনি, যেমন-তর দুধে জল। ৭০

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

হাট-বাজারের হিসাব করে,
নাও রে এসে সোণার যাদু!
আমি যেই তেঁই এনেছিরে
ক'রে কত ভেল্কা যাদু।
টাকা দিয়েছিলে মেকি, মাসীর সঙ্গে কর ফাঁকি,
ফাঁকে ফাঁকে ক'রে ফাঁকি,
ফাঁকে ফেল্লাম কত সাধু।
যা চাবে চাঁদ তাই এনেছি,
কিছু কি বাকি রেখেছি,
হাটের দফা শেষ করেছি,
এনেছি চাক্‌ভাঙ্গা মধু। ৭১

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মাসি! ও কথা বলোনা।
আমি পাই বড় মনে বেদনা।
তোমায় কি অবিশ্বাস আছে,
ওগো মাসি! মনে তুমি তাও করোনা।
মাতৃসম তুমি মাসি, কে আছে এমন হিতাশী,
স্থান দিলে দেখে বিদেশী,
প্রাণ দিলেতো শোধ যাবে না। ৭২

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মাসি! কও দেখি আমারে।
সুধাই এখন তাই তোমারে।
ভূপতি সে প্রজার প্রতি,
ওগো মাসি! সুক্ষ্ম বিচার কেমন করে।
রূপে গুণে বিদ্যা কেমন, করেছে সে যে পণাপণ,
মেয়েতে কে পারে এমন, সাবাস সে জন,
ওগো মাসি! সাবাস সে জন, ধন্য তারে। ৭৩

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

সে কথা আর তুল্‌বো মিছে!
সে রূপের তুলনা দিতে তুলনায় কি তুল্য আছে।
মেনকা উর্ব্বশী আর তিলোত্তমা,
এরা সবে যাদু রূপে অনুপমা,
কিন্তু তবু নহে সে রূপসী সমা,
নখচন্দ্রে চন্দ্র হার মেনেছে।
গুণের কথা কিবা কব গুণমনি!
কণ্ঠে বিরাজ করেন বাক্‌দেবী আপনি,
ত্যজে পদ্ম সন, তার জিহ্বায় আসন,
না জানি কি বিদ্যা বর পেয়েছে। ৭৪

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কি কব তার রূপের কথা সে রূপ না হয় বর্ণনা।
দেখিনা দেখ্‌বোনা কোথাও হেন রূপ আর
মেলেনা॥
জানাইব কত বোলে, শত শশী চরণতলে,
নয়নে তারে হেরিলে, মন ভোলে হয় যাতনা॥
সে মাধুরি নিরখিয়ে, চন্দ্র মনে লজ্জা পেয়ে,
আকাশে উঠেছে গিয়ে, স্থলে কমল রহে না॥ ৭৫

মালিনীর উক্তি।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

চম্পক বরণী নারী বিদ্যাবতী রাজনন্দিনী।
কি কব তার দুঃখের কথা আমি দুঃখিনী মালিনী।
পুরন্দর যদি তাহারে, হেরিয়ে বর্ণনা করে,
বর্ণিতে পারে না-পারে, শুন ওরে গুণমণি॥

দেখিলে মধুর হাসি, কলঙ্কে আবৃত শশী,
বচনে অমিয় রাশি, নয়নে মৃগনয়নী ॥ ৭৬

সুন্দরের উক্তি।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ওগো মাসি, কেন তারি রূপ শুনালে
ঘৃতাহুতি দিয়ে যেন দ্বিগুণ আগুন জ্বালালে ॥
রূপের কথা শুনে কাণে অস্থির হতেছি প্রাণে,
ঠেকাঠেকি দেখি এখন হয় বুঝি প্রাণে ;—
হায়! তায় কাঁপিছে কায়, মদনের বাণে,—
কি করিব কোথায় যাব, কোথা গিয়ে জুড়াইব,
কি দিয়ে আর নিভাইব, পোড়া অনলে। ৭৭

মালিনীর উক্তি।

কালেংড়ো—কাওয়ালী।

যাত্নমণি, ধৈর্য্য ধর ধর ধর।
যে হলে কি ত্বর চলেনা কেন এমন কর ॥
শুনিয়ে রূপলাবণ্য, কেন হও মনেতে ক্ষুণ্ণ,
মন-আশা হবে পূর্ণ, ও যাত্নমণি,—
পণ করে তো বসে আছে সে ধনী—
বিচারে যবে হারাবে, তুহাতে এক হয়ে যাবে,
আইবুড়ো নামটী খণ্ডাবে কেন ভাবনা কর! ৭৮

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কি কথা আমায় শুনালে।
বিয়ে ছরা জেন্তে মরা, তাই যেন আমায় করিলে,
না শুনিয়ে বরং ছিলাম প্রাণে ভাল,
শ্রবণে আগুন দ্বিগুণ জ্বলিল,
প্রাণ গেল গেল, কি করি গো বল,
শুনায়ে সে রূপ নয়ন ভুলালে ॥ ৭৯

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

যাত্নমণি ? ধৈর্য্য ধর।
এই তো কলির সন্ধ্যা বেলা,
ভোর না হতে হও অধীর ॥
প্রেম কি পদার্থ কেবা চেনে বল,
যত সুধা তত তাতে রে গরল,
ফলানোর গুণে ফলে ফলাফল,
কভু মোক্ষ-ফল, সুফলধর ॥
এক প্রেমে দেখ শ্রীহরি সন্ন্যাসী,
আর এক প্রেমে দেখ ধ্রুব রে তপস্বী,
হয়ে বনবাসী, হলো স্বর্গবাসী,
আর দেখ শিব গঙ্গাধর ॥ ৮০

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মাসি! ধন্য গো তোমারে,
বলিহারি তোমার ব্যবহারে।
গাছে তুলে মই কেড়ে নেও, আচ্‌কা ফেল,
ওগো মাসি! আচ্‌কা ফেল অতান্তরে।
রস দিয়ে গো রসে ফেলে,
শেষে গোলা চটিয়ে দিলে,
চটিয়ে দিলে, নাবিয়ে নিলে, আগুন জ্বেলে,
ওগো! আগুন জেলে মোর অন্তরে।
এখন বল সবুর কর, হিত করা কি এম্‌নি তর,
খরতর তীক্ষ্ণতর, তীর প্রহার,
ওগো মাসি! তীর প্রহার মোর অন্তরে। ৮১

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

যাত্ন! কথায় কি কায করে,
যেমন যাত্নকরে যাত্ন করে।
গাছে কাঁঠাল গোঁপেতে তেল,
তাতে কি আশা পোরে।
কাযে যখন হবার হবে, স্বচক্ষে তা দেখ্‌তে পাবে,
মনোসাধে সাধ মিটাবে, প্রাণ জুড়াবে,
সুখে রবে প্রেম-সাগরে। ৮২

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ওগো মাসি! কি হবে বল বল দেখি।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, না হেরে সে শশিমুখী।

তোমা বিনে কেবা পারে, .ন যেতে অকুল পারে,
সদা প্রাণ কেমন করে, না হেরে তারে,—
যদ্যপি বাঁচাও এবে, তবেই মাসী প্রাণ রবে,
নতুবা এ প্রাণ যাবে, মুদিয়ে দুটি আঁখি। ৮৩

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আজ আমি, মালঞ্চে যাই যাদুমণি!
না পেলে ফুল, বাদাবে তুল, সে রাজনন্দিনী।
তোমার সুখের ভরা, ভাসিবে রে অতি ত্বরা,
হয়োনা রে সকাতর, মন মনেতে,—
সুখতরী আরোহিয়ে, তাহাতে নাবিক হয়ে,
ধিকি ধিকি যাবে বেয়ে, লয়ে তরণী। ৮৪

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আজি কেন মালঞ্চে যেতে উদাস করে মন।
কোন আঁটকুড় বাদ সেধেছে তাই করে এমন।
একাকিনী পেয়ে মোরে,
নিত্য যে ফুল নে যায় চোরে,
ছলে বলে গায়ের জোরে, কে করে বারন। ৮৫

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মালঞ্চের ফুল কে করে চুরি।
কিছু বুঝতে নারি।
মালি আমার স্বর্গে গেছে,
তাইতে লোকের বুক ফুলেছে,
সে যদি গো থাকতো বেঁচে,
চোর বেটাদের ভাঙ্গতো জারি। ৮৬

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

তুলবো কি ফুল, তুল বেধেছে, করেছে নির্ম্মূল।
ডানপিটে ড্যাকরাদের বুকে ধরে না বুকশূল।
আচোট জমি চুটিয়ে গেছে,
আফুটো ফুল ফুটিয়ে দেছে,
কুঁড়ি গুল ছিঁড়ে নেছে, লুটেছে মুকুল।

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

বোনপো! থাকরে বাছা ঘরে।
ফুলের যোগান দিয়ে আসি ফিরে!
যেতে হবে কত স্থানে, স্থানে স্থানে,
আবার, বিদ্যার স্থানে ত্বরা ক'রে।
যেতে হবে পাড়া পাড়া,কায়েৎ পাড়া, বামুনপাড়া,
রয় না ঘরে কোন ছোঁড়া, পেলে সাড়া,
কেবল লাগায় তাড়া, ফুলের তরে। ৮৮

মালিনীর উক্তি।

আলেয়া-খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কি ফুল ফুটেছে মজার তারিপ
বাহওয়া কি বাহওয়া।
সৌরভে গা গন্ধে উঠে
লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া।
জাতি যুতি শেফালিকে,
টগর গোলাপ কাটমল্লিকে,
গন্ধ তাদের লেগে নাকে,
ঘুরিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া।
যারা ছিল উঁচুডালে,নাগাল না পাই হাতবাড়ালে
বটাক্ষে মন ঘুরিয়ে দিলে,
আপসোসে আর যায় না যাওয়া। ৮৯

মালিনীর উক্তি।

বাহার—আড়খেমটা।

বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে,
রোজের ফুল যোগাতে।
ছোড়া গুলো পথে বেড়ে,
হাতে ধরে পায়ে পড়ে,
চায় বেলফুলের গোড়ে, পয়সা নিয়ে ফাঁকি দিয়ে,
আমি পারিনেকো ক'র হাত ছাড়াতে। ৯০

পরিধান পুরাতন বসন, ফুলেতে দি আচ্ছাদন,
হাওয়ায় শুকায় বনের কুসুম, আদুড় হয় যখন,—
বোঝা মাথে, ধরে হাতে,
পারিনে তাল সাম্লাতে। ২০

ঠাকুরপোর প্রতি মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ঠাকুরপো হে! ডাক্ছো মিছে!
এখন কি আর সে ভাব আছে.
সেভাবে অভাব হয়েছে!
এ মালঞ্চ যখন ছিল ফুলে ভরা,
এক এক ফুল যেন মধুর ভরা, কত যে ভ্রমরা,
খাতক ছিল তারা,
ফেল করে এখন পালিয়ে গেছে॥ ২১

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

বিদ্যা লো তোর এ নব-যৌবন গেল অকারণ।
আর কবে হবে লো ধনি! সুখ সংঘটন।
কি ক্ষণে শিব পূজেছিলি,আইবুড়তে কাল কাটালি
পতির মুখ না দেখিলি, ক'রে পোড়া পণ।
রমণী সুখের তরী, পুরুষ তাহে কাণ্ডারী,
কাণ্ডারী বিহনে তরী কে করে যতন॥ ২২

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মনাগুণ জল্ছে প্রাণে ধিকি ধিকি!
শয়নে স্বপনে যেন শয্যাকণ্টকী!
শুনেছি বাড়বানলে, জলেতে অনল জ্বলে,
দাবানলে বন জ্বলে জানে সকলে,
হায়! হায়! বিচ্ছেদ বিরহানলে, অন্তর জ্বলে!
নারী জন্ম কি অধর্ম্ম যেন পিঞ্জরের পাখি॥ ২৩

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বল দেখি, ভাবলে এখন কি তা হবে।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা করিলে যবে।
পূজা কর গঙ্গাধরে,কোন্কালে বর দিবেন তোরে,
তাঁর বরে বর আশা ক'রে আছলো ধনি!
সে আশাতে ছাই দিয়ে, যাতে এখন হয় বিয়ে,
যুক্তি কর মায়ে ঝিয়ে, যাতে বজায় রবে। ২৪

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ওগো মাসি! কৃপা কর আমার প্রতি।
আজ গেঁথে হার দিব আমি,হেরিবে সেই রসবতী
মালামধ্যে পত্র দিব, বিদ্যার বিদ্যা বুঝিব,
পণাপণের দৌড়খানা দেখবো আভাসে।
হায় কি বল্বো মাসি মরি আপসোসে,
দিব তায় মম পরিচয়, বুঝিব তার মনের আশয়,
আশয়েতে হয় নিরাশয়, স্বস্থানে করিব গতি। ২৫

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

সুচিকণ চিকণ মালা, পারবে না গাঁথিতে।
আমি হীরে, কত ক'রে,
পারিনে তার মন যোগাতে।
শুন ওরে যাদুমণি, সে যে বিরাম রাজনন্দিনী,
মালাতে কি ভুলবে ধনী, যাদুমণি,
পারবে না তার মন ভোলাতে॥ ২৬

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কেমন মাসীর বুনপো তুমি,
দেও দেখি আজ গেঁথে মালা।
ভাল কুসুম বেছে নিয়ে, গাঁথ মালা মন দিয়ে,
কারিগরি কর্তে গিয়ে, হয়না যেন ছেলেখেলা।
অবিচারে কোয়ে কথা, দাসীর মনে দিলে ব্যথা,
কার বা মাথার উপর মাথা,
তোমার কাজে করবে হেলা। ২৭

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

এত নয় কথার কথা,
বিনি সূতে হার গাঁথা।
বয়স যখন বছর বারো,
সূতোয় সূতোয় দিতাম গেরো,
তা'তে যখন ঘট্‌তো গেরো,
লজ্জাতে তুলিনে মাথা ॥ ৯৮

মালিনীর উক্তি।

বাহার—আড়খেমটা।

তুমি কি পার্‌বে হে! ওহে গুণের গুণমণি।
সাজায়ে নানা ফুলে, বিবিধ চিকণ গাঁথুনি ॥
তুমি গাঁথবে চিকণ হার,
শুনি ভাবনা হল আমার,
সে যে জ্বলন্ত অঙ্গার,
রাজার সাধের সোহাগিনী ॥ ৯৯

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ওগো মাসি! দেখ দেখ দেখ নয়নে।
পারি কি গো হার আমি এ কার্য্য-সাধনে ॥
এ কোন সামান্য কথা, ফুলে ফুলে মালা গাঁথা,
কেন দাও অন্তরে ব্যথা এ কেমন কথা,
নেই বল্লে থাকে না গো সাপের বিষ যথা,
আজ গাঁথ্‌বো মালা দিব ডালা রাজ-ভবনে ॥১০০

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

গাঁথ দেখি গাঁথ কেমন হার,
যাদু! বুনপো আমার।
ভুলাবে যুবকের মন, যুবতী কোন্ ছার ॥
আছে ফুল নানা জাতি,
মল্লিকে মালতী জাতি,
দিলে ব'লে, আনি তুলে,
কি চাই কুসুম আর ॥ ১০১

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সোহাগের হার গাঁথা আমার—
এত ফুল গাঁথা নয় মাসী।
ছল ক'রে মন বুঝ্‌বো,—কেমন রসিকা সে রূপসী
কষ্টি হলে জানা যায়, সোণার কস লাগে তায়,
ভেড়ার শৃঙ্গে হীরার ধার কতক্ষণ রয়।
তাই ভাবি আমি আগে, পাছে কিছু হয়।
বিচ্ছেদ হলে জানা যায়, ভাল-বাসা-বাসি ॥ ১০২

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মাসি! আর ভুলাবে কত?
আমায় পাঁচ বছরের ছেলের মত।
কথাতে চাঁদ দিচ্ছ ধরে, আমার করে,
আমি বারে বারে বলি যত ॥
হার গাঁথিতে কিবা বেলা
ফুল লয়ে কি কর্‌ব খেলা,
গেঁথে দিব হাতের ঢেলা যেমন ফেলা,
এক নিমেষ হবে না গত ॥ ১০৩

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—খেমটা।

তবে, দেখাও যাদুমণি!
দেখি বোনপো কেমন গুণমণি!
কি বাহারে হার গাঁথিয়ে গুণ করিবে,
ওরে যাদু, বশ করিবে-রাজনন্দিনী ॥
দেখি তোমার গুণপনা,
ধর্‌লে সুতো যাবে জানা,
শিকরে বিড়াল বট কি না, পার্‌বে কি না,
যোড় মেলাতে পোষা মেণি! ১০৪

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

তবে, গাঁথি মালা, মাসি সাজায়ে ডালা,
আন গিয়ে ফুল।
মালার মাঝে পত্র দিব বিদ্যার সমতুল ॥

সেঁউতি গোলাপ সেফালিকে, অতসী নবমল্লিকে,
জাতি যুথি অপরাজিতে, দোপাটী পারুল। ১০৫

—

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

যাদু! গাঁথ গাঁথ হার, কর কি বাহার,
হেরিব তোমার ও যাদুমণি।
তবেই বাহাদুরি, যাই বলিহারি,
দেখুক এ চাতুরি, সে রাজনন্দিনী॥
সেঁউতি জাতি যুথি, মল্লিকা মালতি,
পুষ্প নানা জাতি নেরে রতনমণি॥
যেখানে যা সাজে, দিবে মাঝে মাঝে,
হেরে হারের কাজে, হারে যেন ধনী॥ ১০৬

—

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

মাসি কি বলিতে পারি, পারি কিম্বা হারি,
ভুলাতে সে নারী, গাঁথিয়ে মালা।
চিকণ গাঁথুনি, গাঁথিব এখনি,
লয়ে যাও আপনি, সাজায়ে ডালা॥
শুন মাসি শুন, তোমারি এ গুণ,
আমি গো নির্গুণ, করি ছেলেখেলা॥ ১০৭

—

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

বাছা! দাও দেখি হার, লয়ে যাওয়া ভার,
কি পাই উপহার, বিদ্যার কাছে।
হয় তো পাব হার, নইলে প্রহার,
অস্থি চর্ম্ম সার ললাটে আছে॥
কল্লি ছেলে খেলা, দায়ে ঢেঁকি গেলা,
বুঝি ঔষধ গেলা, হবে তার কাছে॥ ১০৮

—

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া বাহার—আড়খেমটা।

আমি নিত্য নিত্য রাজবাটীর ফুল যোগাই
কেমন ক'রে।
যামিনীতে কামিনী-ফুল নিত্য নে যায় চোরে॥
চোখের মাথা কে খেয়েছে,
অফুট ফুল তুলে নেছে,
মুচড়ে কলি ভেঙ্গে গেছে,
আটাতে গাছ ভাসিয়ে দেছে, বোঁটায় নোক্ষ্য
মেরে। ১০৯

—

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

যাই তবে মালা নিয়ে, কি বলে রাজনন্দিনী।
দেখি কি অদৃষ্টে ঘটে, সে যে দারুণ অভিমানী॥
হিয়া দুরু দুরু করে, যাদু রে কি কব তোরে,
বিপাকেতে ফেল্লি মোরে, মালা গেঁথে গুণমণি॥
একে আছে অভিমানে, নবীনা নব যৌবনে,
পতি বিনে মনাগুণে, দহিতেছে বিনোদিনী॥১১০

—

মালিনীর উক্তি।

পরজ—কাওয়ালী।

যাই দেখি যদি পারি কি না পারি।
রাজকন্তে, তাহে মান্তে,
রাজা রেখেছে কত যত্ন করি॥
আমি আর কিছু ভাবিনে, সুধু সন্দেহ ঐ মনে,
রাজার রাগ পাছে হয় শুনে,
শেষে হয় হবে যাতনা আমারি॥ ১১১

—

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

পোড়া লোকেরই জালায় ঘরে রব না সই!
আমার মন-বেদন বল কারে কই!
একে নারী অবলা, ফুল বেচি দুবেলা,
আমার এত কিসের জ্বালা, গাছ-
তলাতে রই।১১২

—

মালিনীর উক্তি।

আলিয়া খাম্বাজ—খেমটা।

যাবনা যাবনা মালঞ্চে।
এমন ক'রে দুসক্যে কি প্রাণ বাঁচে॥

যাব সেই বকুল তলা,
কুড়িয়ে ফুল আজ গাঁথ্‌ব মালা,
সাজাব ডালা,—
যা বলে বল্‌বে রাজবালা,
ভাগ্যেতে মোর যা আছে॥
যাব সেই বাঁধা ঘাটে, নান জাতি কুসুম ফোটে,
যে পায় সে লোটে,—
বুক ফাটেতো মুখ ফুটেনা, মরি মনের
আপ্‌শোষে॥ ১১৩

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কে ফুল তুলেছে গাছের মূল ভেঙ্গে দিয়েছে।
মনো-দুঃখে মরে যাই এসে মালঞ্চে॥
কাল আমি এসেছি দেখে, ফুটেছে নবমল্লিকে,
চোকখাকীরে চোকে দেখে এমন কর্ম্ম
করেছে॥ ১১৪

বিদ্যার উক্তি।

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

শুনলো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হো'ল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কালি শিখাইব বাপের আগে॥
বুড়ী হলি তবু না গেল ঠাট।
ষাঁড় হো'য়ে যেন পাঁড়ের নাট॥
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম।
এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥
দেখ্‌ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস্‌ হেলা॥
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাপারে কহিয়া শিখাব কালি॥ ১১৫ *

* ইহা তারকচন্দ্রের রচিত। গোপাল উড়ের দলে
সর্ব্বাকারে সুর-তালে গীত হইয়া থাকে।

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া বাহার—আড়খেমটা।

কাজ কি লো তোর ফুলে।
অনুরাগে সোহাগে,—
মালা দিগে যা তোর বঁধুর গলে॥
নিয়মিত কর্ম্ম যত, সকলি হইল হত,
করি যদি শিব-ব্রত, আপনি কুসুম আন্‌বো
তুলে॥ ১১৬

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া বাহার—আড়খেমটা।

এই কিলো তোর ফুল যোগান,
ওলো হীরে সর্ব্বনাশি!
বয়ে গেলে শিব-পূজা সারাদিন রই উপবাসী॥
চেয়ে দেখ দেখি বেলা, পেয়ে মেয়ে করিস্‌ হেলা,
কাজ করা নয় বেগার ঠেলা, বুঝি ফুল এনেছ
কাল্‌কের বাসী॥ ১১৭

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া বাহার—আড়খেমটা।

ভাল, এলি সকাল বেলা।
এখন বুঝি ঘুম ভাঙ্গিল তাই এনেছিস সাজায়ে
ডালা॥
কাজ কি লো তোর মালা দিয়ে
থাক্‌গে যা তুই ঘরে শুয়ে,
আমি না হয় কোথাও গিয়ে,
চেষ্টা পেয়ে, আনব কুসুম গাঁথ্‌বো মালা॥ ১১৮

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া বাহার—একতালা।

কেন এলি মালিনি লো। এত বেলায়!
পূজার সময় বয়ে গেছে,
কাজ কি এখন ফুল মালায়?
আমি কি আর বল্‌ব তোরে,
যা লো হীরে ফিরে ঘরে,
মনে ভাল বাসিস্‌ যারে,
মালা দিগে তার গলায়;
যা যা, মালা দিগে তার গলায়॥ ১১৯

বিদ্যার উক্তি।

জংলা—খেমটা।

তুই যালো হীরে তোর মালা নিব না।
আন মালা এত বেলা চাহিয়ে দেখ না॥
আই বলে ডাকি তোরে, তুমি থাক সেই গুমরে,
কাল তোরে শিখাব হীরে, ও বুড়ময়না॥ ১২০

মালিনীর উক্তি।

বাহার—রূপক।

ফুল নে গো রাজনন্দিনী।
হায়! ধরি পায়, ক্ষমা দে আমায়,
দৈবে কি হয় না এমন বল্ শুনি॥
একি বিধির হল ভুল, মালঞ্চে ফুটে না ফুল,
আমি সে গিয়েছিলাম না পোহাতে রজনী॥ ১২১

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ক্ষমা কর মালা ধর ভূধরবালা।
তোমার কাজে কি কভু করি গো হেলা॥
মল্লিকে মালতী তুলে, গেঁথেছি হার নানা-ফুলে,
ক্ষমা কর দাসী বলে, হয় নাই বেলা॥
শুনলো চন্দ্রবদনা, মালঞ্চে আজ ফুল ছিল না,
ধৈর্য্য হও মৃগনয়না কেন উতলা॥ ১২২

মালিনীর উক্তি।

ইমন কল্যাণ—খেমটা।

হায়! আর কি পাব আমি মনোমত মালি।
মন খুলে জল ঢাল্‌ত গাছে তাড়াতো অলি।
মালি আমার মাসে মাসে, জম্মাতে দিত না ঘাসে,
আট্‌কা রাখ্‌তো টাট্‌কা রসে, ভাঙ্‌তো না
কলি॥ ১২৩

মালিনীর উক্তি।

পরজ—আড়খেমটা।

কি আশ্চর্য্য দেখিলাম স্বপন।
মরি আজ এখন॥
কাঁচা ঘুমে চট্‌কা ভেঙ্গে বিচলিত হয়েছে মন॥
আশ্চর্য্য দরশনে, মিশ্চেরে পড়্‌লো মনে,
বারি বহে দু-নয়নে, প্রফুল্ল হতেছে মন॥
বিপরীত কুসুম-কাননে,
তুল্‌তেছি ফুল আপন মনে,
চন্দ্র খোসে পড়্‌লো ভূমে,
ধরি ধরি মনে করি, তখন হলেম অচেতন॥ ১২৪

বিদ্যার দাসীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

প্রয়োজন আর নাইকো ফুলে।
তোরে হেরে অঙ্গ জ্বলে,—
মানে মানে যা মালিনি অপমান হবি শেষকালে॥
শিব পূজা সাঙ্গ হল, এখন কি তোর ঘুম ভাঙ্গিল,
রঙ্গ ভঙ্গ জানিস্ ভাল, এক রকমে
চিরকাল কাটালে॥ ১২৫

বিদ্যার সখীর উক্তি।

পরজ—আড়খেমটা।

মালিনি! তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
মিছে কান্না আর কাঁদিস্ নে জ্বলাস্ নে আমায়॥
মালিনি লো তোর জন্যে,
পূজা হয় না ফুল বিনে,
উপবাসী রাজকন্যে মরে পিপাসায়॥ ১২৬

মালিনীর উক্তি।

বাহার—কাওয়ালী।

আজ কেন এত রাগত, আমার প্রতি।
দুষ্ট মাত্র উগ্র কর হয়ে ক্রোধাবৃতি॥
ধর ধর মালা লও, হরষ হয়ে কথা কও,
না হয়, মারত মেরে ফেলাও, হোগ গো
নিষ্কৃতি। ১২৭

বিদ্যার উক্তি।

জংলা খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ওলো, রাখ্‌গে যা ঠাট ছলা
জানি তুই যেমন লো যোলকলা।
প্রবীণে নবীনে, হয়ে শিখ্‌ছ এখন, আক্‌ফলা॥

বুক বেড়েছে কার সোহাগে,
তাই ছিলি প্রেম অনুরাগে,
কাল জানাব বাপের আগে, জলছি রাগে,
ওলো পিপাসায় শুখাল গলা। ১২৮

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সাম্ত্বনায় প্রাণ গেল হ'ল হিতে বিপরীত।
মরি হায় প্রাণ যায়! ফুকারে কাঁদিতে নারি,
সরমেরই দায়॥
আমি যে অবোধ নারী, পরের মরমে মরি,
কি ঝকমারী হলো শাস্তি পেলাম্ সমুচিত॥
প্রাণপণে ভালবসি, তুসন্ধ্যে দুবেলা আসি,
কোন দোষে নাহি দুষী, ওলো রূপসি,
আজ্ঞাকারী তব দিবানিশি।
মালা নাও ফিরে চাও, কথা কও,—
আমি ঐ চরণে বাঁধা তব,
নহে ছাড়া কদাচিত॥ ১২৯

মালিনীর উক্তি।

জংলা খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমি যাই মানে মানে,
লয়ে নিজমান থাক্‌লো মানিনি।
তোমার যত ভালবাসা,
আশায় বোঝা গেল ধনি!
আর আস্‌বোনা রাজবালা,
নিত্য ফুল যোগাই দুবেলা,
যে গাঁথিত ফুলমালা,
চলে গ্যাছে সে নাগর গুণমণি॥ ১৩০

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রবীণে নবীনে হতে আস্নো বাসনা।
ছিছি ছি লজ্জায় মরে যাই হায় কি ঘৃণা।
অবাক্ হলাম্ দেখে তোর,
বয়েসে নেই গাছ পাথর,
সরম হলনা, তোর্ স্বভাব গেলনা।
হদ্দ কর্‌লে বৃদ্ধ কালে, সার্থক প্রেম শিখেছিলে,
ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছ!
প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ!
হায় বাহার কি বা হার!
যেতে হবে রবিসুতালয়ে,—
তার উপায় কি বলনা। ১৩১

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

রাজনন্দিনি! ধৈর্য্য ধর ক্ষমা কর!
এনেছি চিকণ হার ধর ধর ধর।
গাঁথিতে চিকণমালা, তাইতে হয়েছে বেলা,
হের হের রাগ হর, হয়ো না উতলা—
দুঃখিনী আই তোমার, তোমার কাজে ব্যাজার,
যা বল সব দোষ আমার, পূজা কর কর।১৩২

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

রাজনন্দিনি! নাও গো মালা।
তোমার কার্য্যেতে আমি কখন না করি হেলা॥
মিনিস্‌তে যুতে যুতে, এনেছি হার তোমায় দিতে,
থাকে যদি সন্ধ ইথে,
হায় হায় না জানি কি ঘটে জ্বালা॥ ১৩৩

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আই কও দেখি আমারে!
সত্য বল আমার মাথার কিরে।
এ গাঁথনি কে গেঁথেছে, কেমন সে জন,
সুজন বটে,—দেখ্‌ছি হারে।
যে করেছে কারিকুরি,
গলায় দেছে প্রেমের ছুরি,
অনাসে মন নিল হরি, বল কি করি,
তারে, রেখো যত্ন ক'রে নিজাগারে॥ ১৩৪

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কহ শুনি ও মালিনি! এ গাঁথনি কে শিখালে।
কি ছলে গাঁথিয়ে মালা, অবলার প্রাণ বধিলে।
বাড়াইতে মদন-জ্বালা, খেলেছ কি রসের খেলা,
গেঁথে চিকণ ফুলের মালা, কুলবালার মন
মজালে। ১৩৫

বিদ্যার উক্তি।

সাহানা—কাওয়ালি।

কে গেঁথেছে হার বল আমায়,
ওগো আই ধরি পায়।
মনে হয় অনুমান, গেঁথেছে কোন রসিকজন,
হলাম বিষম জ্বালাতন, কব আর কায়॥
এ যাতনা কব কারে, অস্থির মদন-শরে,
এ জ্বালা কেবা নিবারে, মরি প্রাণ যায়॥১৩৬

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঝিট—খেমটা।

মিনতি করি গো মালিনী।
আমি তোর নাতিনী।
না জানি কি গুণ জানে, অস্থির হলেম ফুলবাণে,
একবার তারে দেখা এনে, গিয়ে এখনি॥
মরি খেদ নাহি তায়, আই লো বলি তোমায়,
কি করিব হায় হায়—তায় কামিনী। ১৩৭

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

নাতনি! বলবো কি আর তোরে?
বলতে কথা গা শিহরে।
এসেছে এক বোনপো আমায় গেঁথেছে হার,
ওলো গেঁথেছে হার যত্ন ক'রে॥
রূপেতে কন্দর্প হারে, গুণের তুল্য বলবো কারে,
দেখলে পরে সে বাছারে, এ সংসারে,
ও কেউ চায়না কো আর থাকতে ঘরে॥১৩৮

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

ফুলবাণে প্রাণ গেল সজনী উপায় কি বল।
যেন পঞ্চ শরাসনে হৃদয় আমার বিন্ধিল॥
গেঁথেছে হার নিজগুণে, মেরেছে বাণ সঙ্গোপনে,
যেমন সেই চোরাবাণে, বালিরাজা প্রাণে
মলো॥ ১৩৯

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

ওগো আই, দেখাইতে পার না কি তারে?
যে জন ছলেতে মন হরিল ফুল-হারে॥
শুনি তার রূপ গুণ, অন্তরে জ্বলে আগুন,
ধৈর্য্য ধরে না মন, হইনু বিগুণ।
ধরিগো তোমার করে, মিলন কর সত্বরে,
বাঁচিনে আর প্রেম জ্বরে রাখ বিকারে।১৪০

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ–আড়খেমটা।

নাতিনি লো! তার ভাবনা কি আর?
রাণীর কাছে কালি দিব সমাচার।
এক হাতে দুই হাত হবে লো তোমার,
হবে নির্ব্বিকার, যন্ত্রণা বিকার,
আইবুড়তে পার হবিলো এবার। ১৪১

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

প্রকাশ করোনা আই, আর কারেও বলোনা।
চুপে চুপে চুকিয়ে দিও চুপ করে থেকো না॥
মা বাপে কি বলা যায়, যদ্দিন গোপনে রয়,
সইলে সকলি সয়, জেনে কি জান না॥
তুমি আমি তিনি ভিন্ন, একথা কি জানবে অন্য,
সখিরা কি আমা ভিন্ন, মনেতে ভেবনা॥১৪২

মালিনীর উক্তি।
কালাংড়া—আড়খেমটা।
একি সর্ব্বনেশে কথা।
ভয়ে মরি ওমা যাব কোথা।
গোপনেতে আনবো তারে কেমন ক'রে, ওলো
কেমন কোরে, আস্‌বে হেথা?
গুপ্ত পিরীত কে শিখালে, কেবা এ মন্ত্রণা দিলে,
মরবার ঔষধ পরবে গলে, মরবে ব'লে,
শেষে খাবি কিলো আমার মাথা? ১৪৩

মালিনীর উক্তি।
খাম্বাজ—একতালা।
এত নয় সুধারার ধারা।
এ যে মর্‌বার্ ওষুধ গলায় পরা॥
জলেতে ক'রে ঘর বাড়ী, কুমীরের সঙ্গেতে আড়ি,
বাঘের সঙ্গে বাক্-চাতুরী,
বদ্যির সঙ্গে গদ্যি করা॥ ১৪৪

বিদ্যার উক্তি।
সাহানা—কাওয়ালী।
দেগো আই! মনোরঞ্জনে আনিয়ে!
কি ছাঁদে নিশ্চিন্ত আছ মনের আগুন জ্বালাইয়ে॥
তনু দহে গুরু-ভয়ে লাজে প্রকাশিনে,
দিন গুণে দিনে দিনে মরি মনাগুনে,
হও দয়াময়—কাজেতে নয়,
কত অভিমান বাড়াও ধ্যান জ্ঞান দিয়ে॥ ১৪৫

বিদ্যার উক্তি।
খাম্বাজ—একতালা।
মরি মরি গুরু-গঞ্জনা-দুঃখ সহা নাহি যায়।
বিচলিত হয়েছি প্রাণে মরমেরই দায়॥
হয় মন্ত্রেরই সাধন, নতুবা দেহ-পতন,
করিয়াছি এই প্র কহিলাম তোমায়॥ ১৪৬

মালিনীর উক্তি।
বাহার—খেমটা।
এত সাধ্য আছে কার?
সাগর ছেঁচে মানিক এনে হাতে দেয় তোমার॥
অজাগরের ভিক্ষে যেমন, তোমার তেমনি পণাপণ,
অপার নদী সাঁতরে যেন, হতে চাওলো পার॥ ১৪৭

মালিনীর উক্তি।
বাহার—আড়খেমটা।
একি! ছেলের হাতের পীটে?
কথা থাক্‌বে অমনি পেটে পেটে।
এত নয় লো বোবার স্বপন,
থাকবে গোপন,
গোল হবে না ঘাটে মাঠে॥
একর্ম্ম কি ছাপা থাকে,
আপনি কাটী পোড়বে ঢাকে,
দেশ বিদেশে জানবে লোকে,
ভাঙ্গবে হাঁড়ি আপনি হাটে॥ ১৪৮

মালিনীর উক্তি।
খাম্বাজ—আড়খেমটা।
অসাধ্য সাধনা!
তারে লুকিয়ে আনা ঘোর যন্ত্রণা॥
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,
সাপের মাথায় বেঙ নাচানা॥
পাপ কথা কি ছাপা থাকে,
দুদিন বাদে জানবে লোকে,
একটু কি ভয় হয় না বুকে, ভয়ে মরি,
ও নাতিনি, ভয়ে মরি, প্রাণ বাঁচে না॥ ১৪৯

মালিনীর উক্তি।
কালেংড়া—কাওয়ালী।
আলো ধনি! গোপনে ঘটে কি না ঘটে।
অঘটন ঘটান সেটা সহজে কি ঘটে॥
না বলিলে বাপ মায়, দোষী হবে পায় পায়,
কর লো ধনি! থাকিতে উপায়॥
হায় শেষেতে কি লো মজাবি আমায়—
করো না এ দাগাদাগি, সবে হবে দেকদাগি,
শেষে প্রাণ যাবে আমারি, যদি কথা রটে॥ ১৫০

বিদ্যার উক্তি।

কালেংড়ো—কাওয়ালী।

ওগো আই! তোমার অসাধ্য আছে কিবা!
নক্ষত্র দেখাতে পার থাকিতে দিবা॥
দেখ আই মনে ভেবে, এ কথা কি প্রকাশ হবে,
কে জানিবে কে শুনিবে রবে গোপনে—
নইলে কেন এলেন তিনি তোমার ভবনে—
প্রকাশ্যে আসিতেন যদি, প্রকাশ করিতেন বিধি,
পেয়েছি সেই গুণনিধি, পূজে শিব শিবা॥ ১৫১

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

একবার এনে দাও আই! দেখ্‌বো তারে।
যতন করে রাখ্‌ব তারে হৃদয়-পিঞ্জরে॥
আই! আমার মাথাটী খাও,
একবার এনে তারে দেখাও,
তারে না দেখিলে প্রাণ বিদরে॥ ১৫২

বিদ্যার উক্তি।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এনেদে বিনোদে আমার, কর গো এই উপকার।
বাড়িল যৌবনানল, বিরহে বাঁচিনে আর॥
তোমা বিনে কে আর আছে,
দাঁড়াব আর কার কাছে,
যে দুঃখ আমার হতেছে, বাঁচিনে বাঁচিনে আর॥
শুধিতে তোমার ধার,
বল কি আর আছে আমার,
এই নাও ধর ধর, গলায় পর, গলার হার॥১৫৩

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

তারে কেমন করে আনি।
ও কি কথা বল সোহাগিনি।
আমোদে প্রমাদ ঘটিবে
লোকে হবে জানাজানি।
নাগর এনে রাখ্‌বি কোথা,
পাবি লো তুই মর্ম্মে ব্যথা,
আগে যাবে আমার মাথা,
শুন্‌লে পরে রাজারাণী॥ ১৫৪

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

বল কি করে তা হবে,
লুকিয়ে আনা কি সম্ভবে?
দুয়ারে দুয়ারে দ্বারী, আস্‌তে নারি, আমি নারী,
তাতে পুরুষ রবে॥
বলুব তারে যদি পারে,
আমার বন্‌পো সে কি হারে,
পারিলে পারিতে পারে, আস্‌তে ঘরে,
কালীর বরে, হয়তো হবে॥ ১৫৫

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

তারে রেখ যতন করে।
সুখের নিধি বুকের মাণিক
মুখের অন্ন দিলাম তোরে॥
নয়নে নয়নে রেখো, সতত নিকটে থেকো,
দেখো ধনী দেখো দেখো,
হারায়ো না মনোচোরে॥ ১৫৬

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

নাতিনি! কই তবে আভাসে,
যদি দেখ্‌বি নাগর মনোল্লাসে।
গোপনে দেখাব তারে বাড়ীর কাছে,
এনে খিড়কী নাছে, রথের পাশে॥
শুন ওলো ও রূপসী, সবুর কর একটী নিশি,
দেখা দিবে শরৎশশী, আপ্‌নি আসি,
দেখে আশ মিটাবে মন-আশে॥ ১৫৭

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওগো আই! কাজেতে তা যেন ভুল না।
আমার সঙ্গে শুধু যেন কথার বেগুণ ভেজোনা॥

মিষ্ট কথা বলে কয়ে,
আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে,
কুমীরকে কলা দেখায়ে,শেষে ফাঁকি দিও না॥ ১৫৮

মালিনীর উক্তি।

শঙ্করা—খেমটা।

নবীন নাগর, রসের সাগর,
ভুল্‌ব কেন আমায় দেখে।
প্রবীণ যারা, দেখ্‌লে তারা,
গলায় বসন দিয়ে মুখে॥
তোমার মত নবীন নারী,
হতেম যদি ও সুন্দরী,
নাগরের মন করে চুরি,
কাল কাটাতাম মনের সুখে॥ ১৫৯

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

রূপের নাগর গুণের সাগর,
আর কি তেমন আছে,
তাহারি তুলনা তাহারি কাছে?
সেরূপ তুলনা, ভুবনে মেলে না,
দেখিলে সে ঠাম, জিয়ে মোর কাম,
এত যে বয়স হয়েছে।
মাসী বলে যেই, রক্ষে হেতু সেই,
লজ্জাতে ধর্ম্ম রয়েছে॥ ১৬০

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

নাতনি ঠাট শিখেছ ভাল।
কথা শুনে তবু প্রাণ জুড়াল॥
ঠাট কোরে কও ঠাটের কথা, যাব কোথা,
ওলো নাতনি! যাব কোথা আমায় বল॥
কথাতে ভুলাব তোরে,এ কথা কও কেমন ক'রে,
হাসি পায় দুঃখ ধরে, শুনলে পরে,
এ কথায় শিউরে উঠে লোম সকল॥ ১৬১

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

নাতনি! যাই তবে লো বাসে।
তুমি থেকো আমার আশার আশে॥
কাল তোমায় দেখাব নাগর,
আনিয়ে ঐ রথের পাশে॥
পরিপাটী চারু বেশে, থেকো তুমি নিজ বাসে,
আশার সুসার হবে শেষে, দেখ্‌বে বলে,
ওলো নাতনি! দেখ্‌বে বসে মন-আশে॥ ১৬২

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আই! ক্ষণেক সবুর কর।
লিখে দিব চিত্র-কাব্য,
মোর্ মাথা খাও—ধর ধর॥
যে কৌশলে গুণমণি, লিখে দিছেন এই লিখনি,
কবিবরের শিরোমণি,—
অনুমানি, বিচারে হইবেন বড়॥ ১৬৩

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আই! ধর ধর, আমার চিত্রকাব্য ধর।
না বুঝে বলেছি দুটো অপরাধ ক্ষমা কর॥
দুঃখিনীর তরে, যাও ত্বরা ক'রে,
দিও সেই গুণধরে, আমার এই উত্তর॥ ১৬৪

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

বাঁচিনে বাঁচিনে প্রাণে মরি মরি কিবা করি!
কেমন ক'রে যাবে সখি আজি দিবা বিভাবরী॥
কি দিয়ে গেল মালিনী, কি যাদু জানে সে ধনী,
বনপোড়া যেন হরিণী, অন্তরে পুড়িয়ে মরি॥ ১৬৫

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

ঐ খেদে প্রাণ কাঁদে।
বিষাদ ঘটিল সাধে॥

বরিষা কালের নদী থাকে কি বালির বাঁধে।
অতি বুদ্ধি ঘটে যার, অধিক যন্ত্রণা তার,
মাকড়সার জালের মত,—
আপনি পড়ে আপনার ফাঁদে॥ ১৬৬

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পণ ক'রে কি প্রমাদ হলো সই, কারে কই।
মনাগুণে দহন হতেছি প্রাণে মরে রই॥
কলঙ্ক গুরু-গঞ্জনা ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
অবলার প্রাণে যাতনা, আর কত সই॥
ধিক্ কুকর্ম্ম নারীর জন্ম ভাল নয়,
পরাধীন হতে হয় পরের বোঝা ব'ই॥ ১৬৭

সখীর উক্তি।

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

আর কেন গো ঠাকুরাণী উতলা হও কি কারণে।
পূজা কর যজ্ঞেশ্বরে যোগাসনে এক মনে॥
ভাব সেই যোগমায়া, তিনি দিবেন পদছায়া,
যা করেন সেই হরজায়া, হর কাল তাঁর
সাধনে॥ ১৬৮

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

সখি পূজ্‌বো কি আর হরে?
মনে পড়ে লো সেই মনোহরে!
মুখে বল্‌তে হরে হরে, মনোহরে মন হরে,
কেমন ক'রে পূজ্‌ব হরে, হরে হরে,
আমার অন্তরের যে মন হরে॥ ১৬৯

বিদ্যার শিবারাধনা।

আলেয়া—তিওট।

ওহে ত্রিলোচন একবার ফিরাও ত্রিলোচন!
আশুতোষ আশু কর দুঃখমোচন॥
অবলা মূঢ়মতি, না জানি ভজন স্তুতি,
তায় হে ত্রিলোকপতি, পতিতপাবন॥
তুমি হে দয়াময়, সর্ব্বময় গুণময়
আমায় দাও পদাশ্রয় করি নিবেদন॥ ১৭০

বিদ্যার কালীর স্তব।

মূলতান—আড়াঠেকা।

কোথা গো মা ব্রহ্মময়ি ওগো ব্রহ্মাণ্ড-রূপিণি।
পতিতা তনয়ার প্রতি কটাক্ষে হের জননি!
দাও না আমায় অভয়পদ, চাইনে, সামান্ত সম্পদ,
কর মাগো নিরাপদ, ওগো বিপদনাশিনি!
তুমি মা যদি না তার, কে আর করিবে পার,
তুমি সে সকলি পার, ওমা পতিতপাবনি! ১৭১

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

বল গো সখি বল, কিবা করি বল,
অঙ্গে নাহি বল, চিত্ত যে চঞ্চল।
সেবিতে সেই শিবে, ভাবি কে আসিবে,
কে আর নাশিবে, আমার দাবানল॥
ভাবিতে শ্যামাপদ, ভাবি স্বামিপদ,
একি গো বিপদ, আপদ অমঙ্গল॥
মাগিব কি বর, বলি কোথা বর
ওহে কবিবর করহে শীতল॥ ১৭২

সুন্দরের প্রতি মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

বাছা! দেখ্‌রে যাদুমণি,
তোরে কি লিখন লিখেছে ধনী।
আমি নারী, বুঝতে নারি কারিকুরি,
লেখা পড়া নাহি জানি॥
সাপের হাই সে বেদেয় চেনে,
অন্ত লোকে জান্‌বে কেনে,
তুই জানিস্ আর সে তোর্ জানে,
মনে মনে, ওরে মনের কথা গুণমণি॥ ১৭৩

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—জলদকাওয়ালী।

এস এস মাসি, বল বল শুনি,
আশয়ে বসে আছি, মুখ চেয়ে

কেন এত বেলা, সেই রাজবালা,
খেলিল কি খেলা, হার লয়ে॥
আমার মাথার কিরে, ধরি দুটি করে
রাখ রাখ মোরে, এ দায়ে॥ ১৭৪

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

তাই তোমায় জিজ্ঞাসি মাসি।
উদাসী কি ভাবে।
বলেছে রূপসী বুঝি
সঙ্গে লয়ে যাবে॥
এলাইয়ে কেশ বাস,
সঘনে ছাড় নিশ্বাস,
হয়েছে কি সর্ব্বনাশ,
ভরা গেছে ডুবে॥ ১৭৫

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

বাছা, বল্‌বো কিরে আর, ভাবনা কি তাহার,
আমি কি তোমার, তেমনি মাসি।
ধরায় পেতে ফাঁদ, ধর্‌তে পারি চাঁদ,
করি নানা ছাঁদ, যেখানে বসি॥
দেখাইয়ে হার, পেলাম উপহার,
রাজবালার হার, হইয়ে দাসী॥ ১৭৬

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—আড়খেম্‌টা।

দেখলে সে বিদ্যারে, কত বিদ্যাধরী লজ্জায় মরে,
মোহিত হয় কন্দর্প, রূপের এমনি দর্প,
বিদ্যাবতী,—বিদ্যুতেরে বিদ্রূপ করে।
গজেন্দ্র-গামিনী ধনী, কটি করি-অরি জিনি,
নাভি-সরোবরে ভাসিছে নলিনী,—
ভুজঙ্গিনী-সম বেণী পৃষ্ঠোপরে॥
যুগল কুচদ্বয় বক্ষে, জ্বলে যেন অনল্ শিখে,
মদনজয়ী শরাসন আকর্ষণ কটাক্ষে,—
চন্দ্রমুখীর চন্দ্রের আভা চন্দ্রাধরে॥ ১৭৭

সুন্দরের উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

মাসি! কি দিব তোরে?
বাঁধা রৈলাম আমি জন্মের তরে॥
বল কখন দেখ্‌তে পাব, প্রাণ জুড়াব, ওগো মাসি,
প্রাণ জুড়াব চক্ষে হেরে॥
কেমন কেমন করে মন, চঞ্চল হইল কেন,
কবে হবে সুমিলন, শুভদিন,—
শুভক্ষণে হের্‌বো তারে॥ ১৭৮

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

যাদু! কাল তোরে দেখাব।
তোরে রথের পাশে দাঁড় করাব॥
ঠিক ক'রে ঠিকানায় রেখে,
ওরে যাদু, আমি যাদুমণির কাছে যাব॥
ধরায় থেকে চন্দ্রধরা, অধরাকে আচ্‌কা ধরা,
সে কি রে চাঁদ সহজ ধারা, অমনি ধারা,
এনে গগন চন্দ্র হাতে দিব॥ ১৭৯

বিদ্যার প্রতি মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আয়লো নাতিনী! যদি দেখ্‌বি গুণমণি।
রথের পাশে নাগর এসে,
দাঁড়িয়ে আছে বিনোদিনী॥
করে ধনি শিবব্রত, বর পেয়েছ মনোমত,
আপ্‌নি এসে উপনীত, দেখে হই হত,
হায়! তোর কপালের জোর বল্‌ব কত,
যা হোক্ বোন্ ভাল হলো,
কাণ্ডারী তোর মিলে গেল,
একাদশ বৃহস্পতি হো'ল, এখন দেখ ধনি॥ ১৮০

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

দেখ দেখ দেখ ওগো রাজনন্দিনী।
যার কথা কই, সে নাগর ঐ,
ভুবনবিজয়ী, মনোহর তনুখানি॥

দাঁড়ায়ে রথের পাশে, রয়েছে আমার বাসে,
বাসা ক'রে মম বাসে, আছে গুণমণি ॥
ফুটিল বিবাহের ফুল, প্রজাপতি অনুকূল,
বুঝি তোমায় দিলেন কুল, কুলকুণ্ডলিনী ॥ ১৮১

বিদ্যার উক্তি।
ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সদা মন-আগুণে আমার দহিছে জীবন।
দারুণ হুতাশন, না হয় নিবারণ,
যেমন বাড়বানল জ্বলে সর্ব্বক্ষণ ॥
দেহ দগ্ধ নিরন্তর, ব্যথিত সদা অন্তর,
কে করিবে দুঃখান্তর ভাবি তাই এখন ॥
কোথা ওহে সর্ব্বময়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
দেহে কেন প্রাণ রয়, ভাবি তাই এখন ॥ ১৮২

বিদ্যার উক্তি।
মূলতানা—কাওয়ালী।

ওলো যা লো মালিনী আই করিস্‌নে আর
জ্বালাতন।
আর কেন লো, জানা গেল তোমার রীত যেমন ॥
আশা দিয়ে গেলি মোরে,
এনে দিবি সেই নাগরে,
সে আশায় নৈরাশ করে, ঘটালি কি অঘটন ॥১৮৩

মালিনীর উক্তি।
ভৈরবী—আড়খেমটা।

রাজনন্দিনি বিনোদিনি!
দেখ্‌বে যদি আয়।
রথের পাশে নাগর এসে,
দাঁড়িয়ে আছে তোর আশায় ॥
অধর চাঁদকে ধরবে ব'লে,
প্রতিজ্ঞা-ফাঁদ পেতেছিলে,
তাইতে নাগর ধরা দিলে,
নইলে কি চাঁদ পাওয়া যায় ॥ ১৮৪

বিদ্যার উক্তি।
মূলতান—একতালা।

আই গো কি হবে বল।
তাকে চক্ষে হেরে চিত্ত গেল।
বিনয় করি, আই ধরি দুটী করে,
আমায় এনেদে সেই চিত্তচোরে,
নইলে স্মর-শরে মদন-চরে,
প্রাণ দগ্ধ করে, পাইয়ে ছল ॥ ১৮৫

বিদ্যার উক্তি।
ভৈরবী—আড়া।

কি করি উপায় সখি বিহনে সেই গুণমণি।
ব্যাকুলা হতেছে মন মণিহারা যেন ফণী ॥
কি ক্ষণে সে দেখা দিল, মন প্রাণ হ'রে নিল,
এবে কোথা লুকাইল, চিত্তচোর চূড়ামণি ॥
এনে দে সেই চিত্তচোরে, রাখি তারে চিত্র ক'রে,
চিত্তপট কারাগারে, চোর দণ্ড দিই এখনি ॥ ১৮৬

বিদ্যার উক্তি।
মূলতান—আড়খেমটা।

কার কাছে জুড়াব। (আমি)
এ যৌবনের জ্বালা আর কতই সব ॥
তার মতন ক'র্‌বে যতন, ভেবে আপন,
রসিক নাগর মনোমত ধন, কোথায় পাব ॥
আমার এ নব-যৌবনে, প্রতিবাদী কত জনে,
ভেবে আর বাঁচিনে প্রাণে, মনাগুণে,—
অরসিকে প্রাণ সঁপে কি মান খোয়াব ॥ ১৮৭

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—একতালা।

কর যদি এই উপকার আমার।
ভেবে আকুল বাঁচিনে গো আর ॥
বহু রত্ন পাব বলে, আশা-বৈতরণী-জলে,
প্রাণ থাকে পার করিলে,—
নৈলে ডুবে যাই না জানি সাঁতার ॥ ১৮৮

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—কাওয়ালী।

ওগো ও হিতাশি মাসি! এই কি হিত কথা।
আলো-চাল দেখায়ে, ভেকা গোয়ালে পোরা।

দেখাইয়ে সে রূপসী, লাগায়ে কটাক্ষ-ফাঁসি,
দেখছ মজা হাসি হাসি, ঘরেতে বসি,
হায়! বলব কি মাসি! কপাল তুষি,—
তুমি মাসী থাকৃতে আমার,
কল্লে না গো এ উপকার,
ওষ্ঠাগত প্রাণ বাঁচা ভার,
হতেছি জীয়ন্তে মরা॥ ১৮৯

মালিনীর উক্তি।

ভৈরবী—আড়খেমটা।

আমি এমন ক'রে বারে বারে,
পারব না কো যেতে।
মিছে আশা, ভূতের বেগার,
লাভ কি আমার আছে তাতে॥
আমি মরি তোমার তরে,
তুমি আছ কি সুসারে,
পায়ে পড়া, হাতে ধরা, আমার,
ওষ্ঠাগত প্রাণ, মন যোগাতে॥ ১৯০

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

পরের মন, সে আপন আপন,
যাছু! কেমন ক'রে বুঝ্‌বে।
আমারে মজাবে যাছু, আপনিও মজ্‌বে॥
যদি পায় এ সন্ধান, হ'তে হবে অপমান,
বিঘোরে হারাবে প্রাণ,
(তার) কোথায় বিধান খুঁজ্‌বে॥ ১৯১

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

যাছু! অসাধ্য সাধনা,
সেথা লুকিয়ে যেতে তোর বাসনা।
তোর তরে কি মান খোয়াব,
প্রাণ হারাব, ফাঁসি যাব, তা ত পারবো না॥
পারিস্ যদি দেখ্‌রে বাপা, এ কর্ম্ম কি রবে ছাপা,
মহারাজা হবে খাপ্পা,—
মারবে লক্ষা, হব রক্ষা, এই যুক্তনা॥ ১৯২

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

যাছ! আমা হ'তে কি তা হবে।
ভয়ে মরি প্রাণ যাবে॥
কার ঘাড়েতে দুটো মাথা,
এ কর্ম্ম কেবা করিবে।
যে হ'লে কি ঘর চলে না,
সয় না কাল-বিলম্ব।
যদ্যপি থাকে কপালে,
সবুরেতে মেওয়া ফলে,
অনায়াসে ঘরে বসে,
তুমি তারে পাবে॥ ১৯৩

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—একতালা।

আমি পারবো না কখন।
আমা হ'তে হবে নারে ওরে যাছুধন॥
তুজনারি সাধ চিত্তে . লুকায়ে বিভা করিতে,
মজিবে শেষে প্রাণেতে, ওরে যাছুধন!
এ যাতনা কব কারে, যাছুরে বলি তোমারে,
লয়ে যাই কেমন ক'রে বলরে এখন॥ ১৯৪

সুন্দরের উক্তি।

মূলতান—একতালা।

ভেবে পাইনে ভাব তোমার।
আশা দিয়ে নৈরাশ কর একি চমৎকার॥
কৌশলে ভুলায়ে মন, শেষে কর জ্বালাতন,
বুঝিলাম তোমার মন, জানিলাম এখন।
বলিয়াছি তব পাশে, এসেছি বিদ্যার আশে,
তুমি নিদয় হ'লে শেষে, প্রাণে বাঁচা ভার॥ ১৯৫

সুন্দরের উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

মাসি ভরসা দিলে ভাল!
তোমার কথায় প্রাণ জুড়াল।
আগে দিয়ে মস্ত আশা, কেন দিলে বাসে বাসা,

শেষে করিলে নৈরাশা, এমন দশা,—
আমার দশা, এই কি হলো ॥ ১৯৬

মালিনীর উক্তি।

মুলতান—আড়খেমটা।

যাদু! ময়না কি আর দেরী?
কর দণ্ডে দণ্ডে দেক্‌দারি।
উপায় যদি কর্‌তে পারে,
বলে কয়ে দেখ্‌বো তারে,
তা না হ'লে কি প্রকারে, ঘট্‌তে পারে,—
রাজার দ্বারে দ্বারে আছে দ্বারী ॥ ১৯৭

সুন্দরের উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

মাসি! তোমার মন্ত্রণা পাওয়া ভার!
ঘরের মাসি, ক'নের পিসি, দেখি সেই প্রকার ॥
দুপক্ষে এস যাও সমান ঢুকাটী বাজাও,
ভানুমতীর খেলা খেলাও,—
মাসি! দেখ্‌তে চমৎকার ॥
কখন হও নল কুবির, কখন পেঁড়োর ফকির,
কখন বা যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম অবতার;—
বেড়াও তুমি যোগেযাগে, হাড়ে তোমার ভেল্কী লাগে,
মুখের চোটে ভূত ভাগে, কথায় হীরের ধার ॥
কখন হও সিদ্ধির ঝুলি, শ্যামের হাতের মুরলী,
কখন কখন মাসি! হও নিরাকার ॥ ১৯৮

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মাসি! তোমার অসাধ্য আছে কিবা।
যে কুহক জান, তুমি নিশিকে করেছ দিবা ॥
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ, ধ'রে দিতে পার চাঁদ,
তোমার কাছে থাকলে মাসি! কথা কয় বোবা,—
তোমার কাছে সবাই ক্ষুদ্র, হেঁটে পার হও সমুদ্র,
তোমার পেটে এত গুণ, কে জানে বাবা ॥ ১৯৯

সুন্দরের উক্তি।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

এ বসন্তে, বাঁচি কিনা বাঁচি প্রাণে।
এমন্‌ কে ব্যথিত আছে,
জল দিয়ে নিভায় আগুনে ॥
হু হু করে মন, পোড়ে বন, গো,—
যেন জল্‌ছে রাবণের চিতে হয় না নিবারণ,
এ শরীর নহে স্থির, অস্থির করেছে
মদন-বাণে ॥ ২০০

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কোথা আছ প্রাণপ্রিয়ে ওগো শশাঙ্কবদনি!
দেখা দিয়ে লুকাইলে ওলো বিদ্যুতবরণি ॥
না হেরে সে বিধু-বয়ান, বিদরিয়া যায় প্রাণ,
কে জানে পাষাণে নির্ম্মাণ, তব নব তনুখানি।
হানিয়ে কটাক্ষ-শর, এবে হইলে অন্তর,
অন্তরে দহে অন্তর, নিরন্তর দিবা রজনী ॥ ২০১

বিদ্যার বিরহ।

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

মরি মরি সহচরি! কি করি উপায়!
দাহন হতেছি প্রাণে, হো'ল একি দায় ॥
ছলেতে হরিয়ে মন, কোথা গেল সেই জন,
কে জানে হবে এমন, এবে প্রাণ যায় ॥ ২০২

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

প্রাণ যায় হো'ল একি দায়!
কেন দেখাইল তারে মালিনী আমায়!
হেরিলাম যতক্ষণ, সুখে ছিলাম ততক্ষণ,
হ'লে অন্তর নয়ন, দুঃখ হো'ল তায়।
যে অবধি আর তারে নাহি পাই হেরিবারে,
এরূপ ক'রে আমারে, গেল সে কোথায় ॥
মজিল আমার মন, মজিল না সেই জন,
কেন হেন অঘটন, ঘটিল আমায়।

আগে জানিলে এমন, হেরিত কি এ নয়ন,
কি করি মরি এখন, বিহনে! ১০৩

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—একতালা।

নাতনি! ভাবনা কি আর বল!
দিলে গঙ্গাধরে গঙ্গাজল॥
মনে প্রাণে ঐক্য করে, পূজা কর মহেশ্বরে,
পাবি লো তুই আপন বরে, তাঁহার বরে,—
এই বেলা দে বিল্বদল॥
আমি আই, নাতিনী তুমি,
তোমার দুঃখে দুঃখী আমি,
কত দিনে পাবে স্বামী, ভাবি আমি,—
ভেবে রোচে না আর অন্নজল॥ ১০৪

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া বাহার—একতালা।

কেন জন্ম-জ্বালা দিলি মর্ম্মে!
শুনে প্রাণ আকুল হ'ল,
সবে কি তোর ধর্ম্মে॥
এত যদি অপারক,
তবে কেন এ কণ্টক,
কপট মায়ায় ক'রে আটক,
লাগিয়ে পোড়া কর্ম্মে॥ ১০৫

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আই এ কোন্ ভালবাসা?
কেবল মিষ্ট কথায় মন তোষা!
বুঝা যায় না কান্না-হাসি, অন্তরে গরল রাশি,
লোক-দেখান দেঁতোর হাসি, মিষ্ট ভাষী,—
শুধু, মিষ্ট ভাষায় দাও লো আশা।
নামটী যেমন হীরে তোমার,
কথায় তেমনি হীরের ধার,
ধারে মাছি বসা ভার, বল্‌বো কি আর,
নাইক কমি-বেশী তোলা মাষা! ১০৬

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

নাত্‌নি! এ কেমন লো কথা।
বলি, তোর সনে কি মোর শঠতা?
তোর তরে মন যা করে, তা হরি জানেন,
ওলো নাতনি!—শুরু জানেন মর্ম্ম-ব্যথা।
জলেতে ক'রে ঘর বাড়ী, কুমীরের সঙ্গেতে আড়ি,
ফুল বেচে খাই বাড়ী বাড়ী, তাও কি পারি,
ওমা! লজ্জায় মরি, যাব কোথা? ১০৭

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—একতালা।

আই! মন রাখা কাজ মিছে।
তোমার বোল শুনে প্রাণ জুড়ায়েছে!
কাজের কাজী হয় যে জনা,
নয়ন দেখ্‌লে যায় গো জানা,
কথাতে আর হাড় জ্বেল না, খুন কো'র না,—
তোমার ভালবাসা জানা গেছে!
কথায় কেবল দিচ্ছ আশা,
কোথায় তোমার ভালবাসা,
কোথায় বা সেই ভালবাসা, ভালবাসা,—
ভালবাসায় ভুলে আছে॥ ১০৮

মালিনীর উক্তি।

মূলতান-একতালা।

নাত্‌নি! তাই ভাবি লো মনে।
কেমন ক'রে আন্‌বো সংগোপনে॥
দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে, পাখী এড়াইতে নারে,
মানুষে কি আস্‌তে পারে এ সব দ্বারে,—
ও লো রাজদ্বারে তোর্ ভবনে॥
শুধু নয় লো সেই ভাবনা, কথা ত গোপন রবে না,
লুকিয়ে পীরিত কি লাঞ্ছনা, কি যন্ত্রণা,—
দিবে গঞ্জনা লো গুরুজনে॥ ১০৯

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—একতালা।

আই! নিত্য কও ঐ কথা।
তোমার কথায় পাই গো ব্যর্থ ব্যথা।

পারবে না তা জানা গেছে,
ওজর টালার ফল কি আছে,
ছুঁচ বেচা কামারের কাছে, সে যে মিছে,
ব'লো আস্তে আস্তে আস্তে হেথা ॥
আমারও গো এই পণাপণ,
গোপনে আসিবে যে জন,
বিচারে জিনিবে সে জন, হারবো তখন,—
ওগো আই! হারবো তখন নয় অন্যথা ॥ ২১০

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ওগো আই! ধরি তোমার দুটি করে।
আমার মাথার কিরে বো'ল গুণধরে ॥
তিনি ভিন্ন অন্য জনে, নাহি লয় মম মনে,
সঙ্গোপনে সুদর্শনে হবে আলাপন,—
তা না হ'লে বল কিসে রবে মম পণ,
দেখ না রুক্মিণী নারী, মন সঁপে পণ কল্লে জারি,
শূন্য হ'তে দেখ হরি, কেশাকর্ষে হরে ॥ ২১১

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

ওলো ধনী দেখ্‌ব বেয়ে ছেয়ে কয়ে।
কোন মতে ঘটে যদি থাক দুদিন সয়ে ॥
গোপনে পীরিতি করা, মরবার ওষুধ গলায় পরা,
এতো নয় সুধার ধারা, ওলো ও ধনি!
ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট কর্ণেতে শুনি,—
হারাইবে কুলমান, শেষে হবে অপমান,
লাজেতে যাইবে প্রাণ, দোষের ভাগী হ'য়ে ॥ ২১২

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

প্রেম গোপনে না রয়।
গোপনেতে প্রেম ক'রে অনিরুদ্ধ রুদ্ধ হয় ॥
ধর্ম্ম কাটি দেন ঢাকে, গোপনে কভু না থাকে,
হয় ত ভস্মের মত তাকে, লুপ্ত হ'তে হয় ॥ ২১৩

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

প্রেম কি গোপনেতে রয়।
দু এক দিন প্রেম লুকো-ছাপা,
তিন দিনেতে প্রকাশ হয়।
পীরিতে হয়ে নিপুণ, জান না পীরিতি-গুণ,
পীরিত করা যেমন ধারা, চকমকির আগুন,—
ঠুকরে ঘা মারলে পরে, পাথর থেকে আগুন ঝরে,
সে আগুনে মানুষ মরে সয়ে থাকলেই সওয়া
যায়। ২১৪

মালিনীর উক্তি।

ভৈরবী—পোস্তা।

কেন বল দেখি বিধুমুখি ভাব অকারণ।
যথা পাব মিলাইব, নাগর মন-মতন ॥
বাতাসে পাতিয়ে ফাঁদ,
ধরে দিতে পারি চাঁদ,
কি ছার নাগর বিনে,
ভুলান রমণীর মন ॥
ত্বরিতে মিলাব আনি,
সে নাগর গুণমণি,
তবে সে জানিবে ধনী,
হীরে মালিনী কেমন ॥ ২১৫

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

বাছা! শোনরে রতনমণি।
আজি পণ ক'রে বসেছে ধনী ॥
সহজে হবে না সেটা, বিষম লেঠা,
লেঠা বাদিয়েছে রে চাঁদবদনী ॥
যদি পার চুপিসারে, যাইতে তার আগারে,
তবে সে হারবে বিচারে, জিনবে তারে,
ওরে জিনবে বিদ্যা বিনোদিনী। ২১৬

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

ওগো মাসি! এ আবার বল কি প্রকার।
গুপ্ত ব্যক্ত তুমি জান তোমারই সে ভার ॥

আমি তোমার ভরসা করি,
তুমি দাও গো বুকে ছুরি,
মরি মরি, কি চাতুরী বুঝিতে নারি!
আর কেন গো আশার আশে হুতাশে মরি,—
পারবে কি না বল খুলে, না হয় যাইব চলে,
মজ্‌বো না আর নারীর ছলে,
নাকে খৎ আমার॥ ২১৭

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মাসি! না জেনে কেন মন মজালে।
বিপক্ষ হাসালে, দুকুল নাশিলে,
আশায় নিয়ে কি শেষে, ডুবাতে চাও অকূলে॥
স্নেহবশে রেখে বাসে, মজালে দুর্জ্জয় আশ্বাসে,
পাবার আশে আছি বসে, তোমার প্রত্যাশে;—
তুমি তো এই কল্লে শেষে, বল এখন বাঁচি কিসে,
আপ্সোসে প্রাণ যায়, দেশে যাব কি বলে॥ ২১৮

মালিনীর উক্তি।

বাহার—কাওয়ালী।

ওরে যাদু! আশার আশ্বাসে লোক বাঁচে।
সাধিলে হইবে সিদ্ধ এ কথা নয় মিছে॥
ঢেউ দেখে ছাড়িবে হাল,
আজি না হয় হবে কাল,
হাল ধ'রে চালাও তরী, ঠেক্‌বে কিনারায়;—
প্রেম-সাগরের উজান ভাটী,
তুমিতো সব জান খাঁটী,
জেনে শুনে পরিপাটী, মাটী কর পাছে॥ ২১৯

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

যাদুমণি! আমা হতেই তো তা হলো না!
করো করো উপায় করো, করো মন্ত্রণা।
ফুল ফুটেছে উচু ডালে,
পাবে কিরে হাত বাড়ালে,
ভ্রমর হয়ে উড়ে গিয়ে বসো আপনি,—
হায়! তায় পাবে মধু ও যাদুমনি!
এমন কি কার সাধ্য আছে,
প্রাণ দিতে উঠিবে গাছে,
কি ঘটনা ঘটে পাছে, ভেবে দেখ না॥ ২২০

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—আড়খেমটা।

যাদু! আমা হ'তে তা হ'ল না।
ধনমণি আমায় কিছু ব'ল না॥
অপার বাসনা, মনে করো না,
বুঝেও বুঝ না, নিষেধ মান না,
সে যে, প্রেমের পথে কোন মতে এলো না।
সেধে তায় বিনিময়তে, কর ধ'রে বিনয়েতে,
নারীরে নারিলাম ভুলাতে,—
সে যে ভোল্‌বার নয়, কঠিন অতিশয়,
তাইতে করি ভয়, মনের সন্ধ গেল না॥ ২২১

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

মাসি! এমন কথা কেন বল্‌লে।
আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে,
নির্ব্বাণ আগুণ জ্বাল্‌লে॥
হবে না তা জানি ভাল, দৌড়খানা জানা গেল,
মুখে গৌর গৌর বল, গৌর এই দশা কি কর্‌লে॥
আশা দিয়ে মন ভুলালে,গগনের চাঁদ হাতে দিলে,
অবশেষে এই করিলে, আমার দফা সার্‌লে॥ ২২২

সুন্দরের কালীস্তব।

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

নম নম নম মাতা নম চণ্ডি নারায়ণি!
ত্রিতাপহারিণি তারা কালভয়নিবারিণি॥
যারে দাও মা অভয়পদ,
তার কি রহে বিপদ,
বিপদে সে পায় সম্পদ, পদে পদে গো জননি॥
মাত! তোমারি প্রসাদে,
যাই যেন নির্ব্বিবাদে,
কি হবে লোক-অপবাদে, ঐ পদ বিনে
না জানি॥ ২২৩

বিদ্যার উক্তি।

বারোঁয়া বাহার—আড়খেমটা।

কায় কব দুঃখের কথা, মনের ব্যথা মনই জানে।
অবলা-সরলা বালা কত জ্বালা সয় গো প্রাণে॥
বিষম প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে গুমরে মরি,
লাজে প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি
যায় রোদনে॥ ২২৪

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঝিট—আড়খেমটা।

অনেক আশা ছিলরে মনে।
এমন হবে কে জানে॥
ভেকে খায় কমলের মধু,
প্রাণপতি বিনে॥
লেখা পড়া শিখ্‌লি যত,
বিদ্যে! ভস্মে ঢাল্‌লি ঘৃত,
বল বুদ্ধি জ্ঞান হত,
আপ্‌শোষে বাঁচিনে॥ ২২৫

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

সখি! আর ভাল লাগে না।
আমার বাসেতে আর মন বসে না॥
এ নীল কাপড় হান্‌ছে কামড়, ওলো সখি।
অলঙ্কার অঙ্গে সহে না!
কোকিল সদা হুঙ্কারে, ভ্রমরা তাহে ঝঙ্কারে,
কানে যেন তীর প্রহারে, তায় না হেরে,
ও বিরহে প্রাণ বাঁচে না॥ ২২৬

বিদ্যার উক্তি।

থাম্বাজ—কাওয়ালি।

পার যদি যৌবন-সঙ্কটে বাঁচাতে।
তবে এ জনমের মত বাঁধা রব করেতে॥
হৃদয় গুর্ গুর্ করে, ধৈর্য্য না ধরে,
মরি মরি সহচরি! বিরহ-জ্বরে;
আজ্ কাল্ ক'রে বয়স গেল,—
যায় যাবে ধন-মান কুল-শীল রাখিতে॥
পতির লাগিয়ে প্রাণ হতেছে ব্যাকুল,
হায়! বিধি কত দিনে ফুটাইবে ফুল,
যায় যাবে কুল, রব না আর গৃহেতে॥ ২২৭

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়ো—কাওয়ালী।

ওগো সখি! কি হবে বল বল শুনি।
যে পোড়া পুড়িছে, যত বাড়িছে রজনী॥
শয্যা হইল শাল, সজ্জা হইল কাল,
কেমনে বাঁচিবে সখি, বল এ পাপিনী!
মন্দ মন্দ মন্দ বায়, লাগে বজ্জরের প্রায়,
অঙ্গ কাঁপে হায় হায়! বিনে গুণমণি॥ ২২৮

বিদ্যার উক্তি।

পরজ—যৎ।

প্রেম করা, পুড়ে মরা, এ দুই সমান হয়।
শীঘ্র আর বিলম্ব মাত্র, তা ব'লে ত প্রভেদ নয়॥
বিচ্ছেদাগ্নি উঠ্‌লে পরে,
কার সাধ্য নিভায় তারে,
সহ্য না করিতে পারে, দগ্ধে দগ্ধে প্রাণ যায়॥
দৃষ্টি হয় না, দৃশ্য আলো,
ক্রমে শরীর করে কালো,
এর চেয়ে যে অগ্নি ভাল,
অঙ্গে মাত্র চিহ্ন রয়॥ ২২৯

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ওগো সখি! কি হ'লো বল গো আমারে।
দাহন হতেছে তনু বিচ্ছেদ-বিকারে॥
রজনী হতেছে যত, যাতনা বাড়িছে তত,
অন্তরেতে অন্তঃশ্লেষ্মা হয় অদ্ভুত;—
হায়! কে দিবে বিধি এ রোগের মত,—
ক্রমে তনু জর-জর, স্মর-শর সর-সর,
বিনে সেই গুণধর, নাহি দেখি কা'রে॥ ২৩০

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এ সময় রসময়! দেখা দাও অবলায়।
জনমেরি মত তব প্রেমাধিনী হয় বিদায়॥

সখা হে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ-কাল, তুই কালে প্রাণ যায়॥
মোহন বেশে গুণরাশি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি
নিকটে দাঁড়াও হে আসি, মনের কথা
কই তোমায়॥ ২৩১

সখীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

রমণী-সমাজ-মাঝে কে হে নাগর গুণমণি!
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর কিম্বা কোন নৃপমণি॥
এ যে ঘোর তিমির নিশি, বুঝি হবে পূর্ণশশী,
ভূতলে উদয় আসি, কি কারণ বল শুনি॥
আমরা অবলা নারী, ভয়ে কিছু বলতে নারি,
মনেতে কি আশা ধরি, মানস বারেক শুনি॥
আলাপে সকলি রয়, বিনালাপে কিবা হয়,
দেহ নিজ পরিচয়, নিজ গুণে হে আপনি॥ ২৩২

সখীগণের উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়া।

কামিনী-কমল-বনে কে হে তুমি গুণাকর।
আশ্চর্য্য হেরি নয় ন. শশী কেন পদ্মবনে
বুঝি কুমুদিনী সনে, হয়েছে হে মনান্তর। ২৩৩

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—আড়খেমটা।

একবার সুকটাক্ষে হের,
দেখ কিন্নর কি হব নর।
ভাট-মুখে শুনিয়ে বার্ত্তা, আসা হেথা,
ঠাহরিতে নার কি পার!
কাঞ্চিপুরে আমার আলয়, গুণসিন্ধু রাজার তনয়,
মালিনীবাসে হ'ল আলয়, বাসা পেয়ে আশ্রয়,
এখন যা হয়, উচিত বিধান কর। ২৩৪

সখীর প্রতি বিদ্যার উক্তি।

বাহার—কাওয়ালী।

ভাল ভাল ভাল, শুনে প্রাণ জুড়াইল,
বসিতে বল বল, গুণধরে।
ওলো সুলোচনা, বিচারে যাবে জানা,
আজি আমায় প্রবঞ্চনা, কে করে,
একে ঘোরা রমণী, তাহে ঘোরা রজনী,
এ কোন্ চোর-চূড়ামণি, মোর ঘরে॥ ২৩৫

সুন্দরের উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

সখি! তার কেন পণ করা।
যে জন লজ্জা ভয়ে জেন্তে মরা॥
আহা মরি কি চমৎকার,
তার সনে কি করবো বিচার,
দেখে বাক্ সরে না আমার, বলবো কি আর,—
এর বাড়া কি আছে হার.॥
না জানি গো কি প্রকারে,
জিনিল সব রাজকুমারে,
সহজে যে আপনি হারে, ভয় কি তারে,
সে তো আপনা হ'তে আছে ধরা॥ ২৩৬

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

সখি! কাজ কি লো চোর-বরে।
যে জন সিঁধ কেটে মন-প্রাণ হরে॥
বিচারে কি প্রয়োজন, চোরে চোরে হয় মিলন,
তাতে কি যায় সাধু জন, বল কখন,
আপনা হ'তে কেবা মরে! ২৩৭

সুন্দরের উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

দেশের এম্নি বিচার বটে।
চোর হয়ে চোর ধরতে ছুটে॥
এম্নি দেশের উল্টা দাঁড়া, নিজে চুরি করে যারা
সাধুরে চোর বলে তারা, পেলে সাড়া,
বিপদ ঘটায় যাতে ঘটে॥ ২৩৮

সুন্দরের উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

সখি! বল্ দেখি গো তোরা।
দেখি তোদের কেমন সালিস করা॥

কোন লাজে চোর কন্ গো মোরে,
কটাক্ষে যে মন হরে, আপনার ধন নিব জোরে
ধ'রে চোরে, উল্‌টে আবার আমায় ধরা ॥ ২৩৯

সখীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মিছে কেন বিবাদ করা।
কুলের কর কুল-কিনারা;
মানে মানে মান ফিরে দাও,
মন ফিরে দাও, মনোচোরা ॥
কুল-শীল সব তোমার হাতে,
প্রাণ সঁপেছি শীলতাতে,
নতুবা তোমার বাড়ীতে,
শিল কোরে বিল করবো মোধা ॥ ২৪০

সুন্দরের উক্তি।

বাঁরোয়া—ঠুংরি।

আছ কি চিন্তায় মগনা।
অচিন্তে কি বাসনা ॥
অচিন্তাকে চিন্তা করে, অচিন্তাকে দিয়ে দূরে,
প্রেয়সি! তোমায় চিন্তে পারা গেল না ॥ ২৪১

সুন্দরের উক্তি।

বাঁরোয়া—ঠুংরি।

অধরে অঞ্চল ঝাঁপিয়ে।
আজ কেন লো প্রিয়ে!
আছ মৌনবতী অতিমৌন হ'য়ে।
আঁখি-রবি প্রকাশিত, মুখ-কমল মুদিত,
শশী যেন রাহুগ্রস্ত, আছ বসিয়ে ॥
ক্ষুধিত চকোরে, বঞ্চনা ক'রে
আছ ধনি! মান-ভরে সুধা নাহি বরষিয়ে ॥ ২৪২

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কলঙ্কেতে ভয় ক'রো না বিধুমুখী।
যে যা বলে সয়ে থেকো,
হয়ে আমার সুখের সুখী।
মাতঙ্গ পড়িলে দলে, পতঙ্গেতে কি না বলে,
কণ্টকেরি বনে গেলে, কাঁটা ফোটে পায়,—
তা বলে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ান যায়,—
ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি, পাতাল কত
দূরে দেখি ॥ ২৪৩

সুন্দরের উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

গা তোলরে নিশি অবসান। (প্রাণ)
বাঁশবনে ডাকে কাক, পূর্ব্ব দিক্ হ'লো ফাঁক্।
গাধার পিটে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান ॥
আজিকার মত আসি, উঠ ওলো প্রাণ-প্রেয়সী!
অস্তানেতে গেল শশী, জাগিল সব প্রতিবাসী,
বিধুমুখে মধুর হাসি, কোকিল করে গান ॥ ২৪৪

বিদ্যার উক্তি।

বিভাস—আড়খেমটা।

এখনো রজনী আছে, বল কোথা যাবে রে প্রাণ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হো'ক নিশি অবসান ॥
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদী মুদিত হ'ত, শশী যেত নিজ স্থান ॥ ২৪৫

সুন্দরের উক্তি।

বিভাস—আড়া।

ঐ পোহাল রূপসি! নিশি।
মন দুঃখ রৈল মনে বিদায় দাও এক্ষণে আসি ॥
চোরে চোরে কুটুম্বিতে,
আসা যাওয়া রেতে রেতে,
রাত পোহাল ফরসা হ'লো,
ফুরিয়ে গেল হাসি-খুসি ॥
দিবাকর যত সমস্ত,
নিশিতে ছিল নিরস্ত,
সবাই হ'ল শশব্যস্ত, অস্ত দেখ গগন-শশী ॥ ২৪৬

সুন্দরের উক্তি।

ললিত—ঢিমে তেতালা।

ভোর হইল রজনী ধনি!
বিপক্ষ জানিলে বিপদ, বিদায় দাও বিধুবদনি!

সুখ-হারা শুক-তারা, স্বস্থানেতে গেল তারা,
সচেতন হ'লো ধরা, আগত দিনমণি। ২৪৭

—

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওহে রসরাজ! ব'ল না যাই যাই যাই!
ভাবি তাই।
দাসী ব'লে মনে রেখো, যাও তায় ক্ষতি নাই।
পরাস্ত হয়েছি পণে, ক'রেছি প্রেম সংগোপনে,
মর্ম্ম-কথা আমার ধর্ম্ম তা জানে,—
যা করেন নিদানে কালী,
সময় যেন দেখা পাই। ২৪৮

—

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আহা মরি কি ক'রে বিদায় দিব, প্রাণ!
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান।
তব মুখ সুধাকর, মম এ নয়ন চকোর,
কেমনে রহিবে চারি প্রহর,—
হেরি বিরহ-দাহনে, বাঁচিয়ে যদি রহে জীবনে,
তবে তো করিবে ঐ মুখ-সুধাপান। ২৪৯

—

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বিধুমুখি! ও কথা বল অকারণ।
আমি দেহ, বিনোদিনি! তুমি সে জীবন।
মরণ হবে যখন, বিচ্ছেদ হবে তখন,
বলিলে তুমি যে কথা আমায়,—
বারিছাড়া হলে মীন, বল না বাঁচে কদিন,
তোমায় আমার নহে ভিন, থাকিতে জীবন। ২৫০

—

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

প্রাণধন! যা বল আপনারি গুণে।
দেখো যেন বধো না হে বিরহ-আগুনে।
অবলা সরলা নারী, পুরুষেরি এক্তাজারি,
পুরুষ পরেশ ব'লে জানি হে মনে,—
দেখো যেন ভুলোনাক, দাসী বলে মনে রেখো,
সাবধানে থেকো থেকো, কেউ যেন না শুনে। ২৫১

—

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

বলা যায় কি কথার কথা, প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা।
শুকাইলে তরু কভু, ছাড়ে কি জড়িত লতা!
ভেবে দেখ বিনোদিনি! লঙ্কান্তরে দিনমণি,
জলে ভাসে কমলিনী, ছাড়া থাকে কেবা
কোথা। ২৫২

—

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সঁপেছি ধন! জন্মের মতন, এ জীবন যৌবন।
আর কার অধিকার নাই ভাব চাঁদ বদন!
দেখ সখা সঙ্গোপনে, রেখো হে ভাব প্রাণপণে,
হারায়োনা অযতনে,—ছেড় না আশ্বাস;—
অবশেষে ভাস্‌বো, দুজনায়, করবো কাশীবাস,
পূর্ণ অভিলাষ হবে তীর্থ পর্য্যটন!
কর যাতে মান রয়, মলেও কিন্তু ছাড়বার নয়,
সতীধর্ম্ম,—পতি-সঙ্গে সঙ্গী হ'তে হয়,—
পুরুষের মন পাষাণ, নারীর সরল হৃদয়।—
এক মুখেতে দুকথা কয় সে নারী কেমন! ২৫৩

—

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কওয়ালী।

গুণমণি! মালিনী যেন শোনে না।
চুপে চুপে চাপা ভিন্ন সুখ পাবে না।
দেশ-ঢলানী ষোল কলা,
ঢাক বাজাবে পেলে ছলা,
সলা কলা কত জানে ময়না মালিনী,—
তার পেটে কি কথা রবে, দুদিনে প্রকাশ হবে,
উভয়েরি প্রাণ যাবে, প্রেম রবে না। ২৫৪

—

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—আড়খেমটা।

মাসি! আর কবে কি হবে।
আর কত দিন অমনি যাবে।

আশা দিয়ে বাসা দিলে, আশার শুসার,
ওগো মাসি! আশার শুসার হবে কবে।
তোমার ঘরে কুণ্ড করি, নিত্য পুজি মহেশ্বরী,
ফিরে তো না চান্ শঙ্করী, হায় কি করি,—
হায়! হতাশে প্রাণ কি রবে! ২৫৫

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

যা থাকে কপালে মাসি,
কাশী যাই চলে।
ত্যজ্‌বো বসন, মাখ্‌বো ভসম,
ব্যোম কেদার বলে॥
বিদ্যার লাগি বিরাগী,
গৃহ ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগী,
অবশেষে সাজ্‌বো যোগী,
ছাড়বো না প্রাণ গেলে॥ ২৫৬

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

যাদুমণি! গোপনে এ ঘটনা কভু ভাল নয়!
কর না উপায় বুদ্ধি, তুমি তো রাজতনয়।
উভয়েরি মনো-আশা, গুপ্ত ভাবে যাওয়া আসা,
সুমন্ত্রণা বটে কিন্তু শেষে যন্ত্রণা;—
হায়! কি বল্‌বো যাদু তাওতো জানি না,
নানাবস্থা নাস্তা খাস্তা শেষাবস্থায় হয়। ২৫৭

সুন্দরের উক্তি।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

যেমনে ভুলালে আমার মন।
এখন কই সে তেমন।
নয়নে হেরেছি যারে, অন্তরে না হেরি তারে,
এখন তাহারি তরে, দহিছে জীবন। ২৫৮

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—খেমটা।

তাইতে নিষেধ করি যাদুমণি!
কাজে হবে না,—মজাবে দুখিনী।
অঘটন ঘটাতে, কে পারে জগতে,
বিধি ঘটালে, ঘটিবে আপনি;—
শঠের আলাপ, না হয় প্রলাপ,
মনস্তাপে মর্‌বে তখনি। ২৫৯

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

আই! বল দেখি মনোগত মত কি তোমার।
সিকুরেকে তামা দেখান একি ব্যবহার।
সাধের বোন্‌পো দেখায়ে, ভুলাইয়ে মন দিয়ে,
এখন আমায় ফাঁকি দিয়ে, চাওনা ফিরে আর।
জলবিম্ব ভাসা ভাস, যেন কত ভালবাস
যে করে গো তোমার আশ,
কেবল কান্না সার। ২৬০

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—জলদ তেতালা।

আর বলো না ও নাতিনী।
তিনি তোমার শিরোমণি, হয়ো না লো বিষাদিনী
তোমার সুখের নিশি, দেখ কবে হয় রূপসী।
পাইবে সেই শরৎশশী, সুধার আধার যিনি।
সবুরেতে মেওয়া ফলে, উতলার কি ফল ফলে,
থাকতে হয় লো কাদায় জলে,
গুঁণ ফেলে ধনি। ২৬১

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বল তারে কথায় রাখিব কত ঠেলে!
অবশ, সে বশ নয় পরের ছেলে॥
সুখ-আশে সদা ধায়, যেখানে তার মন চায়,—
পুরুষ ভ্রমরা জাতি নানা ফুলে মধু খায়,
মানে না মান অপমান, থাকে না থাকে না জ্ঞান,
ভুলে যায় তত্ত্ব-জ্ঞান, মদনে মত্ত হ'লে॥ ২৬২

রাজার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

জিজ্ঞাসি তোমারে হে গোসাঞি!
একবার বল শুনি তাই।

কোথা হ'তে আসা তব, যাবে কোন ঠাঞি ॥
যাবে বুঝি তীর্থবাসে, কি আশয়ে মম বাসে,
সেহ আমারি পাশে, আভাসে সুধাই ॥ ২৬৩

সন্ন্যাসীর উক্তি।
ঝিঝিট—একতালা।

যাইব সাগরে, আসা নগরে,
তোমারে আশীষ করিতে রায়!
দেশে দেশে করি শ্রবণ,
তোমারি কন্যা করেছে পণ,
আন হে রাজন্! দেখিব কেমন,
রাজাগণ যা'রে হেরে পলায় ॥
বিচারে যদি হারাতে পারি,
ঘোঁটাব সিদ্ধি করিব নারী,
আমি যদি হারি, দাস হব তারি,
মাথা মুড়াইব তাহারি পায় ॥ ২৬৪

রাজার উক্তি।
মূলতান—আড়খেমটা।

মরি মরি! ঠেকিনু কি দায়,
বিদ্যার বিষম বিদ্যায়।
সাপে ছুঁচো ধরা যেমন ঘটিল আমায়।
বিচারে হারিলে যোগী, জটা মুড়াইবে একি,
জিনিলে উহাকে নাকি, কন্যা দেওয়া যায় ॥ ২৬৫

সন্ন্যাসীর উক্তি।
ঝিঝিট—আড়খেমটা।

হবে কি না বল মহীপাল! কেন বাড়াবে জঞ্জাল।
এখন কেন মিছে ভাব আকাশ-পাতাল ॥
ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন হইল,
এখন কে ছাড়িবে বল, ধরিয়াছে কাল ॥
কন্যা করহে সম্প্রদান,
ইথে তোমার বাড়িবে মান,
দেখাব নানা তীর্থ-স্থান, পরাব বাঘছাল ॥ ২৬৬

বিদ্যার প্রতি রাজার উক্তি।
কালেংড়া—কাওয়ালী।

হায়! কেন না বুঝিয়ে পড়ানু তোরে।
বিপাক ঘটিল দেখি আজি মোরে ॥
একটা সন্ন্যাসী, দারুণ তেজস্বী,
নিত্য বলে আসি, আন বিদ্যারে।
পরণে বাঘছাল, গলাতে হাড়মাল,
বম-বম বাজায় গাল, জটা শিরে ॥ ২৬৭

বিদ্যার উক্তি।
মূলতান—আড়খেমটা।

শুন শুন ও গুণমণি! আচম্বিতে কি শুনি!
এসেছে এক পরম যোগী জিনিবেন তিনি।
এসেছে সে রাজ-সভাতে,
বিচার হবে কাল প্রভাতে,
বজায় এখন রয় হে যাতে, বল হে শুনি! ২৬৮

সুন্দরের উক্তি।
ঝিঝিট—কাওয়ালী।

কর ত্বরিত উচিত বিহিত উপায় ইহার।
ভেবে বাঁচিনে, ঐ শুনে কাণে,
কেন কি জন্যে, সন্ন্যাসী করবে বিদ্যারি বিচার ॥
তুমি নাকি করেছ পণ,
বিচারে হারাবে যে জন,
গলায় বরমাল্য করিবে অর্পণ,—
যোগে যাগে অনুরাগে, কথা কও রাগে রাগে,
পড়িয়ে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা-ধার ॥ ২৬৯

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—কাওয়ালী।

আজি ধনি! কেন, কেন অধোবদনে।
কথায় কথায় অভিমান প্রাণে বাঁচিনে ॥
কি দোষে করেছ মান, বসনে ঢেকে বয়ান,
নিরাসনে ব'সে আছ আদরিণী প্রাণ,—
মান ত্যজ ও সুন্দরী, আমি তোমার করে ধরি,
তোমা বিনে অন্য নারী, না হেরি নয়নে ॥ ২৭০

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—কাওয়ালি।

প্রাণ দিয়ে তোমারই মন
পাইনে বিধুমুখী।
অন্যের কাছে থাকি সুখে,
তোমার কাছে অসুখী ॥

যদি পাও আমার সাড়া,
সাড়াতে হও পাড়া ছাড়া,
ওলো সুন্দরি :
অন্যের কাছে হও গিয়ে
প্রাণ রসিকা নারী,
আমার কাছে এলে পরে
কথাতে হও কচি খুকি ॥ ২৭১

সুন্দরের উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

প্রেয়সি! তোমার নূতন কপালে।
তোমার নূতন নূতন সদাই মিলে ॥
প্রেম-রসেতে তুমি নূতন, এসেছে সন্ন্যাসী নূতন,
নূতন ফুলের আদর নূতন,
ওলো নূতন মালা পরবি গলে,—
ওলো নূতন মালা পরবি গলে! ২৭২

সুন্দরের উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

আগে না জেনে শুনে,
মজে ছার প্রেমে দায় ঘটিল।
প্রতিজ্ঞায় তোর সোণার যৌবন,
সন্ন্যাসীরে দিতে হ'ল ॥
শৃগালের বাস সিংহাসনে, মুক্তা পড়ে উলুবনে,
ভ্রমরে এসে মধুপানে, তেমনি তোমার
যোগী হ'ল ॥ ২৭৩

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

আর শুনেছ গুণধর!
এসেছে এক ব্রহ্মচারী বাছা তারি হ'তে বর ॥
নিত্য এসে যায় মহারাজার পাশে,
বিচারে জিনিবে এই অভিলাষে,
এই ঘটিল শেষে, রব না এ দেশে,
প্রাণ বাঁচে কিসে, উপায় কর। ২৭৪

সুন্দরের উক্তি।

মূলতান—একতালা।

ধনি! তার কি আর ভাবনা।
ঘুচে গেল এখন এ যন্ত্রণা ॥
হবে নবীন সন্ন্যাসিনী, চাঁদবদনি!
ওলো চাঁদবদনি! চাঁদের কোণা।
জলেতে জল বাধে ধনি!
তোমার তেমনি দুধে চিনি,
আমার ভাগ্যে শাকে বালি হয় যেমনি,—
ওলো! জাত্ হারালাম পেট ভর্‌লো না! ২৭৫

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

মিছে ভাব অনিত্য নিয়ত সে ভাবনা।
ভেব না সন্ধ ক'র না, যা হয় না, হবে না ॥
যে করেছে পণ ভঙ্গ, বাড়'ইয়ে মান-তরঙ্গ,
তারি সঙ্গে রঙ্গ-রসে কর্‌বো কাল যাপনা ॥
যখন কৃপা কর্‌বেন কালী,
কালের মুখ হবে কালী,—
শত্রু-চক্ষে পড়্‌বে বালি,—
লোকে করে কাণাকাণি, বিদ্যা হবে সন্ন্যাসিনী
আমি মনে ভাল জানি সন্ন্যাসিনী হব না ॥ ২৭৬

সুন্দরের—উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বলি ধর ধনি! রাজনন্দিনী সন্ন্যাসিনী-বেশ।
মহেশের মহিষী হবি এলিয়ে চাঁচর-কেশ ॥
ও চুলেতে গেরো কাটা, হৃদয়ে কাঁচলি আঁটা,
পরবি লো তুই হোমের ফোটা,
দেখ্‌বি দেশ বিদেশ ॥ ২৭৭

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

সখা! মিছে কর কেন চিন্তে।
অনিত্য অচিন্ত্যে, কর সুচিন্তে,
একান্ত চিত্তে গুণমণি কর চিন্তামণির চরণ চিন্তে ॥
গড়ুড়েরই ধন, কাকে কি কখন,
লইতে পারে সে প্রাণ-অন্তে ॥
ভুলনা ভুলনা মনেরই ভ্রমে,
পূর্ব্বের ভানু যদি উঠে পশ্চিমে,
সন্ন্যাসী আমায় নেবে কি জিনে,
বিচারে কখন জিয়ন্তে ॥

দৃষ্টি মাত্র সখা! যে হরিল মন,
জীবনের ধন সে জীবনের জীবন,
পায় যদি রতন, করিয়ে যতন,
ভুলিতে কি পারে জীবন অন্তে।
পতিব্রতা সতী স্বপতি বিনে,
সুখী কখন হয় না প্রাণে,
পতীর মরণে, সতী মরে প্রাণে,
ধর্ম্ম বিনে আর কে পারে জানতে॥ ২৭৮

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

আমার গতি কি হবে বল রসবতি!
প্রিয়-সনে প্রেম রণে হইলে প্রবৃত্তি।
নানাবিধ আয়োজন, রেঁধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
ভোজনকালে কর বারণ, এ কেমন বিপত্তি! ২৭৯

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

অন্তরে দেখিলে তোরে
কিছু থাকে না অন্তরে।
বিচ্ছেদফণী দংশিলে প্রাণ
প্রাণ জর-জর করে॥
আকাশেতে দিনমণি,
ধরাতলে কমলিনী,
মনে মনে ভাল জানি,
দৃষ্টানলে পুড়ে মরে॥
দেহে মাত্র প্রাণ আছে,
লোভ দেখান মিছে মিছে,
মন বাঁধা তোমার কাছে,
বেঁধেছ প্রেম-ডোরে॥ ২৮০

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বিধুমুখী! সুখী তুমি হলে লো এখন!
তপস্বিনী হ'য়ে তীর্থ করিবে ভ্রমণ।
প্রয়াগ মথুরা কাশী, যাবে তীর্থ-বারাণসী,
হরিদ্বার দ্বারিকাধামে করিবে গমন,—
ছাই মেখে অই সোণার অঙ্গে হবে সুশোভন!
শেষে গঙ্গাসাগর যাবে বসে বসে ঢেউ খাবে,
গাছতলায় গাছতলায় রবে, গাছতলায় শয়ন!
আমায় দিয়েছিলে আশা, সে আশা হ'ল নৈরাশা
মন-আশা মনে মনে হ'ল নিবারণ,—
হায়! কি বল্‌বো মম কপালের লিখন!
পাকা আম কাকে খেলে, চোরের ধন বাট্‌পাড়ে নিলে,
হাত পোড়ালাম তপ্ত-জলে,
হ'লো অরণ্যে রোদন! ২৮১

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কি বলি ফুটে, দম ফাটে মরি প্রাণ যায়!
সরমে মরমে মরি, কাঁদিনে লজ্জায়!
বিচারে পরাস্ত ধনি! যদি হও লো চাঁদবদনি!
হ'তে হবে সন্ন্যাসিনী, কি আছে উপায়;—
দেবে তায় কি করে বিদায়!—
নমঃস্বস্তি বলে যখন সঁপে দিবে পায়!
যেমন বিধির দৈবযোগে চাঁদের সুধা রাহুর ভোগে,
তেমনি বুঝি আমার ভাগ্যে অভিপ্রায় হবে,—
কি হবে—আমার কি হবে,—
মুখের গ্রাস কেড়ে ল'বে, হায় হায় হায়! ২৮২

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আমার গতি কি হবে বল চাঁদবদনি?
তুমি তো আনন্দে রবে হ'বে নবীন সন্ন্যাসিনী।
দেখ দেখি দুকুল মজে,
ঘর থাকতে বাবুই ভেজে,
তোমার প্রেমেতে ম'জে, কুলমান ত্যজে,—
আশা দিয়ে রেখেছিলে,
তৈয়ের অন্নে ধুলা দিলে,—
এ দুঃখ যাবে না ম'লে, ভুল্‌ব না লো ধনি!
শুন ওলো রাজনন্দিনী!
তোমার এখন দুধে চিনি,
আমার ভাগ্যে শাকে বালি দিলেন ভগবান,—
একাদশ বৃহস্পতির দশা তোমার এখন প্রাণ,—

না পূরিল মন-আশা,
না ভাঙ্গিল প্রেম-পিপাসা,
শেষেতে কি হবে দশা, তাই ভাবি লো ধনি!
যা করেন কপালে এখন কালী কুলকুণ্ডলিনী ॥২৮৩

বিদ্যার উক্তি।
খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সখী! কি জন্যে যোগীর সনে হব যোগিনী!
যে ক'রেছে পণ ভঙ্গ, বাড়াইয়ে প্রেম-তরঙ্গ,
রঙ্গ-রসে থাকব আমরা দিবস রজনী।
সন্ন্যাসীতে কাজ নাই, সকল তীর্থে দিয়ে ছাই,
আছ, সর্ব্ব-তীর্থময়-গঙ্গা তুমি গুণমণি।
ছাই দিয়ে যোগীর মুখে, আমরা রব পরম সুখে,
শারী-শুক যেমন থাকে সঙ্গের সঙ্গিনী!
(রূপান্তর) যেমন থাকে শারী-শুকে দিবা
যামিনী ॥ ২৮৪

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—কাওয়ালী।

অবাক্ মুখে বাক্ সরে না কথা কব কি!
তোমার যেমন সখার পিরীত সকলি ফাঁকি।
আপ্‌সোস মনে রহিল, শুনে প্রাণ সন্তুষ্ট হ'ল
রুষ্ট নই প্রাণ! যাতে তুষ্ট থাক,—
আর কেন লো বিধুমুখি! শাক দে মাছ ঢাক,—
ঢাকি বাজায়ে ঢেকে রাখ ঢাকা রবে কি! ২৮৫

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—কাওয়ালী।

নূতনে যেমন মন প্রফুল্লিত হয়,—
পুরাতনে প্রাণপ্রিয়ে! ততোধিক নয়!
নূতন সামগ্রী পেলে, যতনে লোক রাখে তুলে,
পুরাতনে অযতন করে সকলে,—
তার সাক্ষী দেখ প্রিয়ে! শালগ্রাম শীলে,—
সমান ভক্তি, লয় না নিতি্য,
করে না কেউ ভয়! ২৮৬

বিদ্যার উক্তি।
ভৈরবী—আড়খেমটা।

তোমার মন পাওয়া ভার
মনের কথা কে জানে সখী।
নিত্য নিত্য নূতন পিরীত
স্বভাবে দেখি।
কখন জোয়ারের জল,
কখন মাখালের ফল,
সকল ছায়াবাজীর কল,
সকলি ফাঁকি ॥ ২৮৭

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—কাওয়ালী।

বিধি প্রণয়ে প্রতিবাদী।
জানাব কাহারে দুখ গোপনে কাঁদি।
দিবসে তস্কর বেশে, থাকি মালিনীর বাসে
অপ্রকাশে, পাছে শত্রুকুল হাসে—
কত লোক ঠাসে ঠোসে, কথা কয় কত ভাষে,
না জানি কি কর্ম্মদোষে হলেম অপরাধী! ২৮৮

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—একতালা।

জানি যত ভালবাস, কেন শঠতা প্রকাশ!
হৃদে বিষ মুখে মধু, কাষ্ঠের হাসি হাস।
কথাতে তোষ লো মন, বাক্যে সুধা বরিষণ,
কাজে সরল নয় তেমন,
দিব-দিব কথায় ব'লে, পুরাও অভিলাষ ॥ ২৮৯

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—কাওয়ালি।

সত্য করি তাই সুন্দরী নারী অনর্থের মূল।
পুরুষে নয়নে হেরে অন্তরে ব্যাকুল।
দেখিলাম কত সতী, পতির প্রতি দৃঢ়-ভক্তি,
কপট-মায়ার বসে দেখে দু'চক্ষের শূল,
মনে মনে উপপতির প্রতি অনুকূল।
সময় পেলে যায় ফেলে, মজায় জাতি কুল ।২৯০

বিদ্যার উক্তি।
খাম্বাজ—জলদ-তেতালা।

প্রাণনাথ হে! নারীর জনম অকারণ,
শুন বিবরণ।
নারীর প্রাণ ব'লে এত হয় দুঃখ সম্বরণ।

পুরুষের মন অন্তঃশীলে,
সদাই ভাসায় শোকাকুলে,
মধুলোভে অন্য ফুলে, ছুটে যায় চ'লে,—
এবার ম'লে জন্ম নিলে, লব না আর ও-স্মরণ ॥২৯১

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—জলদ-তেতালা।

মুখে মধু হৃদে ক্ষুরের ধার, ওলো অবলার!
ছলে কলে মন ভাঙ্গিতে নারীর মত নাইক আর ॥
সরল-হৃদয় নারী, কভু না নয়নে হেরি,
মিষ্টভাষী বটে কিন্তু অন্তরে ছুরি,—
লোক দেখান দেঁতোর হাসি, কেবল চাতুরী,—
উড়্‌তে শিখ্‌লে পোষ মানে না,
পিঞ্জরেতে রাখা ভার ॥ ২৯২

বিদ্যার উক্তি।

কালংড়া—আড়খেমটা।

পুরুষ যেমন সরল তা জানি
ধর্ম্ম জানে মর্ম্ম-ব্যথা নারী পরাধিনী ॥
পুরুষ পরেশ বলে, মান্য রমণীমণ্ডলে,
নারী হ'লে হ'ত কুলে কুল-কলঙ্কিনী ॥
নিত্য নূতনে বাসনা, পুরাতনে করে ঘৃণা,
প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, শঠের শিরোমণি ॥ ২৯৩

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দৃষ্টি-ফাঁসি মিষ্টভাষী অবিশ্বাসী নারী!
সোহাগের সামগ্রী বটে বিচ্ছেদের কাটারি ॥
নারীর চক্র বুঝা ভার, উন্মত্ত ত্রিসংসার,
নারীর পদতলে পড়ে আছেন ত্রিপুরারি—
মান ভাঙ্গ্‌লেন ভগবান্ নারীর পায় ধরি,—
নারীর জন্তে কীচক মো'ল, রাবণ সবংশে গেল,
আমি কি তা বুঝ্‌ব বল, নারীর ছল-চাতুরী ॥ ২৯৪

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

না বুঝে রমণীর মন কঠিন কিসে বল।
নির্দ্দোষ নারীর প্রাণ নাহি কোন ছল ॥
যে'য় রাত্তিরে বাসর ঘরে,
বেহুলা সতীর পতি মরে,
মরা পতি কোলে ক'রে, জলে ভেসে ছিল ॥ ২৯৫

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঝিট—পোস্তা।

পুরুষ কঠিন জাতি সৃষ্টি বিধাতার।
নারীনাশক বিশ্বাসঘাতক সকল কুব্যভার ॥
মিষ্ট কথা ব'লে ক'য়ে, রমণীরে ফাঁকি দিয়ে,
ভুলাইয়ে মন নিয়ে, চায় না ফিরে আর ॥
যদ্দিন যৌবন থাকে, সে কয় দিন মান রাখে,
শেষে গলায় পরাইয়ে কলঙ্কের হা'র। ২৯৬

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

যা বল সকলি পুরুষে তা পারে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জ্ঞান অধর্ম্ম আচরে ॥
পুরুষ নির্লজ্জ অতি, সরমে মরে যুবতী,
পতি বিনে সতীর গতি, নাহিক সংসারে ॥
পুরুষ পরশমণি, রমণীর শিরোমণি,
সকল গুণের গুণমণি, সবে সমাদরে! ২৯৭

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঝিট—পোস্তা।

নারীনাশক বিশ্বাসঘাতক পুরুষ কুটিলপ্রাণ।
দয়াহীন পুরুষের দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ ॥
প্রথম মিলন কালে, ভুলায় কত কথা ব'লে,
ফলেতে না ফলে, ফুরায়,—স্বকার্য্য হ'লে,—
নারীর ধন সর্ব্বস্ব হ'রে কলে কৌশলে,—
শেষে দুখী ক'রে, পলায় ফেলে,
তুলে কলঙ্কের নিশান ॥
তেমন হ'লে নারীর প্রাণ,রাখ্‌ত না পুরুষের ধ্যান,
গর্ভবতী সীতায় রাম দিলেন বনবাস,—
দময়ন্তীর দুঃখের কথা নলেতে প্রকাশ;
মহা-রাস ইচ্ছা করি, পথ-শ্রান্তে কাতর প্যারী,
এস স্কন্ধে করি ব'লে, হরি হ'লেন অন্তর্দ্ধান ॥২৯৮

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আহা মরি, প্রেম-দায় হ'লো একি দায়।
ভালবাসি ব'লে রে প্রাণ মজালে আমায়!
মনে করি হব সুখী, রমণীর মন চাতকী,
তাহে বজ্রাঘাত দেখি, বিধাতা ঘটায়! ২৯৯

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বিধুমুখি! উপায় কি করি তা বল না!
তব অদর্শনে প্রাণ বাঁচে না—বাঁচে না।
পরম পণ্ডিত সেই গোসাঞি,
তব মুখে শুনে তাই,
না জানি কি ঘটায় পাছে, আমার গতি নাই,—
চোরের ধন বাট্‌পাড়ে নিলে,
দেশে মুখ দেখাই কি ব'লে,—
মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে,
আপ্‌সোসে প্রাণ বাঁচে না॥ ৩০০

সুন্দরের উক্তি।

কালেংড়া কাওয়ালী।

বল প্রিয়ে! কার মন রাখিবে কখন।
একা রমণী তুমি সখা তোমার দুই জন॥
রাখ্‌তে গেলে মন আমার, হবে মন ভারী তার,
কেমনে উভয়ের মন রাখিবে সুন্দরী!—
বল দেখি বিধুমুখি! তাই জিজ্ঞাসা করি,—
ছুটানায় পড়ে প্রাণ! হবে না
প্রেম উপার্জ্জন॥ ৩০১

সুন্দরের উক্তি।

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

ব'স প্রিয়ে! আসি রে এখন, প্রাণধন!
অধীন আশ্রিত জনে রে'খ লো স্মরণ॥
অস্তগত নিশাপতি, স্বস্থানে করিব গতি,
সুখে সন্ন্যাসী সংহতি, কর আলাপন। ৩০২

সুন্দরের উক্তি।

ভৈরবী—পোস্তা।

আজ আসি রূপসি! আমি আস্‌ব সময় পেলে।
হ'লু যখন মনের কথা, প্রাণ! তাও কি ভোলে!
দিয়েছ যে ভার, পরোয়া কি লো তার?
নারকেলের ভিতর যেন জলের সঞ্চার,—
পঞ্চাশ ব্যঞ্জনোপরে দুধের উপর চিনি দিলে॥৩০৩

সুন্দরের উক্তি।

ললিত—কাওয়ালী।

মন সাধ মনে রহিল
রে প্রাণ।
যাই তবে মানে মানে,
কি আছে লো কার মনে
দিনমণি গগনে, প্রকাশ হ'লো॥
থে'ক ধনি মানে মানে,
চাও প্রফুল্ল নয়নে,
যে ভাল বেসেছ প্রাণে,
সেই ভালো ভালো॥ ৩০৪

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আমার মন ফিরে দাও
মানে মানে দেশে চলে যাই।
ভাঙ্‌লো পিরীতের বাসা
আশায় পোড়্‌লো ছাই॥
নূতনে যেমন মন, পুরাতনে অপ্রয়োজন,
তুমি যেমন নবীন নারী নবীন সন্ন্যাসী,—
ভাস্‌বে সুখ-সাগরে সুখে থাক্‌বে রূপসি!—
বুঝ্‌লেম তোমার দেঁতোর হাসি
আর হেসে কাজ নাই॥ ৩০৫

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—একতালা।

নাত্‌নি! কি গুজব উঠেছে?
বিয়েব ফুল ফুটেছে!
আজগুবী এক যোগী নাকি,
আচ্‌কা রাজসভায় এসেছে।

পূজা ক'রে গঙ্গাধরে, আচ্ছা বর পেলি তার বরে,
সিদ্ধি ঘুঁটবি কোমল করে,—
ভাল কপাল তোর ফিরেছে ॥ ৩০৬

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

ভাল সেধেছিলে হর।
তাইতে এমন মনের মত, পেলে রসিক বর ॥
যে বিধির নাইক বিচার,
চাঁদে করে রাহুর আহার,
সেই বিধি ঘটালে তোর ন্যাংটা দিগম্বর ॥৩০৭

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

হ'লো আজ তোমার সফল।
পূজেছিলে পশুপতি, দিয়ে বিল্বদল ॥
তুমি যেমন রসবতী পেলে তেম্‌নি প্রাণপতি,
আজ তোমার, ও যুবতী,—ভাবে ঢল ঢল ॥ ৩০৮

মালিনীর উক্তি।

বিভাস—একতালা।

নাত্‌নি! তুই যেমন স্বরূপা।
তেম্‌নি বর জুটেছে ন্যাংটা ক্ষেপা ॥
যুবতী বালিকা কালে, গঙ্গাজল আর বিল্বদলে,
পূজ্‌লি পশুপতি পতি পাবি ব'লে,—
সন্ন্যাসীর জন্যে কি করেছিলি পঞ্চ-তপা ॥
মনোমত ধন ব্রহ্মচারী জটাধারী,—
রজতগিরির কোলে দোলে স্বর্ণচাঁপা!
দেশ বিদেশে ল'য়ে যাবে,
সিদ্ধির ঝুলি বইতে হবে,
সোণার অঙ্গে ছাই মাখাবে, ওলো ধনি
বাঁধ্‌বে বেণী এলিয়ে খোঁপা ॥ ৩০৯

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

আই গো! আর হাড় জ্বেল না।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পেঁচিয়ে আর দিও না ॥
কটাক্ষে যাহারে সঁপেছি যৌবন,
কেমনে করিব অন্যেরে অর্পণ, সে উদাহরণ,—
রুক্মিণী হরণ, দময়ন্তী-বিবরণ দেখ না! ৩১০

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—খেমটা।

তাই ভাবি লো ও নাতিনি,
এই ছিল কি তোর কপালে।
ভ্রমরার বৈরাগ্য হ'লো পদ্মের মধু শুব্‌রে খেলে ॥
একি বিধির বিড়ম্বনা, বুঝালে বোধ মানে না
আহা কি তোর বিবেচনা, সোণার দাঁড়ে—
ওলো নাত্‌নি! সোণার দাঁড়ে কাক বসালে ॥৩১১

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—একতালা।

কথা শুনে সরমে মরে যাই,
ছি ছি কি বালাই!
কোন্ প্রাণে চন্দ্রাননে মাখাবি লো ছাই?
করেছিলে যেমন পণ, সুখে কর কালযাপন,
মিলেছে ধন মনের মতন, সন্ন্যাসী গোসাঞি! ৩১২

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

ভাল ধ্বজা দিলি লো তুলে, এই রাজারি কুলে।
সন্ন্যাসিনী হ'য়ে রবি সন্ন্যাসী-কুলে ॥
আকুড়াধারী মহৎ আশ্রম,
অতিথ আস্‌বে রকম রকম,
গাঁজাতে লাগাবি লো দম, ব্যোম কেদার
ব'লে ॥ ৩১৩

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

গেল কুদিন সুদিন এলো বিধুবদনি!
শুনে হাসি পায়, মরি লো লজ্জায়,
কাল্ প্রভাত হ'লে হবে তুমি সন্ন্যাসিনী।
অনাহারে উপবাসে, পূজেছিলে কৃত্তিবাসে,
এখন ভাল কীর্ত্তি রাখ্‌লি দেশে, ধন্য লো ধনি!

(রূপান্তর) আছে ধনি তীর্থ যত,
দেখ্‌বি সব পতির সহিত,
দেব দেবী শত শত তোরে সে দেখাবে ॥ ৩১৪

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কেতি কিলো নাত্‌নি
তোমার দুদিক বজায় রবে!
অতিথ-সেবা পতি-সেবা
এক কাজে তোর দুকাজ হবে ॥
তুমি যেমন রসের সাগর,
সন্ন্যাসী সে রসিক নাগর,
লয়ে যাবে গঙ্গাসাগর, সুখ-সাগর দেখাবে ॥৩১৫

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

আমি রাজবালা গো!
কি ছা'র বিচার লাগি সন্ন্যাসিনী হব?
তুমি দেখাইছ যারে, আমি ভজিব তাহারে,
যদ্যপি বিচারে হারে, প্রাণে মরিব! ৩১৬

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

যেতে বল্ সে যোগিবরে।
বিচারে এখন নাহি প্রয়োজন,
সঁপেছি যৌবন, তোর্ বোনপোরে ॥
দান ক'রে কি শেষে হব দত্তাপহারী,
দিয়ে প্রাণ কি ফিরে নিতে পারি,
পুরাণে প্রকাশ, নরকেতে বাস,
আশাতে যে জন নিরাশ করে ॥ ৩১৭

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—একতালা।

নাত্‌নি! ঠাট ক'রো না বেশী,
তোমার রবে না আর টাট্‌কা বাসি।
ভুকো অতিথ পতিত এলে, ভোগ পাইবে,—
ওলো নাত্‌নি ভোগ পাইবে—দিবানিশি ॥

কক্ষে ঝুলি টুকনি করে,
ফির্‌বি কত আকুড়া-ঘরে,
রবি কি আর এমন ক'রে, এ পিঞ্জরে,
যাবি গঙ্গাসাগর গয়া-কাশী ॥ ৩১৮

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

তোমার এই হ'লো কি শেষে!
শুনে মরি লো মনের আপ্‌সোসে!
প'রে গেরুয়া বসন, কর্‌বে ভ্রমণ,
নিত্য নিত্য তীর্থবাসে!
হাসি পায়, দুঃখ ধরে,
মরি গো মনের আপ্‌সোসে ॥
যোগ যাগ কর্‌লি যত, সকল হ'লো ভূতগত,
এনে বুঝি ব্রহ্মার ঘৃত, ঢাল্‌লি ভস্মে,
উদ্ধার-আশে ॥ ৩১৯

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

এখন, থাক্‌লো বিনোদিনি!
হ'য়ে নূতন নবীন সন্ন্যাসিনী ॥
এনে দিনু মনোমত ধন, ক'রে যতন,
ওলো চিনলি না সে রতনমণি ॥
যেমনি লো তুই রূপের ছটা,
বর মিলেছে মাথায় জটা,
শিখ্‌বি এবার সিদ্ধি ঘোঁটা, গাঁজা-কাটা,
কাট্‌বি গাঁজা দিন-রজনী!
পূজা ক'রে গঙ্গাধরে, ভাল বর পেলি তাঁর বরে
মনে হ'লে দেখ্‌বি বরে, দিগম্বরে,
দিগম্বর সে বেশখানি ॥ ৩২০

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

আমা ব'লে নয় গো আই!
এমন পণ অনেকে করে।
সীতা যে পণ করেছিল, পতি পেলেন রঘুবরে ॥

দ্রুপদ নামে রাজা ছিল,
দ্রৌপদী তার কন্যা হ'লো,
সেই ত পণ করেছিল, পতি পেলে পাণ্ডবেরে ॥৩২১

মালিনীর উক্তি।

সুরট—আড়খেমটা।

নাত্নি! নব যৌবন গেলে,
শুধু কথাতে কি নাগর ভুলে।
শুনা আছে পরম্পরে, সরোবরে হংস চরে,
বিল শুকালে চায় না ফিরে, যায় গো
সে চ'লে! ৩২২

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—একতালা।

আই! মিথ্যে আমায় বলা।
জানি তোমার যত শলা-কলা।
নিত্য করি কৃতাঞ্জলি, আনতে বলি
কেবল আমার কাছে কর ছলা॥
মাসাস হ'য়ে নাত্নি বল, বুঝেছি চাতুরী-ছল,
তোমারি ত হ'লো ভাল, আর কি বল,—
এখন ব'সবে পিরীত তলা গলা।
সুখে নাত্-জামায়ের সঙ্গে, সদা রবে রস-রঙ্গে,
আমি ফিরব রাঢ়ে-বঙ্গে, যোগীর সঙ্গে,
বুঝি, যোগ করে ক'রেছ শলা! ৩২৩

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

তুমি শঠ, সে লম্পট, ভাল মিলেছে দুজনে!
হয় নির্জ্জনে সঙ্গোপনে, যার যে বাসনা মনে।
চারিদিকে কুসুমবন, নাহি অন্যের সমাগম,
তাহে আবির্ভূত মদন, ল'য়ে পঞ্চ-শরাসনে॥ ৩২৪

সখীগণের উক্তি।

মূলতান—একতালা।

মনে ছিল যে বাসনা।
পোড়া কপালক্রমে তাও হ'লো না!
শিব গড়তে বানর হ'লো,
একি বিধির বিড়ম্বনা!
হয়েছিলাম অভিলাষী, হবে তুমি রাজমহিষী,
আমরা হব প্রিয় দাসী, মন যোগাব
এই ক'ল্পনা। ৩২৫

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—একতালা।

সখি! চাইনে সন্ন্যাসী।
আমি সেই জনারি কেনা দাসী!
মন-প্রাণ লয়ে যেবা, গলায় দেছে প্রেমের ফাঁসি!
কুল শীল তাঁরি কাছে,
তিনি বিনে আর কে আছে,
আর কি আছে,—তাঁরি তরে মন উদাসী!
বল গিয়ে সন্ন্যাসীরে, সন্ন্যাসীরে রাখি শিরে,
প্রণাম করি নতশিরে, দেখুক ফিরে,—
তীর্থে ফিরে তীর্থবাসী॥ ৩২৬

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

যাদু! এই বেলা পথ দেখ।
বিদ্যা পাবার সাধ থাকে ত চাঁদমুখে ছাই মাখ॥
বসন ভূষণ ত্যজ্য কর, হাড়ের মালা গলায় পর,
সন্ন্যাসীর বেশ ধর, মাসীর কথা রাখ॥ ৩২৭

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

যাদু! শোনরে তোরে বলি!
তোমার সে গুড়ে পড়েছে বালি।
বিদ্যার নাকি বিয়ে হবে—কাল প্রভাতে,—
কে ক'রেছে এ ঘট্‌কালী॥
এসেছে এক ব্রহ্মচারী, পরম যোগী জটাধারী,
বিদ্যারে করিবে নারী, বিদ্যা ভারি,
বিচার হবে আজি কালি॥ ৩২৮

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—একতালা।

দেখ্‌লাম বিদ্যার বিচারে,
নব যৌবনেরি সুসংস্কারে।

কই মৃগেল কাতলা বাটা, এল য'টা গেল ত'টা,
শেষে এক নূতন চিতোল বাদিয়ে লেটা,
আসে চারে ॥
টোপ ধরে না ঠুকরে বেড়ায়,
ভেসে উঠে ফাতার গোড়ায়,
প্রেম-ডোর কখন উড়ায়, অঙ্গ জলে
তারে হেরে ॥ ৩২৯

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—একতালা।

যাদুমণি! আপনা হ'তে সব যোয়ালি!
শুক্না ডাঙ্গায় সুখের তরি সাধ ক'রে ডুবালি।
বলেছিলাম ভাল কথা, সে কথা কর্‌লে অন্যথা,
মনে রেখে মনের কথা, দুকুল হারালি! ॥ ৩৩০

সুন্দরের উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ওগো মাসি! তোমার অনন্ত লীলে।
আশা দিয়ে বাসা দিয়ে, শেষে ভাসালে!
নিত্য কর আজি কালি,
তোমার না ফুরাল কালি,
শেষেতে অন্তরে কালি, আমার গো দিলে ॥৩৩১

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

হায়! আমি কি তা কর্‌বো বল!
হবে হবে বলে রাখ্‌লাম যাদু!
কপালক্রমে ফস্‌কে গেল।
ভেনে কুটে ত'য়ের ক'রে,
রেখেছিলাম তোমার তরে,
উড়ে এসে বস্‌লো যুড়ে,
এমন সন্ন্যাসীটা কোথায় ছিল! । ৩৩

সুন্দরের উক্তি।

ঝিঁঝিট—একতালা।

বিদ্যা লাগি হব সন্ন্যাসী, ও হীরে মাসি!
সন্ন্যাসিনী হবে নাকি বিদ্যে রূপসী!
বিচারে যদ্যপি হারি, দাস হ'য়ে রব তারি,
নতুবা তায় সঙ্গে করি, হব কাশীবাসী ॥ ৩৩৩

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

তুমি তার কোথায় লাগ রে যাদুমণি!
ঘুঘু দেখেছ চাঁদ, ফাঁদ তো দেখনি ॥
ডুবে ডুবে জল খাও, তার প্রতিফল পাও,
তরঙ্গেতে কুটা দিলে হয় দু'খানি!
মনেতে ক'রেছ আসা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,
আস্‌কে খেয়েছ যাদু! ফোঁড় ত' গণনি ॥ ৩৩৪

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ছি ছি ছি ছি ওহে রসরাজ!
তোমার নাহি কিছু লাজ!
দিবসে তস্কর বেশে এসে একি কাজ ॥
পুরুষ পরেশ জানি, তা বলে কর এমনি,
গুণ বাড়ালে গুণমণি! পুরুষ-সমাজ ॥ ৩৩৫

সুন্দরের উক্তি।

ললিত—কাওয়ালী।

বিধুমুখি! বদন তুলে চাও চাও লো।
চাও! দু'টো কথা কও!
যায় লো গগনের চাঁদ, দেহে উদয় হও ॥
নিশি যায় হায় হায়!
ধরি প্রাণ! তব পায়,
কহ শুনি প্রাণধন,
কিসে হ'লে জ্বালাতন,
ক্ষমা কর অপরাধ,
অল্পেতে বাড়াও প্রমাদ,
কথান্তরে মনান্তরে,
অভিমানে কেন রও ॥ ৩৩৬

সুন্দরের উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

জেনেছি চন্দ্রাননে! জেনেছি তোমারে।
যে ভাল বাস আমারে, যে ভাল বাস আমারে ॥
মুখেতে বয় সুধা-হাসি, অন্তরে গরল-রাশি,
ভাল বাস ব'লে আসি, বুঝিতে না পেরে ॥ ৩৩৭

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মান ত্যজ ও মানিনি! যামিনী হো'ল আগত।
অনুগত জন প্রতি বঞ্চনা করিবে কত।
চেয়ে দেখ বিনোদিনি, অস্তগত দিনমণি,
সুধাংশু আসি আপনি, গগনেতে সমুদিত॥
আরও দেখ চন্দ্রাননি, চাঁদে মত্ত চকোরিণী,
তা'তে কোকিলের ধ্বনি, শুনিয়ে হই
প্রাণে হত॥ ৩৩৮

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মরি মরি হো'ল একি দায়!
হো'ল একি প্রেম-দায়!
সুধা-আশে সিন্ধু সেঁচে গরল উপায়॥
আগে না বুঝিয়ে মর্ম্ম, করিয়াছি কি কুকর্ম্ম,
শেষে এই ঘটালেন ধর্ম্ম, কর্ম্মভোগ আমায়। ৩৩০

সুন্দরের উক্তি।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অভিমান ত্যজ মানিনি লো! যামিনী যে যায়!
নিরাশা আশা-স ললে ভাসাবি আমায়।
অপরাধী দুষী হ'লে তারে কি ভাসাবে জলে,
কৃপা কর চাহ ফিরে ধরি তব পায়॥
একান্ত নিদয় হ'লে, মম প্রাণ বিনাশিলে,
পড়ে আছি পদতলে, কর লো উপায়!॥ ৩৪০

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

যাও যাও মিছে সেধোনা।
পুরুষ নিঠুর জাতি ভেবে দেখ না॥
তার সাক্ষী দেখ নয়নে, রাম পাঠান জানকী বনে
পঞ্চমাস গর্ভসনে, ক'রে যন্ত্রণা॥
আবার দেখ দুঃশাসন, কুকার্য্য করে বস্ত্রহরণ,
পুরুষ নির্লজ্জ এমন, কোথাও দেখি না!॥ ৩৪১

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—একতালা।

বঁধু! আর মিছে সেধো না।
তোমার জানা গেছে গুণপনা॥
জানা গেল জারি-জুরি, জারি-তুরি,
ওহে নাগর! কারিকুরি আর ক'র না॥
না জানি হে কি প্রকারে, জিনিয়াছিলে বিচারে,
আপনি না হার মানিলে, কেবা পারে,
ওহে নাগর! কেবা পারে তাও জান না॥
পুরুষ কঠিন জাতি, কুমতি কুরীতি নীতি,
সকল কর্ম্মে আতিবিতি, ব্যস্ত অতি,—
ধর্ম্ম প্রতি তাও ভাবে না॥ ৩৪২

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বিধুমুখি! কোন্ ভাব কখন তোমার না জানি।
কখন হও সুধামুখী কখন হও ভুজঙ্গিনী॥
কখন দাও গগনচাঁদ, কখন দাও গলায় ফাঁদ,
কি ছলে কৌশলে ধনি ঘটালে প্রমাদ,—
আমি কি ভাব বুঝতে পারি,
ও ভাবে যাই ব'লিহারি,
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি,
জানব কেমনে ধনি! ৩৪৩

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—খয়রা।

এত অপমান কিসে বাঁচে প্রাণ,
ওষ্ঠাগত মন-যোগাতে।
যার জন্যে মরি, সে করে চাতুরী,
প্রাণ গেল আমার শাঁখের করাতে॥
আগে না জেনে মর্ম্ম, করেছি কুকর্ম্ম,
নারীর জন্ম কি অধর্ম্ম,
ভেবে সার হ'ল অস্থিচর্ম্ম, গেল আজন্ম পরের
হাতে॥ ৩৪৪

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

কি কহিলে প্রাণ! শুনে দহে প্রাণ,
পুরুষ নিষ্ঠুর—ধনি!

রঙ্গ শুনে অঙ্গ জলে অতিশয়,
নারী কি হে এত সরল-হৃদয়,
বাহিরে সরল, অন্তরে গরল,
মজায় কুহকে আনি ॥
তার সাক্ষী ধনি! দেখ না ভাবিয়ে,
কীচক মরিল রমণী লাগিয়ে,
লঙ্কায় রাবণ, হইল নিধন,
নারীর মায়া না জানি ॥
আর কেন মিছে শক্ত হাসাহাসি,
কেন বা এত ভালবাসাবাসি,
সুখে থাক প্রাণ, যাই হে স্বস্থান,
হ'য়ে প্রিয়ে অভিমানী ॥ ৩৪৫

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—একতালা।

বঁধু! ঐ খেদে প্রাণ কাঁদে।
বিষাদ ঘটিল সাধে ॥
বরিষাকালের নদী, রয় কি কোথাও বালির
বাঁধে!
অধিক বুদ্ধি ঘটে যার, অধিক যন্ত্রণা তার,
উচিত বল্লে হয় সে বেজার,
আপনি পড়ে আপনার ফাঁদে ॥ ৩৪৬

সুন্দরের উক্তি।

ললিত—আড়া।

বিদায় দেহ প্রাণপ্রিয়ে! পোহাল ঐ বিভাবরী।
অস্ত হ'ল শশধর আঁধার করি অস্তগিরি ॥
বিমলিন কুমুদিনী, প্রফুল্লিত কমলিনী,
উদয় হ'ল দিনমণি, আলো করি উদয়গিরি ॥
কোকিল ডাকে পঞ্চস্বরে, ভ্রমরা গুন্ গুন্ করে,
কেমনে রহিব ঘরে, ঘরে পরে অরি! ॥ ৩৪৭

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—একতালা।

সখা! সাজ ভাল সেজেছে।
এমন সাজ কেবা দিয়েছে ॥
ভালেতে সিন্দুর বিন্দু, মুখ-ইন্দু শুকায়েছে ॥
তাম্বূলের চিহ্ন গালে, আবেশে পড়িছ ঢলে,
নয়নে অঞ্জন কে দিলে, কে সাজালে,
চুয়া চন্দন গায় লেপেছে ॥
এ সব চিহ্ন কেমন ধারা, এত নয় সুধারায় ধারা,
এমনি ক'রে রঙ্গ করা, আমায় সারা,
(বুঝি) মালিনী সব ঘটায়েছে ॥ ৩৪৮

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

প্রিয়ে! অমন কথাটী তুমি আমায় ব'লনা।
প্রিয়ে তোমা বই, আমি কার নই,
তোমারি এ সব চিহ্ন চিনেও চেন না ॥
বিধুমুখি তোমা বিনে, নাহি জানি অন্যজনে,
তোমার জন্যে, ছয়মাসের পথ আসি ছয় দিনে,—
মালিনীর বাসে রই, সিঁধ কেটে সিদ্ধ হই,
তাই বুঝি করিছ তার এত লাঞ্ছনা ॥ ৩৪৯

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

নাথ! বুঝেছি আভাসে।
(এখন) আর কি থাকে অপ্রকাশে ॥
মালিনীর বাসাতে বুঝি—এমনি ক'রে ওহে বঁধু
এমনি ক'রে, মত্ত থাক নিত্য রসে ॥
আমি হয়েছি বাসি ফুল, কেন আর রবে অনুকূল,
এখন হয়েছ প্রতিকূল, মজিয়ে দুকূল,—ওহে বঁধু,
মজিয়ে দুকূল-অনায়াসে ॥ ৩৫০

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

তবে আর ভাল বাসব না।
আমি ভাল বেসে পাই যাতনা ॥
(আমি) যারে ভালবাসি,
সে দেয় আমার গলায় ফাঁসি,
দূরে থাকি টানে রশি, ওলো মাসি,
ওলো মাসি লো;
আমার হেঁচ্‌কা টানে প্রাণ বাঁচে না ॥ ৩৫১

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সই! শঠের সঙ্গে প্রেম ক'রে সুখ হ'লনা।
সুখ হ'ল না আমার দুঃখ ঘুচল না॥
শঠে অশঠে যেমন, দন্তেতে জিহ্বাতে যেমন,
জিহ্বা জানে দন্তের বেদন, দন্ত জানে না॥ ৩৫২

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—একতালা।

কেন তারে সঁপেছিলাম মন।
তারে মন সঁপে হ'ল অরণ্যে রোদন॥
সে যে শঠের শিরোমণি,আগে আমি নাহি জানি,
শঠের পিরীতি যেন জলের লিখন॥ ৩৫৩

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

যাও যাও তথা, মজিয়াছ যথা,
নূতন প্রেমেতে মাতি।
কেন মিছে আর, হান বাক্য-শর,
শরীর হইতেছে জর-জর—
সর সর সর, ওহে প্রাণেশ্বর,
কি জানি অবলা জাতি॥
আমা সমা কত জুটিবে রমণী,
মনসুখে রবে দিবস রজনী,
তাই বলি প্রাণ, যাও নিজ স্থান,
পা'বে কত রসবতী॥ ৩৫৪

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

প্রিয়ে! প্রাণ বুঝি যায়!
কি দোষ দেখিয়া দোষী করিলে আমায়॥
তোমা ছাড়া কভু নই, স্বপে প্রাণ তোরে কই,
তোর জন্যে কত সই, জানাব কাহায়॥ ৩৫৫

সুন্দরের উক্তি।

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতাল।

কেন কেন প্রাণপ্রিয়ে হান বাক্য-বাণ আর।
তোমা বিনে জানি যদি শপথ করি তোমার॥
কিবা শয়নে স্বপনে, অশনে উপবেশনে,
তব রূপ জাগে মনে, তাই বুঝি তার প্রতিকার॥
ভেবে দেখ মনে মনে, যাব যদি অন্য স্থানে,
অপার নদী তবে কেন,
পার হ'তে দিব সাঁতার॥ ৩৫৬

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

অভিমান ত্যজ ও বিনোদিনি!
অস্তাচলে গেল শশী প্রভাত হ'ল যামিনী॥
সারানিশি করি মান, বসনে ঢাকি বয়ান,
নিরাসনে ব'সে আছ আদরিণি প্রাণ,—
কৃপা দৃষ্টে এ অধীনে চাও ওলো প্রাণ,—
চেয়ে দেখ বিধুমুখি উদয় হ'ল দিনমণি॥
তব ক্রোধানল লয়ে, চন্দ্র এল সূর্য্য হয়ে,
সেই তাপে মম তনু হতেছে দাহন—
শীতল কর ক'রে প্রেম-বারি বরিষণ,—
যেমন জলধরের জল আশা চাতক দিবা
যামিনী॥ ৩৫৭

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

আমি কি মন রাখ্‌তে পারি,
প্রাণ তোমার মনের মত।
ভয়ে ভয়ে কথা কই খেয়ে থত মত॥
তুমি বড় মানুষের মেয়ে, আমি বড় তোমায় লয়ে,
অপার নদী সাঁতার দিয়ে,
পার হ'তে উদ্যত॥ ৩৫৮

সখীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মনের সাধে কুসুম-শয্যা বাসর সাজাব।
গেঁথে হার বকুল-মালা তোমায় পরাব॥
শিল্প-কর্ম্ম এমনি জানি, ভুলে যাবে ঠাকুরাণি!
কি বাহার ফুল-গাঁথনি, চটক দেখাব॥ ৩৫৯

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

শুন শুন ওলো প্রাণ ধন! মনে ভাবি সর্ব্বক্ষণ।
কেমনে ভুলিব তোমায় থাকিতে জীবন॥
যে অবধি এ নয়ন, হেরেছে ঐ চন্দ্রবদন,
হইলে পলক পতন, প্রলয় যেমন।
পিরীতের এই রীত, সুখ দুঃখ সমুচিত,
কেমনে রব জীবিত, হবে বিচ্ছেদ যখন॥ ৩৬০

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—একতালা।

যা বলিলে ও গুণমণি! যখন হবে তখনি।
তরঙ্গ দেখিয়ে কেন ডুবাও তরণী॥
রমণী সুখের তরী, পুরুষ তাহে কাণ্ডারী,
জেন'হে তেমনি নারী, ডোবে আপনি!
ঝড় জল আর বৃষ্টি তুফান,
কত হয় তার নাই পরিমাণ,
ডাকিলে কোটালে বান, প্রাণে টানাটানি॥ ৩৬১

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ব'স ব'স ও প্রাণেশ্বরি! তবে করি শ্রীহরি।
রহিল মোর মন প্রাণ, তব প্রহরী॥
যখন কিছু মন হবে, মনে প্রাণে কথা কবে,
কায়া মাত্র ভিন্ন রবে, ওলো সুন্দরি॥ ৩৬২

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ওলো সখি! হ'ল একি উদরে আমার।
বুঝি হ'ল জলরোগ বসন্তে উঠা ভার॥
ধরেছে বিষম রোগে, বাঁচাস্ যদি যোগে যাগে,
নতুবা রোগের ভোগে, বাঁচিনাক আর॥
সদা মুখে উঠে জল, ইচ্ছা হয় খেতে অম্বল,
শরীরে নাহিক বল, বল গো প্রতিকার॥ ৩৬৩

সখীর উক্তি।

মূলতান—একতালা।

তোমায় ধরেছে যে রোগে।
সারবে না ও মুষ্টিযোগে॥
তিথির দোষে হ'লে ব্যাধি, আছে বিধি,
য'দিনের ভোগ ত-দিন ভোগে॥
এখন বেনে ভাল হ'ল, গ্রহ ফাঁড়া কেটে গেল,
বালির বাঁধে আট্‌কে ছিল, পট্‌কে গেল,
এবার গো জল ঢুক্‌লো ঘাগে॥ ৩৬৪

সখীর উক্তি।

মূলতান—একতালা।

শুন শুন ও সুলোচনা! হেরি একি কারখানা।
ঠাকুরাণী গর্ভবতী হয় বিবেচনা॥
এস্থানে কেনে রহিনু না খাইনু না ছুঁইনু,
বিপাকেতে প্রাণ হারানু, বুঝি ক-জনা॥
ওরা হ'ল সুখের ভাগী, আমরা এখন হতভাগী,
হলাম কেবল দুঃখের ভাগী,
ভাগ্যে লাঞ্ছনা॥ ৩৬৫

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ওগো সখি! দুঃখের কথা কি আর বল।
মালিনী সে সর্ব্বনাশী প্রমাদ পাড়িল॥
আস্ত মাগী করে নতা, কহিত এ সব কথা,—
ছুত'নতা করে মাগী খেয়েছে মাথা,
শিরে এখন সর্পাঘাত, থাক্ দিব কোথা,—
নাহিক এর ধন্বন্তরি, বল কিসে তরি,
জলের মাঝে যেমন তরী, দগ্ধ হ'ল॥ ৩৬৬

সখীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী

ওগো দিদি! চল চল চল চল।
সেঁচা জল মিথ্যা কথা ক'দিন থাকে বল॥
রাণীরে দেও সমাচার, যার খুন হবে তার,
অপ্রকাশ রবে না গো হইবে প্রচার,—
এই বেলা করিতে হয় তারি প্রতিকার,—

পাপ কথা কি ঢাকা থাকে,
দুদিন পরে জান্‌বে লোকে,
আপনি কাটি পড়্‌বে ঢাকে,
ঢেকে কিবা ফল ॥ ৩৬৭

—

সখীর উক্তি।

বাহার—খেমটা।

হায়রে, কইতে দুঃখের কথা প্রাণ কেঁদে উঠে।
বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না কি আছে ললাটে ॥
ছি ছি ছি মরি লজ্জায়, কথা না কওয়া যায়,
মান যায় প্রাণ যায়, হ'ল একি দায়,—
হায়! কি বল্‌বো বিধাতায়,—
জর জর হলাম প্রায়,
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ॥ ৩৬৮

—

সখীর উক্তি।

মূলতান—আড়া।

বল্‌বো কি গো ঠাকুরাণী,
বল্‌তে বাণী কাঁপে প্রাণী।
তব সুতা গর্ভযুতা হেন মনে অনুমানি ॥
পয়োধর নম্রমুখী, তাহাতে ক্ষীর নিরখি,
গাত্রে শির-চিহ্ন দেখি,
কিসে হ'ল নাহি জানি ॥ ৩৬৯

—

রাণীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

কি বল্লি মনোরঞ্জনা অঞ্জন অন্তরে দিলি।
বিদ্যা আমার বিদ্যাবতী, গর্ভবতী কি শুনালি ॥
কি বলিবেন নৃপমণি,
প্রাণে কি র'বেন তিনি,
প্রসবিল এমন ফণি, তুলিল কলঙ্ক-ডালি ॥
তোরা বা কেমন সখী,
নুন খেয়ে গুণ গাইলি একি,
তোদের বা কি জান্‌তে বাকী,
এখন সতী হতে এলি ॥ ৩৭০

—

রাণীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

বিদ্যা লো তোর এই কি আচরণ।
কেন না হ'ল মরণ ॥
বিদ্যা শিখে বিদ্যা বুঝি জানালি এখন ॥
নিষ্কলঙ্ক রাজকুলে, ভাল ধ্বজা দিলি তুলে
জ্বালি কুল শীল অকূলে, রাখ্‌লি ভাল পণ ॥ ৩৭১

—

রাণীর উক্তি।

মূলতান—একতালা।

ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ লো তোরে,
কালামুখী যা ম'রে।
এক কেঁড়ে দুধেতে চোনা দিলি কি ক'রে ॥
ভাল মেয়ে জন্মেছিলি চিরকলঙ্কিনী হলি,
বাঘের ঘরে ঘোগ ঢোকালি,
কোত্থেকে ধরে ॥ ৩৭২

—

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

মাগো মা! এর কিছুই জানিনে।
পেটে কি হল বেনে ॥
বুঝিবা উদরী হবে, জ্ঞান হয় মনে ॥
ভেবে ভেবে নিরবধি, বুঝি হলো গুল্ম ব্যাধি,
চিন্তা জ্বর রোগ বিধি, শুনি নিদানে।
নিত্য পূজি ভবদেবে, এ কথা মা কি সম্ভবে,
বৈদ্য এনে বাঁচাও এবে, ধরি চরণে ॥ ৩৭৩

—

রাণীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বল্‌ দেখি লো কুলমজানী,
কলঙ্কিনী আন্‌লি কায়।
না জানি সে কুট্‌নী কেমন,
সাপের বাসায় ভেক নাচায় ॥
না হইল মনোমত, এলো যত রাজসুত,
কেহ বেঁধে হাতে সুত, হারিয়ে পলায়।
এখনি রাজায় কহিব, উচিত ফল ফলায়ে দিব,
মুড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢালিব, করিব বিদায় ॥ ৩৭৪

—

রাণীর উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

ভাল বিদ্যা ভাল ভাল ভাল পড়েছিলি।
অকলঙ্ক রাজার কুলে কলঙ্ক রটালি॥
যত ছিল নামডাক, সকলি হইল ফাঁক,
রাজার ঘরের জাঁক, সকলি ঘুচালি।
আইবুড়য় হল পেট, উঁচু মাথা কল্লি হেঁট,
মহারাজায় দিলি ভেট, গালে চুণ কালি॥ ৩৭৫

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

জননি, জানিনে আমার কিসে কি হয়েছে।
গঞ্জনা দিওনা দিওনা লাঞ্ছনা করোনা মিছে॥
দুষী নহি কোন দোষে, পরের কথায় রোষে,
কেন কটু কহ ভাসে, কেবা কি দেখেছে॥
শরীর ভিতরে থাকি, চন্দ্র সূর্য্য নাহি দেখি,
যেন পিঞ্জরের পাখী, করিয়ে রেখেছে॥ ৩৭৬

বিদ্যার উক্তি।

মূলতান—আড়খেমটা।

বল্‌বো কি জননি আমি যে দুঃখে
পোহাই রজনী।
সারা রাত্রি তারা গণি বিরহিণী একাকিনী॥
ঘুমের ঘোরে দেখি স্বপন,
সুন্দর এক পুরুষ রতন,
নিত্য সে করে আলিঙ্গন,
কি অলক্ষণ, কেবা সে জন নাহি জানি॥
চোর বলে যাই ধর্‌তে তারে,
সেতো ধরা দেয় না মোরে,
বুঝি বা কোন গ্রহ ফেরে ঘট্‌লো মোরে,
রট্‌লো কথা যেমন শুনি॥ ৩৭৭

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

মরি মরি গুরু গঞ্জনায়, সহা না যায়,
বিচলিত হয়েছে মন সরমেরি দায়॥
হয় মন্ত্রেরি সাধন, নতুবা দেহ পতন,
করিয়াছি এই পণ বলিগো তোমায়॥ ৩৭৮

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ভাগ্যে এমন হবে জানিনে আগে।
মজিলাম সেই অনুরাগে॥
পোড়া বিদ্যা গৌরব স্বরাগে, জননী জনকে আগে
প্রতিজ্ঞা করিছি রাগে রাগে॥
জনকে না বলে কয়ে, লুকায়ে করিলাম বিয়ে,
লজ্জায় ভয়ে প্রকাশ ক'রে বলি না;
বাঁচিনে ঘৃণায় বাঁচিনে, সদা জ্বলে উঠে প্রাণ;
বিপক্ষের বাক্যবাণ শেলসম—
হয়ে সই বুকে লাগে*॥ ৩৭৯

রাণীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আর শুনেছ মহারাজা।
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,
কুলেতে উঠেছে ধ্বজা॥
আইবুড়তে মেয়ে হয়েছে অসতী,
স্বচক্ষে হেরিলাম সে যে গর্ভবতী,
কিসে যায় অখ্যাতি, একি হে দুর্গতি,
কি হবে এর গতি, একি সাজা॥ ৩৮০

রাজার উক্তি

পয়ার—কওয়ালী।

নেমক হারাম বেটা, পাজি বেহায়া ঠেঁটা,
বাদাসি একি লেটা, সংসারে।
নেমকের চাকর হয়ে, দেখ্‌লি না চক্ষে চেয়ে,
সকলে ঐক্য হয়ে, একেবারে॥
তোর তো আছিস্ দ্বারে, কে এলো অন্তঃপুরে,
পাখী এড়াতে নারে, যে দ্বারে।
কোতোয়াল বলি তোরে, ধরে দে বিদ্যা-চোরে,
নইলে তোয় যমপুরে দিব রে॥ ৩৮১

---

* এই গানটীর শেষ দুই পংক্তি এইরূপ;—
দ্বিজ ভৈরবচন্দ্রের এই উক্তি,
আর নাই কোন যুক্তি,
আদ্যাশক্তি ভাবি মনের বিরাগে।

...গের উক্তি।

মূলতান—একতালা।

মরি এই ছিল ললাটে।
ঠেকাঠেকি কোঁকড়া কাঠে ॥
বিধাতা বৈমুখ হলে এমনি ক'রে,
ওগো তখন, এম্‌নি ক'রে কপাল কাটে ॥
রাজনন্দিনী বিনোদিনী, কি করে কি কল্লেন তিনি
মর্ম্ম জানেন ধর্ম্ম যিনি, নাহি জানি,
এখন আমরা মরি মাঠে মাঠে ॥ ৩৮২

কোটালগণের উক্তি।

পয়ার।

চল চল ভাই বিদ্যার আগারে যাই,
যদি চোর ধরা পাই সেখানে।
আমরা নারী বেশে, রহিব ছদ্মবেশে,
যদি চোর রেতে এসে না জেনে ॥
তখন স্বমূর্ত্তি ধরে, বাঁধিব সেই চোরে,
দেখাব দণ্ডধরে, তায় এনে ॥ ৩৮৩

কোটালগণের উক্তি।

মূলতান—একতালা।

ঐ দেখ মোহিনা, ঘোগ বস ন মস্তখানা ॥
এই বুঝি সেই চোরের গর্ত্ত, করে নিত্য,
করে নিত্য আনা গোনা ॥
সুরঙ্গ দেখিব চল, ভিতরের কি কৌশল,
দেখে আসি জল কি স্থল, চোরের স্থল,
চল করি ঠাঁয় ঠিকানা ॥ ৩৮৪

সখীগণের উক্তি

মূলতান একতালা।

ধনি, এই কিলো পণ করা।
আঁচল চাপা দিয়ে চন্দ্র ধরা ॥
ঘোমটার ভিতর খেমটা খানি, সাবাস ধনি,
ওলো ডুব দিয়ে জল পেটে পোরা।
পূজা করে আশুতোষে, ভাল ধ্বজা তুল্লি শেষে
রাষ্ট্র হলো দেশ বিদেশে, গেল কৈসে,
এখন ঢাক্‌বি কিসে, কেমন ধারা ॥ ৩৮৫

সখীগণের উক্তি।

ঝিঁঝিট—একতালা।

মরি মরি এত গুণ তোমার।
প্রকাশ হলো লো এই বার ॥
দেখতে শুনতে শান্ত বটে,
এত বিদ্যা তোমার পেটে,
প্রকাশ হলো জলের ঘাটে, বিদ্যা অসাধার ॥ ৩৮৬

কোটালগণের উক্তি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ধর ধর রমণীর বেশ।
মনমজান খোঁপা বাঁধি বিনাইয়ে কেশ ॥
অঙ্গে পর নীলাম্বর, মণিময় অলঙ্কার,
মনে যেবা লয় আর, করহ সুবেশ ॥
সে যে চোর চূড়ামণি, লম্পটের শিরোমণি,
মনে এই অনুমানি শঠের সে শেষ ॥ ৩৮৭

বিদ্যার উক্তি।

ঝিঁঝিট—টিমেতেতালা।

মরি মরি এ কিরে প্রমাদ! কেবা সাধিল এ বাদ
না জানিল প্রাণনাথ, এসব সংবাদ ॥
অধীনীর আশা ক'রে, অবশ্য আসিবেন ঘরে,
পড়িবেন কোটাল—চাতরে,
পেতেছে যে ফাঁদ ॥ ৩৮৮

বিদ্যার উক্তি।

ললিত—আড়া।

আজি কেন প্রাণনাথ এখন দিল না দেখা!
কি জানি কোথায় বুঝি রহিয়াছে প্রিয় সখা ॥
মরি কি ঘটিল দায়, সারা নিশি গত প্রায়,
ওহে নাথ গেলে কোথায়, আমারে করিয়ে একা;
প্রতিদিন এতক্ষণে, এসো অধীনী ভবনে,
আজি বুঝি অকারণে,
সার হলো কাদা মাখা ॥ ৩৮৯

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দারুণ বসন্ত কালে একান্ত প্রাণান্ত করে।
কে আর করিবে শান্ত কান্ত রহিল অন্তরে ॥

কোকিলের কুহুরবে, সর্ব্বদা প্রাণদগ্ধ করে,
নারী বল কি প্রকারে, সহ্য করিতে পারে।
তা'তে আবার সময় পেয়ে, স্মর শর-ধনু লয়ে,
হানিছে নির্দ্দয় হয়ে, এই ক্ষীণ কলেবরে॥ ৩৯০

মালিনীর উক্তি।

মূলতান—একতালা।

ঘটে গ্রহের ফেরে।
আমি আর বাসা দিব না কা'রে॥
জানিলে কি এমন ঘটে, জায়গা দিয়ে,
জায়গা দিয়ে সিঁদেল চোরে॥
এ দায়ে দানবদলনী, দুর্গা যদি,
দুঃখিনীরে রক্ষা করে॥ ৩৯১

মালিনীর উক্তি।

ভৈরবী—আড়খেমটা।

আমি কাঁচা মেয়ে নই।
রাজার কোটাল তুই রে বেটা,
আমি রাণীর মাসি হই॥
যেথান্ থেকে যে জন আসে,
সবাই আমায় ভালবাসে,
কোটাল রে তোর কটুভাষে, মর্ম্মে মরে রই॥ ৩৯২

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ওরে কোটাল! আমি কি জানি যাদুমণি।
কে রে হরিয়ে নিল ফণির মাথার মণি॥
ভালবাসে ভালবাসি, বলে আমায় মাসী মাসী,
সে যে আমার বোন্‌পো নয় রে,
রন্ধ্রগত শনি॥ ৩৯৩

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

মাসী বলিস কারে অলপ্পেয়ে!
তুই বেটা সিঁদেলের জাও,
আমি মালীর মেয়ে॥
যজ্ঞকুণ্ড ছলা কার,
কার ঘরে করিলি চুরি,
সারা রাত্রি জেগে মরি,
কোটালের মার খেয়ে॥ ৩৯৪

মালিনীর উক্তি।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কোটাল ছেড়ে দেরে মোরে।
নিয়ে যা তুই চোরে দিগে ফাঁসি॥
মালীর মেয়ে ফুল বেচে খাই,
কোন্ বেটি বা চোরের মাসী॥
এ যে দেখি সৃষ্টি ছাড়া, দেখিনাক এমন ধারা,
যেমন শনিবারের মড়া,
রবিবারে হয়েছে বাসি॥ ৩৯৫

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মহারাজ! অবিচার কর না।
কেন মিছামিছি দাও যাতনা॥
ঘরেতে চোর ছিল বলে, মন্দ বল,
মহারাজ! তপ্ত জলে, ঘর পোড়ে না॥
এসেছিল বাসার আশে,
কে জানে সে কি সর্ব্বনেশে,
সুরীত কুরীত কা'র্ কেমন রীত জানব কিসে,
মহারাজ! গায় থাকে না নাম নিশানা॥ ৩৯৬

পরিশিষ্ট

নূতন সংগৃহীত কথা।

ভূমিকাতেই বলিয়াছি, চুঁচুড়ানিবাসী সঙ্গীত-রসজ্ঞ শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর মহাশয় এই সঙ্গীত-সংগ্রহে নিঃস্বার্থভাবে আমাদিগকে বিশেষরূপ সাহায্যই করিয়াছেন। এখনকার বিদ্যাসুন্দর যাত্রা-দলের সুদক্ষ পরিচালক শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র দাসের নিকট হইতে এবং হুগলী 'কালেক্টরীর কেরাণী শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতেও ধর মহাশয় বিদ্যাসুন্দরের অনেক গান সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন। পুস্তক ছাপা হইবার পর যে সব গান আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা এ সংস্করণে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না, পরিশিষ্টেই প্রকাশ করিলাম।

ধর মহাশয় গোপাল উড়ের যাত্রার সম্বন্ধে যে কয়েকটী নূতন কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন,—তাহাও এই স্থানে লিখিয়া দিলাম,—

(১) গোপাল উড়ে নিজেও কতকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন।

(২) পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে ফরাস ডাঙ্গায় বোড়াইচণ্ডী তলায় একটী বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল হইয়াছিল। ভৈরব হালদার এ দলেরও গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। গোপাল উড়ের যাত্রার ইনিই একজন প্রধান গান-রচয়িতা।

(৩) কলিকাতার বীর নৃসিংহ মল্লিক মহাশয় বিদ্যাসুন্দরের যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—ইহাই মতান্তরে প্রসিদ্ধি। এই বীর নৃসিংহ মল্লিক এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক মহাশয়ের পিতা স্বত নীলমণি মল্লিক মহাশয় এক-পরিবারস্থ লোক ছিলেন। নীলমণি মল্লিক মহাশয় "ফুল্-আকড়াই"যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাঁর বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সৃষ্টি সম্বন্ধে যে প্রবাদ, তাহা অনেকাংশেই সম্ভবপর।

(৪) এক সময়ে উমেশ ও ভূলোর মধ্যে মনোবাদ ঘটিয়াছিল। ফলে, গোপাল উড়ের যাত্রার দুইটি দল হইল। শুনা যায়,—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা প্রখ্যাতনামা ৺গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় নিজ বাড়ীতে এই উভয়-দলের বায়না করিয়া এ বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহিষাদল-রাজবাড়ীতেও এই দুই দলকে এক করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

(৫) উমেশচন্দ্র মিত্রের ও ভোলানাথ দাসের অনেক দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। উমেশ মিত্রের পুত্র-কন্যা নাই; ভোলানাথ দাসের তিন পুত্র। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র দাসই এক্ষণে জীবিত। গগনচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দলই এখন গোপাল উড়ের যাত্রার প্রধান দল। গোপাল উড়ের যাত্রার পুরাতন গায়কের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী এখনও জীবিত আছেন। ইনি এক সময়ে মালিনী সাজিতেন। ইহাঁর বয়স এখন পঁচাশি বৎসর।

(৬) বিদ্যাসুন্দর যাত্রার তিনটী পালা,—প্রথম,—"বকুল-তলা," দ্বিতীয়,—"সন্ন্যাসী" এবং তৃতীয়,—"চোর-ধরা।" এই তিন পালার গানই আমরা পর-পর সাজাইয়া দিয়াছি।

নূতন সংগৃহীত গান।

কেলুয়ার গান।

ভেটিয়ারী—খেমটা।

আপ্‌না বিগানা সম্‌জানা।
বেগর দস্তিছে না যায় পাছানা॥
কাম হাম্‌রি, পর্‌-এস্তাজারি,
এসা ঝকুমারি নোকরি করনা॥ ১

মেথরাণীর উক্তি

ভৈরবী—ঠুংরি।

সৈঁইয়া মুঝে জিন চলাওএ
গাগেরিয়া মেরি গৈই টুটিয়ে।
আবে মেরি লাজ সরম গৈই টুটিয়ে॥
মেরি মেরি সৈঁইয়া, হের রঙ্গে চুরিয়া,
মেরি সরমকো নাইয়া গৈই টুটিয়ে॥ ২

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

হায়রে দশা, কি তামাসা,
বাসার জন্যে ভাবছ কেনে।
ভাল বাসা দিতে তোমায়
বাঞ্ছিত চিতে কত জনে।
শুন নাগর! তোমায় বলি,
নিত্য নিত্য কুসুম তুলি,
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে অলি,
এই সুখে থাকি বর্দ্ধমানে। ৩

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ঐ দেখা যায় আমার ঘরখানি ... ... দিনমণি।
বালাখানা কোথায় পাব আমি দুখিনী মালিনী॥
এসো যাদু আমার ঘরে,
রাখ্‌বো তোমায় যতন ক'রে
মাসি বলা ভুলে যারে,
তুই নাতি আমি দিদিমণি
কাজের মধ্যে কুসুম তোলা,
রাজবাড়ীতে যোগাই মালা,
ভালবাসেন রাজবালা,
আমি থাকি একাকিনী॥ ৪

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী

মালঞ্চেতে ফুল ফুটেছে মজাদার।
কি বাহার।
সৌরভে শীতল প্রাণ,
হেরে চিত্ত চমৎকার॥
মল্লিকা মালতী জাতি,
ফুটেছে ফুল নানা জাতি,
যূথি গোলাপ সেঁউতি টগর—কহ্লার॥
মধুমত্ত অলিকুল করিছে ঝঙ্কার।
তাহে মলয়েরই বায় বহিতেছে অনিবার॥ ৫

সুন্দরের উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ধর ধর গুঞ্জাহার, দিও মাসি করেতে।
আমার হয়ে দুটো কথা ব'ল
বিদ্যার সাক্ষাতে॥
যা'র লাগী দেশত্যাগী,
হ'লাম পুনরায় যোগী,
আবার বা কি আছে বাকী,
ভস্ম মাখ্‌তে অঙ্গেতে। ৬

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

কাজ কি মালা গেঁথে।
যাদু! পারবে না তার মন ভোলাতে॥
মানিক পাইবে বলে, ঝাঁপ দিতে চাও জলে,
সে মানিক কি পাওয়া যায় চাঁদ কমলেতে॥ ৭

মালিনীর উক্তি

মাসি বলে মোর মাথা খেলি।
এ কি কাজ করিলি॥
প্রাণ যে কেমন করে, মনে না ধৈরয ধরে,
মাসী বলা ছেড়ে দে'রে করি কৃতাঞ্জলি॥
হিসাব ক'রে দেখ্‌তে গেলে,
হস্‌রে তুই ছেলের ছেলে,
মাসী বলা এ কোন্ ছলা কোথায় শিখিলি॥ ৮

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমার আর সে দিন কি আছে।
জল বিনে কমলের কলি শুকিয়ে গিয়েছে॥
ফুট্‌তো যখন কমল-কলি,
ঝাঁকে ঝাঁকে আস্‌তো অলি,
এখন পদ্ম গিয়ে পদ্ম-পুকুর নামটী রয়েছে॥ ৯

মালিনীর উক্তি

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমি তোর তেমন মাসী নই;
তেমন মাসী নইরে যাদু,
তেমন মাসী নই॥
আমার সঙ্গে আকাশ-বুড়ি,
পাতিয়ে গেছে সই॥
কাণ-কাটার কাণ কাট্‌তে পারি,
জুজুর হাতে লাগাই দড়ি,
আকাশের চাঁদ ধর্‌তে পারি,
আস্‌মানেতে লাগিয়ে মই॥ ১০

সুন্দরের উক্তি।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—আড়খেমটা

কেমনে সে ধনে মাসি পাব গো বলনা।
যার লাগি কালী আরাধনা॥
শুনিয়ে ভাটের ভাষে,
এসেছি গো বিদ্যার আশে,
দেখো যেন নৈরাশে ঘটে না বিড়ম্বনা॥ ১১

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—একতালা।

ভাল ত' ঝকমারি,
মান অভিমান কোথায় করি।
সাধের কাজল চোখে দিয়ে,
মুখ তুলে না চাইতে পারি॥
আগেতে না ছিল বোধ, ঘুচে গেল জন্মের শোধ,
আমি যেন চিনির বলদ,
দিবানিশি আজ্ঞাকারী॥ ১২

বিদ্যার উক্তি।

বসন্ত বাহার—রূপক।

অয়ি! ব'ল ব'ল ব'ল গো তারে!
যদি কোন ছলে, কিম্বা মন্ত্র-বলে,
গোপনে আসিতে পারে॥
লয়ে পায়ের দাসী, র'ব দিবানিশি,
এ ছার ধনে আমার কি করে॥
এ ছার যৌবন, বিষধর সম,
দংশন করিতেছে শরীরে;
তাহে রতিপতি, দুঃখ দেন অতি,
বাঁচে কুলবতী কি ক'রে॥ ১৩

বিদ্যার উক্তি।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি করে পরের কথায়।
সেই সে প্রাণধন,—
প্রাণ যারে চায়॥
উপজিলে প্রেম-নিধি,
না মানে নিষেধ বিধি,
প্রাণ মন নিরবধি,—
তারই গুণ গায়॥ ১৪

মালিনীর উক্তি।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মালা নে ও রাজবালা!
আজাড় ক'রে দাও ফুল-ডালা॥
মালা গাঁথার উপক্রম,
বৃথা হ'ল পরিশ্রম,
এখনও ভাঙ্গ্‌লো না ভ্রম,
কোটার ভিতর কত খেলা॥ ১৫

বিদ্যার উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

কেন এলি মালিনি লো তুই এত বেলায়।
পূজার সময় ব'য়ে গেলে,
কাজ কি লো তোর ফুল-মালায়॥
অনুভবে বুঝা গেছে,
নতুন নাগর তোর জুটেছে,
এমন মানুষ নাই কি কাছে,—
সকাল সকাল ঘুম ভাঙ্গায়॥
আমি কি আর কবো তোরে,
যা লো হীরে ফিরে ঘরে,
প্রাণে ভাল বাসিস্ যারে,—
মালা দিগে তার গলায়॥ ১৬

—

নারীগণের উক্তি।

বাহার—খেমটা।

চল্ চল্ ঘরে ফিরে চল্।
ছুতো ক'রে না চত্বারে ঢেলে আসি জল॥
রেখে গুরুজনের মন,
হেরব এসে ও চাঁদবদন,
কড়া নেড়ে চোর যেমন,
বুঝে লোকের বল॥ ১৭

—

সখীগণের উক্তি।

ভৈরবী—আড়া

মর্ম্মে মরে আছি লো সজনি!।
নয়নে যায় দেখা একা ঠাকুরাণী॥
কি করিব হায় হায়! এ দুখ না সহা যায়।
প্রাণ জলে বিষের জ্বালায় হৃদে দংশে ফণী॥ ১৮

—

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ত্বরায় যালো ফিরে,
নাগর একুলা আছে শূন্য ঘরে॥
এদেশে রমণী যত, কামিখ্যা-ডাকিনীর মত,
নাগর দেখলে অমনি ফুঁয়ে হরে লয় তার মন—
ছলে বলে নে যায় তারে নয়ন ঠেরে॥ ১৯

—

মালিনীর উক্তি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

তা'রে মালা দিয়ে ঘটিল কি দায়!
ও কি বলিব তোমায়।
সাপে ছুঁচো ধরা যেমন,
ঘটিল আমায়॥
দংশিল অধর চাঁদে,
বিষের জ্বালায় বিদ্যে কাঁদে,
প্রবোধিয়ে তাগা বেঁধে,
রেখে এলাম তায়॥
সে সুখ-ফণীর কামড়ে,
অমনি ধনী ট'লে প'ড়ে,
মদন তায় গাঠুলি পাড়ে,
ঝাড়নে না যায়॥ ২০

—

মালিনীর উক্তি।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

চল চল গুণমণি!
ভ্রমরে না হেরে ব্যস্ত আছেন কমলিনী।
মধু পাত্র করে ল'য়ে, আছে সদা নিরখিয়ে,
রাজপথে দাঁড়াইয়ে, মণি-হারা যেন ফণী॥ ২১

—

সুন্দরের উক্তি।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কেন রাগ ক'রে ও চন্দ্রবদন
ভার ক'রে বসেছ।
অভিমানে মগ্ন হ'য়ে তুমি আমায় পর ভেবেছ॥
একি তোমার অভিমান, অসাধ্য হ'ল রে প্রাণ,
সাধিতে সাধিতে আমার ওষ্ঠাগত প্রাণ,—
তোমার প্রেম করা নয় আমায় মারা,—
এ কি নয়ন-বাণ,—
প্রেম-সাগরে ডুবিয়ে আমার
প্রাণ কেড়ে নিয়েছ॥ ২২

—

সুক্ত ।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

অভিমান ত্যজ ও মানিনি!
যামিনী যে যায়।

নিরাশা-নীরে ভাসালে কাঁদালে আমায়॥
বিনা অপরাধে এত, কেন লো হ'লে রাগত,
বুঝি এ জনমের মত, করিলে বিদায়॥ ২৩

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

জীবন যৌবন ধনি! চির দিনের নয়।
কিছু কাল পরে চলে যায়॥
তাই বলি ওলো ধনি! দান কর প্রেম চাঁদ-বদনি!
সব সই দুদিন বই, শব-সই হ'বে—
অন্ন থাকিতে কেন, অতিথ ফিরাবে—
ও পুণ্যবতি! স্বর্গে দাও বাতি,
ফল ভারে ভাঙ্গে তরু, সে ফলে কি ফলোদয়॥২৪

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সুধাই তোমায় সুধামুখি!
ভুলেছ কি আছে মনে।
মনে ভেবে দেখ দেখি, কি কথা ছিল দু'জনে॥
আমায় মন দিবে বলে, আগে আমার মন নিলে,
অবশেষে এই করিলে,
তুই জানিস্ তোর ধর্ম্ম জানে॥ ২৫

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—একতালা।

নারীর ভোগায় বিষম জ্বালা।
যুবতী কি শলা!
মুচ্‌কে হেসে নজর মেরে
পুরুষেরই দফা সারে,
ঘুণ ধরায় পাঁজরে,—
সে যে নিজে না মজে
সহজে পুরুষকে করে উতলা॥ ২৬

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মন বাঁধা চোখের দেখা এ কোন্ ভালবাসা।
আশার আশ্রিত হয়ে
ঘুচলো না প্রাণ মনের আশা॥
কেবল প্রাণ আমার বেলা, উপরোধে ঢেঁকি গেলা,
অন্তরে বিষের জ্বালা, শঠের ব্যবহার;
আজ অবধি প্রিয়ে তোমার প্রেমে নমস্কার॥
বেল পাকলে কাকের যেমন,
আমার তেমনি যাওয়া আসা॥ ২৭

সুন্দরের উক্তি।

মূলতান—আড়াঠেকা।

তোমা বিনে যাই কোথা প্রাণ,
কে আমার আছে।
তুমি আমার আমি তোমার,
প্রাণ সঁপেছি তোমার কাছে॥
শুন প্রিয়ে কমল-কলি,
তোমার প্রেমে আমি অলি,
পরের কথায় ঢলাঢলি করোনা মিছে॥
বিকারে বিষ খেলে পরে,
সে বিষেতে প্রাণ বাঁচে।
মনে মনে কর আশা,
মন-সাধ পুরালে খাসা,
অন্তরের ভালবাসা তোমার গিয়েছে;
মনে কি অভিমান উদয় হয়েছে,
মন-ভাঙ্গা মন্ত্রণা তোমায়
বল প্রিয়ে! কে দিয়েছে॥ ২৮

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বল দেখি বিধুমুখি! কি তোমার মনে।
মরা গাঙে তুফান দেখে ভেবে বাঁচিনে॥
উন্মত্ত নদী তোমার,
কেমন ক'রে হব পার,
কুলে ব'সে আমি তাই
ভাবি হে মনে॥
ফেল্‌লে লগি ভেসে যায়
আর এক দিক পানে।
করবো নঙ্গর, ভাঙ্গবো গুমর,
হব পার এ তুফানে॥ ২৯

বিদ্যার উক্তি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

গত নিশি নিশি জাগরণে,
সদা সশঙ্কিত প্রাণে, ধৈরয না মানে।
আন্ চান্ প্রাণ করে সদা
পাছে কথা মালিনী শুনে॥
সই সই সই করোনা প্রচার,
যদ্দিন গোপনে রয় জানাবো না বাপ মায়,
সহচরি মরিগো লজ্জায়,
শেষে কালী যা করেন মেনে॥ ৩০

স্থন্দরের উক্তি।

বাহার বাগেশ্রী—চৌতাল।

তুমি যেমন রসবতী,
পেলে তেম্নি প্রাণপতি,
মন-সুখে নিতি নিতি,
থাক লো যুবতী।
শিব সেবেছিলি ভাল,
শিবত্ব তোর প্রাপ্ত হ'ল,
সব দুঃখ দূরে গেল,
সদয় পশুপতি॥ ৩১

সুন্দরের উক্তি।

বাহার বাগেশ্রী—চৌতাল।

রেখ লো যতনে।
অন্যে কেহ নাহি জানে॥
* * *
যতনেরই ধন হবে,
যতনে তারে রাখিবে,
অযতনে হারাইবে,
মনের অভিমানে॥ ৩২

মালিনীর উক্তি।

পরজ—কাওয়ালী।

কৈ কিসে করি তোমারে বঞ্চনা।
বল ত' বল না, যে কথা বল্‌ছ,
যে পথে চল্‌ছ,
সে পথে আমার গমনা॥
নিশিদিন কি নিস্তার আছে,
আমি আছি পাছে পাছে,
এতে কি প্রাণ বাঁচে,
যেচে মান কেঁদে বাসনা॥ ৩৩

মালিনীর উক্তি।

কালাংড়া—আড়খেমটা।

সকল দিক খোয়ালি যাদু!
আমার মাথা খেয়ে।
নইলে তোর এতদিনে
কবে হ'য়ে যেত বিয়ে॥
এসেছে যে সন্ন্যাসী বর,
রসের সাগর গুণের নাগর,
হবে সে বিদ্যারই বর,
তোর হাতে খোলা দিয়ে॥ ৩৪

মালিনীর উক্তি।

বাহার—খেমটা।

আমি কি কর্‌বো বল,
হয় তো হ'ল না ভাল,
কপালক্রমে ফস্‌কে গেল।
ভেবে কুটে তয়ের ক'রে,
রেখেছিলাম তোমার তরে,
উড়ে এসে বস্‌লো জুড়ে,
সন্ন্যাসীটে কোথায় ছিল॥ ৩৫

সুন্দরের উক্তি।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

না বুঝে কেন মন মজালে।
মজিলে মজালে, সমস্ত গাং বেয়ে মাসী,
ঘাটে ভরা ডুবালে॥
গৃহধর্ম্ম পরিহরি, তব আশায় বাসা করি,
যে আশাতে ছিলাম মাসি হইলাম নিরাশ;
বারে বারে বলি তোরে, কই এনে দিলি তারে,
নদীর কূলে, কপাল গুণে ফলে॥
ভুলায়ে নূতন আশ্বাসে, রেখেছিলে স্নেহবশে,
পা'ব বলে আছি মাসী তোমার প্রত্যাশে;
তুমি তো এই কল্লে শেষে, বল প্রাণ বাঁচে কিসে,
মরি মরি আপ শোষে দেশে যাই কি বলে॥ ৩৬

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—আড়খেমটা।
মাসি! এমন কথা কেন বল্‌লে'
ছল ক'রে মন ছলে নিলে,
আবার নির্ব্বাণ আগুণ জ্বাল্‌লে॥
আশা দিয়ে মন ভুলালে,
আকাশের চাঁদ হাতে দিলে,
অবশেষে এই করিলে,
শেষকালে বিষ ঢাল্‌লে॥ ৩৭

সুন্দরের উক্তি।
সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।
মান-অভিমান সমান তোমার,
বুঝা যায় না কান্না-হাসি।
শাল গেরামের শোওয়া-বসা,
দু'দিকে থাকে তুলসী॥
সাপ হয়ে দংশন করো,
পুনঃ রোজা হয়ে ঝাড়ো,
অঘটন ঘটাতে পারো,
ওলো হীরে সর্ব্বনাশি॥ ৩৮

মালিনীর উক্তি।
গাড়া ভৈরবী—পোস্তা।
হায়! কি দশা, কি তামাসা,
মরি পরের তরে।
যার জন্যে সই চুরি করি,
চোর ব'লে সেই বাঁধে করে॥
প্রেম পাড়াতে কর্‌লাম হিত,
হিতে হ'ল বিপরীত,
কত না হলাম লাঞ্ছিত,
শেষে প'ড়্ আথান্তরে॥ ৩৯

রাজার উক্তি।
খাম্বাজ—আড়খেমটা।
নবীন সন্ন্যাসি! আজ ফিরে যাও বাসায়।
বুঝেছি জেনেছি কি জন্যে আসা হেথায়॥
বুঝ্‌লাম আজ কথারই ভাবে,
তুমি সুপণ্ডিত হবে,—হবে রসময়!
আমি বিবেচনা কর্‌ব্ব মনে,
তুমি কাল এস হে রাজসভায়॥ ৪০

সুন্দরের উক্তি।
ভৈরবী - আড়াঠেকা।
বদন তোল বিধুমুখি!
আড় নয়নে ফিরে চাও।
মান ত্যজ মানিনি লো!
মনের কথা কও না কও॥
তব ক্রোধানল লয়ে,
চন্দ্র এলেন সূর্য্য হয়ে,
মরি প্রিয়ে দেখ্‌লো চেয়ে,
বাঁচি যদি তুমি বাঁচাও॥৪১

সুন্দরের উক্তি।
কালাংড়া—কাওয়ালী।
পরের কথায় মন ভেঙ্গো না।
আপনার মন কেন প্রবোধ দিয়ে রাখ না॥
পরের কথা শুন্‌লে প্রাণ,
কাকে লয়ে গেল কাণ,
হাত দিয়ে দেখনা প্রাণ—আপনার কাণে;
তবে যেয়ো বিধুমুখী কাক অন্বেষণে;—
ছি ছি বলি রাজনন্দিনী তোমার নাই কি বিবেচনা॥
ছিল এক রাজরাণী, শুনি কোটালের বাণী,
স্বহস্তে পতিবধ কর্‌লে আপনি;
প্রাণ পালালো, স্বামী ম'লো, পস্তাল' ধনী;
ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট তোমার যেন তাই ঘটে না॥৪২

সুন্দরের উক্তি।
ভৈরবী—আড়া।
তারিণী তারিতে হবে।
নতুবা তারিণী নামে কলঙ্ক রটিবে॥
যে জন ভজন জানে, সে তরিবে নিজগুণে,
যে জন ভজনহীন মা, তারে দয়া কে করিবে॥
যদি দুরাচার হই, তোমা বই আর কারো নই,
মা হ'য়ে সন্তানের মায়া কেমনে
এড়াবি শিবে॥ ৪৩

সম্পূর্ণ।